শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

অনুবাদ

শাইখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক

পরিবেশনায়

নোমানিয়া কুরআন মহল
৭নং বায়তুল মুকার্‌রম
ঢাকা-১০০০

আনোয়ারা বুক হাউস
৩৮/৩, বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا *

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত (পথ নির্দেশ) ও সত্য ধর্ম আনুগত্যের একমাত্র সত্য বিধানসহ ইসলামের নৈতিক চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে মহান চরিত্রাবলীর অধিকারী করে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ অনুসারে মানব মন্ডলীকে কুফরের অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ইবাদতের মর্মার্থ বাস্তবায়িত করার জন্য পাঠিয়েছেন এবং তা আল্লাহ্র বিধি-বিধানকে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও শয়তানী খেয়ালখুশী চরিতার্থ করার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে নিহায়েত বিনয়, নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র আদেশাবলী যথার্থভাবে পালন করা এবং তাঁর নিষেধাবলী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার মাধ্যমে হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার উপযোগী প্রতিটি ব্যাপারে সর্বজ্ঞাত ওয়াকেফহাল ও তাদের প্রতি চির স্নেহশীল সদা করুনাময়।

হে মুসলিম সম্প্রদায় ! তোমরা জেনে রাখ, নারীর জন্য পর পুরুষের সম্মুখে পর্দা করা এবং মুখমণ্ডল আবৃতি করে রাখা ফরয (অবশ্য কর্তব্য) তোমার প্রভূর পবিত্র কুরআন ও তোমার নবীর সহীহ হাদীস এবং ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানীদের অনন্য প্রচেষ্টা সাধনালব্ধ সঠিক ও নির্ভুল কিয়াস তা প্রমাণ করে।

পবিত্র কুরআনের আলোকে পর্দার আবশ্যকিয়তা

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى
جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ
اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ
التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ
يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া কুল লিলমু'মিনাতি ইয়াগদুদ্বনা মিন আবছরিহিন্না ওয়া ইয়াহফাযনা ফুরূজাহুন্না ওয়ালা ইউবদীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা মা যাহারা মিনহা ওয়াল ইয়াদ্বরিবনা বিখুমুরি হিন্না আ'লা জুইউবিহিন্না ওয়ালা ইউবদীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা লিবুউলাতিহিন্না আও আবায়িহিন্না আও আবায়ি বুউলাতিহিন্না আও আবনায়ি বুউলাতিহিন্না আও ইখওয়ানিহিন্না আও বানী ইখওয়ানিহিন্না আও বানী আখাওয়াতিহিন্না আও নিসায়িহিন্না আও মা মালাকাত তাইমানুহুন্না আবিত্তাবিয়ীনা গাইরি উলিল ইরবাতি মিনাররিজালি আবিত্বত্বিফলিল্লাযীনা লাম ইয়াযহারূ আ'লা আওরাতিন্নিস্যায়ি ওয়ালা ইয়াদ্বরিবনা বিআরজুলিহিন্না লিইউ'লামা মা ইউখফীনা৷ মিন ঝীনাতিহিন্না ওয়া তূবূ ইলাল্লাহি জামীয়ান আইউহাল মু'মিনূনা লায়াল্লাকু তুফলিহূন।

অর্থাৎ, (হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি) ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য, বেশ-ভূষা ও অলংকারাদী প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র,

স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গুপ্তাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো নিকট তাদের সাজ পোশাক প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য (রাস্তা–ঘাটে) জোরে পদচারণা না করে, হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সকলে আল্লাহর দরবারে তওবা কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আন্ নূর : ৩১)

পবিত্র কালামে পাকের উপরোক্ত আয়াত হতে নারীর উপর পর্দা করার আবশ্যকিয়তা নিম্নোক্তভাবে বুঝা যায়।

১। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদেরকে অবৈধ ও হারাম পথে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং ঐ সব ভূমিকা হতে দূরে থেকে সতীত্ব রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যার পরিণতিতে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার সহায়ক হয়।

সকলেই জানে যে, নারীর চেহারা ঢেকে রাখা তার সতীত্ব রক্ষা করার অন্যতম পন্থা, কারণ নারীর চেহারা উন্মুক্ত রাখা হলে তার প্রতি পরপুরুষের কামুকদৃষ্টি পতিত হয়ে তার অঙ্গশ্রী দেখে পুরুষের চোখের দ্বারা যৌনানন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায় এবং তা পরিণামে সে নাারীর সাথে বাক্যালাপ, পত্রালাপ ও সাক্ষাৎ ইত্যাদি অবৈধ পন্থা অবলম্বনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَ زِنَاهُمَا النَّظَرُ *

উচ্চারণ ঃ আল্ আইনানে তাযনিইয়ানে ওয়া যিনাহুমান নাযারা।

অর্থাৎ (মানুষের) দু'টি চোখও যেনা করে, আ'র চক্ষু দুটির যেনা হল (বেগানা নারীর প্রতি) দৃষ্টিপাত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিশেষে এরশাদ করেন, সকল স্তর অতিক্রম করতঃ সর্বশেষে গুপ্তাঙ্গ যেনার অতিক্রান্ত স্তরসমূহকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ যৌন মিলনের মাধ্যমে যেনার পরিসমাপ্তি ঘটে, অথবা গুপ্তাঙ্গ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গের যেনা সংঘটিত হয় না। সুতরাং যখন মুখমণ্ডল আবৃত রাখা যৌনাঙ্গ হেফাযতের মাধ্যম সাবাস্ত হল তখন প্রতীয়মান হয় যে, মুখমণ্ডল আবৃত রাখা নির্দেশিত। কেননা উদ্দেশ্যের যা হুকুম মাধ্যমেরও সেই একই হুকুম।

পবিত্র কালামে পাকে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وليضربن بخمرهن على جيوبهن *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল ইয়াদ্বরিবনা বিখুমুরি হিন্না আ'লা জুইউবিহিন্না।

অর্থাৎ, তারা (নারীরা) যেন (তাদের) বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে।

"খুমুর" শব্দটি 'খিমার' শব্দের বহুবচন। 'খিমার' অর্থাৎ ঐ কাপড় যা নারীরা মাথায় ব্যবহার করে থাকে এবং তা দ্বারা গলা ও বক্ষদেশ পানি ভরা কুপের ন্যায় আবৃত হয়ে যায়। সুতরাং গলা আবৃত করার নির্দেশের দ্বারা চেহারা আবৃত করার নির্দেশ প্রমাণিত হয়। কেননা, যখন গলা ও বক্ষদেশ পর্দার আওতাধীন, তাহলে মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অগ্রগণ্য, কারণ নারীর মুখমণ্ডল যাবতীয় রূপ ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মূল উৎস ও আকর্ষণ। এ কারণে একজন নারীর সমগ্র দেহ অপেক্ষা তার মুখমণ্ডল দেখায় নৈতিক বিপর্যয় ঘটার সর্বাধিক আশংকা বিদ্যমান। তাছাড়া লোক সমাজে নারীর সৌন্দর্য তার চেহারার সৌন্দর্যের উপরেই নির্ভর করে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। এমনকি যখন কথোপকথন চলে তখন বলে যে, অমুক নারী রূপবতী, সুন্দরী, তখন শ্রোতা বিনা দ্বিধায় সে নারীর চেহারার সৌন্দর্যই বুঝে থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় খোজ খবরে নারীর চেহারার সৌন্দর্যই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এরপর একটু চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রজ্ঞাভিত্তিক ইসলামী শরীয়ত গলা ও বক্ষদেশকে পর্দার অন্তর্ভুক্ত করে মুখমণ্ডলের ন্যায় ফিৎনা ও বিপর্যয়ের উৎসকে কি করে পর্দাবহির্ভুত তথা খোলা রাখার অনুমতি দিতে পারে ? (না তা কখনও হতে পারে না; বরং মুখমণ্ডল খোলা রেখে পুরোপুরী পর্দা পালন হতেই পারে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে নারীর সুন্দর্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইরশাদ করেন–

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা ইউবদীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা মা যাহারা মিনহা।

অর্থাৎ, আর তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য ততটুকু যতটুকু স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অর্থাৎ নারীর কোন সাজ-সজ্জা ও সুন্দর্য কোন পুরুষের সম্মুখে প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য যে সব সাজ-সজ্জা ও সুন্দর্য আপনাআপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে, যেমন-বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদি এসব সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা গুনাহ্ নয়। যা ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–"ততটুকু ভিন্ন স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে" তিনি বলেননি যতটুকু তারা প্রকাশ করে, পুনরায় উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক সুন্দর্য প্রদর্শন করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা করেছেন- "এবং তারা যেন তাদের স্বামী ও (আয়াতে উল্লেখিত মোট বারজন পুরুষ) ব্যতীত অন্য কারো নিকট তাদের সুন্দর্য প্রকাশ না করে।"

উক্ত আয়াতে দু'জায়গায় 'জীনাত' শব্দ ব্যবহার করে ব্যতিক্রমভুক্তদের বিধান বর্ণনা বুঝা যাচ্ছে যে, জীনাত (সাজ–পোশাক) দুই প্রকার, দ্বিতীয়টি প্রথমটি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যথা–প্রথম জীনাত যা প্রকাশমান, অর্থাৎ যে সাজ–পোশাক ইচ্ছাকৃত প্রকাশ করা ব্যতিরেকে এমনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি যা ঢেকে রাখা অসম্ভব। (এগুলো দর্শন করা ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত) দ্বিতীয় জীনাত যা অপ্রকাশমান (গোপনীয়) অর্থাৎ যে সাজ–সজ্জার মাধ্যমে নারী নিজেকে সুসজ্জিতা করে যা অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বতঃই প্রকাশ পায় না। এ দ্বিতীয় প্রকার জীনাত দর্শন করা যদি সবার জন্য বৈধ হত তাহলে প্রথমটিকে সাধারণভাবে বৈধ এবং দ্বিতীয়টির বেলায় ব্যতিক্রম করার কোন কারণ থাকে না।

৪। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীর আভ্যন্তরীন সুন্দর্য এমন অধিনস্ত পুরুষদের নিকট প্রদর্শন করার অনুমতি প্রদান করেছেন যারা নির্বোধ যাদের মনে নারী জাতীর প্রতি প্রবৃত্তিগত কোন আগ্রহ ও উৎসাহ নেই; আর তারা হল দাস সকল, যাদের হৃদয়ে কোন যৌন কাম প্রবণতা নেই এবং এমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যে বালক এখনও সাবালকত্বে পৌঁছেনি এবং নারীদের গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরো দু'টি মাসয়ালা জানা যায়। আর তাহল এই–

(ক) নারীর আভ্যন্তরীন সাজ–সজ্জা অর্থাৎ সুন্দর্য উল্লেখিত দুই প্রকারের (দাস ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক) পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সম্মুখে প্রদর্শন করা জায়েয নেই।

(খ) নিঃসন্দেহে বেগানা পুরুষ পর নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে ফেৎনায় লিপ্ত তথা অবৈধ পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়ার আশংকায় পর্দা সম্পর্কিত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, নারীর মুখমণ্ডল যাবতীয় সুন্দর্যের প্রতীক এবং ফেৎনা ও ফাসাদের উৎস। সেহেতু মুখমণ্ডল ঢাকা ওয়াজিব, (অবশ্য পালনীয়), যাতে কোন পুরুষ তার প্রতি তাকিয়ে আসক্ত না হয় বা ফেতনায় লিপ্ত না হয়।

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ط

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা ইয়াদ্বরিবনা বিআরজুলিহিন্না লিইউ'লামা মা ইউখফীনা মিন যীনাতিহিন্না।

অর্থাৎ নারীরা যেন (রাস্তায় চলার সময়) সজোরে পা ফেলে পথ না চলে, যার কারণে অংলকারাদির শব্দ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা (পুরুষের নিকট) প্রকাশ হয়ে পড়ে"।

উপরোক্ত আয়াতে রাস্তায় চলার সময় নারীকে সজোরে পা-ফেলে চলতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে নারীর পায়ের অলংকার, বেড়ী, ঝুমুর (নুপুর) ইত্যাদির শব্দ শ্রবণ করে সে নারীর প্রতি বেগানা পুরুষ অবহিত হতে না পারে। সুতরাং ফেৎনা সংঘটিত হওয়ার আশংকায় নারীকে যখন এভাবে চলাফেরা না করতে বলে দেয়া হয়েছে, তখন চিন্তা করুন যে, চেহারার মত বিপদ সংকুল স্থান খোলা রাখা কিভাবে জায়েয হতে পারে ?

লক্ষনীয় যে, এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোন বিষটি অধিক ফেৎনা সৃষ্টিকারী ও ধ্বংসাত্মক। নারীর পায়ের অলংকারের শব্দ ? যদ্বারা নারী যুবতী না বৃদ্ধা, সুশ্রী না কুশ্রী কিছুই অনুভব করা যায় না, নাকি নারীর সুন্দর্যের প্রতীক উন্মুক্ত চেহারা দর্শন করা ? বিবেক, বুদ্ধি, অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট অজানা নয় যে, এ দু'টির কোনটি ফেৎনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং কোন্‌টি খোলা না রেখে সম্পূর্ণ আবৃত রাখার অগ্রাধিকার রাখে নিঃসন্দেহে সেটি হবে চেহারা। কারণ উক্ত আয়াতে পায়ের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নারীর চেহারা প্রদর্শন করাত আরও কঠোর এবং সন্দেহাতীত হারাম হবে।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল ক্বাওয়াঈদু মিনান্নিসায়িল্লাতী লা-ইয়ারজূনা নিকাহান ফালাইসা আলাইহিন্না জুনাহুন আইঁয়্যাদ্বা'না ছিইয়াবাহুন্না গাইরা মুতাবাররিজা'তিন বিঝীনাতিন, ওয়া আইঁইয়াসতা'ফিফনা খাইরুল্লাহুন্না ওয়াল্লাহু সামীউন আলীম।

অর্থ ঃ বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহ বন্ধনের আশা রাখেনা, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে (অর্থাৎ,) তাদের (পর্দা করার অতিরিক্ত) বস্ত্র খুলে রাখে, তাদের জন্য তা করা দোষ নেই। তবে এ হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞাত। (সূরা নূর : আয়াত–৬০)

আলোচ্য আয়াতে পর্দা করার অপরিহার্যতা এভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ বলেন, বৃদ্ধা নারী (বার্ধক্যের কারণে) যার প্রতি কোন পুরুষ আকর্ষণ বোধ করে না তারা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের (পর্দা করার অতিরিক্ত) বস্ত্র খুলে রাখা অপরাধ নয়। প্রকাশ থাকে যে, বস্ত্র খুলে রাখা অর্থ উলঙ্গ বা শরীর নিরাবরণ রাখা নয়; বরং এখানে বস্ত্র অর্থাৎ কাপড় বলতে ঐ কাপড়কে বুঝানো হয়েছে যে সব

কাপড় দ্বারা হাত মুখমণ্ডল ইত্যাদি আবৃত রাখা হয়। যথা ঃ চাদর, বোরকা ইত্যাদি। এ আয়াতে বস্ত্র অর্থাৎ কাপড় খুলে রাখার নির্দেশ শুধুমাত্র বৃদ্ধা নারীদের জন্যই নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে যুবতী নারীর মুখমণ্ডল বিপদ সংকুল স্থান তাই তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অতীব জরুরী। যদি বস্ত্র বা কাপড় খুলে রাখার হুকুম (আদেশ) বৃদ্ধা, যুবতী, তরুনী সকল নারীর জন্য অভিন্ন হত তা হলে শুধুমাত্র বৃদ্ধা নারীকে যুবতী নারী হতে পৃথক করে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে–

غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط

উচ্চারণ ঃ গাইরা মুতাবাররিজাতিন বিযীনাত্বিন।

অর্থ ঃ যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বস্ত্র খুলে রাখে (তা হলে) তাদের কোন দোষ নেই।

কিন্তু রমনী যুবতী তরুণী তাদের লাবণ্যময় মুখমণ্ডল প্রদর্শন করে পরপুরুষের সামনে অঙ্গভঙ্গি ও অভিনয় করতঃ হেলেদুলে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পরপুরুকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করাই হয়ে থাকে। তাছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা কদাচিত হয়ে থাকে এবং এর উপর কোন আদেশ হয় না। এতে প্রমাণিত হল যে, বিবাহের উপযুক্ত যুবতী তরুণী নারীর জন্য তার মুখমণ্ডলসহ সম্পূর্ণ শরীর পরিপূর্ণ ভাবে আবৃত করে রাখা অপরিহার্য (ওয়াজিব)।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا *

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহান্নাবিইয়্যু কুললিআযওয়াজিকা ওয়া মানাতিকা ওয়া নিসায়িল মু'মিনীনা ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না, যালিকা আদনা আইঁয়্যু'রাফনা ফালা ইউ'যাইনা, ওয়া কানাল্লাহু গাফূরার রাহীমা।

অর্থ ঃ হে রাসূল ! আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণ এবং মু'মিনদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের চাদরগুলি মস্তক হতে মুখমণ্ডলের নিম্নদিকে ঝুলিয়ে দেয়। এ কারণে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু, স্নেহশীল।

(সূরা আহ্যাব : আয়াত– ৫৯)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাস্‌সিরে কুরআন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদের নারীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তারা কোন বিশেষ প্রয়োজনে যখন ঘর হতে বের হয় তখন যেন তারা (জিলবাব) চাঁদর দ্বারা মাথার উপর দিক হতে নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে বের হয়। তবে রাস্তা চলার জন্য একটি চোখ খোলা (চোখের পর্দা হালকা) রাখবে। নিশ্চয়ই রাসূলের সাহাবীর তাফসীরই অকাট্ট দলীল (প্রমাণ)। এমনকি কোন কোন প্রখ্যাত আলেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তাফসীরকে হাদীসে মারফু'র (উচ্চ ও ত্রুটিমুক্ত হাদীস) সমতুল্য মনে করেন। সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তাফসীরে রাস্তা দেখার জন্যই একটি চোখ খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। নিষ্প্রয়োজনে চক্ষু খোলা রাখা বৈধ হবে না।

নবীপত্নী উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হতে আনসারী নারীরা (মদীনা শরীফের স্থায়ী অধিবাসীনী) কালো চাদর পরিধান করে অতি ধীরস্থিরের সাথে গৃহ হতে বের হতেন। মনে হত যেন তাদের মাথার উপর কাক বসে আছে। সের-ই খোদা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শিষ্য হযরত আবু উবাইদাহ আস্‌সালমানী, হযরত কাতদাহ প্রমুখ বলেন যে, মু'মিন লোকদের স্ত্রীগণ মাথার উপর এমন ভাবে চাদর পরিধান করতেন যে, চলার পথে রাস্তা দেখার জন্য চক্ষু ব্যতীত তাদের শরীরের অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ পেত না।

বিঃ দ্রঃ "জিলবাব" শব্দটি আরবী শব্দ অর্থাৎ জিলবাব বলতে বড় চাদরকে বুঝানো হয়েছে, যা ওড়নার রূপে বোরকার পরিবর্তে পরিধান করা হয়।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْ اٰبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَائِهِنَّ لَااَبْنَائِهِنَّ وَلَا
اِخْوَانِهِنَّ وَ لَا اَبْنَاءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
شَهِيْدًا *

উচ্চারণ ঃ লা-জুনাহা আলাইহিন্না ফী আবায়িহিন্না ওয়ালা আবনায়িহিন্না ওয়ালা ইখওয়ানিহিন্না ওয়ালা আবনায়ি ইখওয়ানিহিন্না ওয়ালা আবনায়ি আখাওয়াতিহিন্না ওয়ালা নিসায়িহিন্না ওয়ালা মা-মালাকাত আইমানুহুন্না ওয়াত্তাক্বিনাল্লাহা ইন্নাল্লাহা কানা আ'লা কুল্লি শাইয়িন শাহীদা।

অর্থ ঃ নারীর জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সহধর্মিনী নারী এবং অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে কোন গুনাহ নেই। হে নারীগণ ! আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয় পর্যবেক্ষক।

(সূরা আহ্যাব : আয়াত-৫৫)

ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদেরকে গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে ইসলামী শরীয়ত মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ) তাদের সামনে পর্দা করার নির্দেশ প্রদান করার পর একথাও বর্ণনা করেছেন যে, আত্মীয় মাহ্রামদের সম্মুখে পর্দা করা ওয়াজিব নয়। যেমন-

সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ *

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা ইউবদীনা ঝীনাতাহুন্না ইল্লা লিবুয়ূলাতিহিন্না।

অর্থ ঃ তারা (নারীরা) যেন তাদের স্বামী ব্যতীত অন্য (কোন পুরুষের) সম্মুখে তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে।

পরপুরুষের সম্মুখে পর্দা করার অপরিহার্যতার উপর পবিত্র কুরআন হতে এ দলীলগুলো পেশ করা হল যদিও শুধুমাত্র প্রথম আয়াতেই এ বিষয়ের উপর পাঁচটি দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। (যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।)

হাদীসের আলোকে পর্দার আবশ্যকিয়তা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّنْظُرَ مِنْهَا اِذَا كَانَ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا لِخُطْبَةٍ وَاِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ. (رواه احمد)

উচ্চারণ ঃ ইযা খাত্বাবা আহাদুকুম ইমরাআতুন ফালা জুনাহা আলাইহি আইঁয়ানযুরু মিনহা ইযা কানা ইন্নামা ইয়ানযুরু ইলাইহা লিখুত্বাতুন ওয়া ইন কানাত লা-তা'লামু। (আহ্মদ)

অর্থ ঃ তোমাদের যে কেউ কোন নারীর প্রতি বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করার পর তাকে দেখলে কোন গুনাহ্ হবে না। (আহ্মদ)

মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ গ্রন্থকার উক্ত হাদীসকে ত্রুটিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উল্লেখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিবাহের প্রস্তাবদাতা যদি বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখে তাহলে তার গুনাহ হবে না। এর দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, যারা বিবাহের উদ্যোগ না নিয়ে এমনিই দেখে তারাই গুনাহ্গার হবে। অনুরূপ ভাবে যারা বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং নারীর রূপ লাবণ্য দর্শন করার স্বাদ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে দেখে থাকে তারাও পাপাচারীদের দলভুক্ত হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসের মধ্যে নারীর কোন্ অঙ্গটি দর্শন করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি; হয়ত বক্ষ, হাত, পা ইত্যাদি কোন একটি অঙ্গ দর্শন করা উদ্দেশ্য হতে পারে।

উত্তর ঃ সৌন্দর্য ও রূপ অনুরাগী উপলব্ধিকারী প্রস্তাবদাতার পক্ষে পাত্রীর চেহারার সৌন্দর্য দেখাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কারণ চেহারাই হচ্ছে নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য চেহারার সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং নারীর সৌন্দর্য অন্বেষণকারী প্রস্তাবদাতা নারীর চেহারাই দেখে থাকে এতে কোন সন্দেহ নেই (নারীর দর্শনীয় অঙ্গটি হচ্ছে চেহারা)।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায আদায় করার জন্য আদেশ প্রদান করলে জনৈকা নারী বলে উঠলেন, হে আল্লাহর হাবীব ! আমাদের কারো কারো পরিধান করার মত চাদর বা কাপড় নেই (আমরা কিভাবে জনসমাবেশে ঈদের নামায আদায় করতে যাব ?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার চাদর নেই তাকে যেন অন্য বোন পরিধান করার জন্য চাদর দিয়ে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের স্ত্রীরা কোন অবস্থায়ই চাদর পরিধান না করে গৃহ হতে বের হতেন না, এমন কি চাদর ব্যতীত গৃহ হতে বের হওয়াকে অসম্ভব মনে করতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দানের পরও তারা চাদর ব্যতীত ঈদগাহে যাওয়াকে সমীচীন মনে করেননি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরক্ষণে তাদের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ইরশাদ করেন, সে যেন তার অন্য বোন হতে ধার করে হলেও চাদর পরিধান করে গৃহ হতে বের হয়, এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে চাদর ব্যতীত ঘর হতে বের হতে অনুমতি প্রদান করেননি। অথচ ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায আদায় করা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ইসলামী শরীয়তসম্মত বিধান। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী শরীয়ত সম্মত কাজের জন্যও চাদর ব্যতীত (সম্পূর্ণ পর্দা করা ব্যতীত)

ঈদগাহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেননি, তা হলে অনৈসলামী ও অহেতুক শরীয়ত বহির্ভুত ও অনাবশ্যকীয় কাজের জন্য চাদর ব্যতীত বেপর্দায় যাওয়ার অনুমতি কিভাবে দেয়া যেতে পারে ? নিঃসন্দেহে তা অবৈধ হবে। বরং নারীদের পক্ষে বাজারে বা মার্কেটে গিয়ে চলাফেরা করা এবং পরপুরুষের সাথে খোলামেলাভাবে ঘুরে বেড়ানো নিষ্প্রয়োজনীয় অহেতুক কাজ যা প্রকৃত পক্ষে নারীদের জন্য অকল্যাণকর কর্ম।

বস্তুতঃ পবিত্র আয়াতে কারীমায় ও ছহীহ হাদীসের দ্বারা চাদর পরিধান করার নির্দেশ প্রদানে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে নারীদের জন্য মুখমণ্ডলসহ সম্পূর্ণভাবে পর্দা করা অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهٗ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ اِلٰى بُيُوْتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْغَلَسِ ـ (متفق عليه)

উচ্চারণ ঃ আন আয়েশাতা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ক্বালাত কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইউসাললিল ফাজরি ফাইয়াশহাদু মায়াহু নিসাউন মিনাল মু'মিনাতি মুতালাফ্‌ফায়াতে বিমাররিওঁ ওয়া ত্বাহ্‌হানা সুম্মা ইয়ার জা'না ইলা বুইউতিহিন্না মা ইয়া'রিফুহুন্না আহাদুম মিনাল গুলুসি।

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ফজর নামাযে কিছু সংখ্যক নারী চাদর পরিহিতা অবস্থায় পরিপূর্ণ পর্দা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসতেন। নামায শেষে নিজ নিজ ঘরে ফেরার পথে শেষ রাতের অন্ধকারে তাদেরকে চেনা যেত না। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আজ নারীদের আচরণ যেভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তা প্রকাশ পেত, তাহলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী সম্প্রদায়কে মসজিদে আসতে বারণ করতেন। যেরূপ–ইহুদীরা (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা) তাদের স্ত্রীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহুও এ ধরনের বর্ণনা করেছেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসের ভিতর দু'ধরনের পর্দা করার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়েছে–

(ক) ইসলামের সর্বোত্তম সোনালী যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের স্ত্রীরা যারা আল্লাহ পাকের দরবারে শিষ্টাচারী, সদাচারী এবং ঈমানী পরাকাষ্ঠাসহ সৎকর্মের আদর্শ প্রতীক ছিলেন। তাঁদের স্ত্রীরা পরিপূর্ণ পর্দা করে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। তারাই আমাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয় আদর্শ। অনুরূপভাবে তারাও অনুসরণীয় যারা নিষ্ঠার সাথে সাহাবাদের অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করেছেন।

কালামে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ لا رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াস্‌সাবিকূনাল্ আওঁওয়ালূনা মিনাল মুহাজিরীনা ওয়াল আনছারি ওয়াল্লাযীনাত তাবাউহুম বিইহসানির রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদূ আনহু ওয়া আয়াদ্দা লাহুম জান্নাতিন তাজরী তাহতাহাল আনহারু খালিদীনা ফীহা আবাদান, যালিকাল ফাওযুল আযীম।

অর্থ ঃ যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসারী হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ উদ্যানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী। সেখানে তাঁরা অবস্থান করবে চিরকাল। এটাই হল (তাদের জন্য) বিরাট সফলতা। (সূরা তাওবা –১০০)

ইসলামের সেই সোনালী যুগের সাহাবাদের স্ত্রীরা চলাফেরায় বেশভূষায় ভদ্রতা নম্রতায় ইসলামী কৃষ্টি–কালচারে এভাবে অভ্যস্ত ছিলেন, যারা তাদের পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়েছেন, তখন তাদের ন্যায় মহান ব্যক্তিতসম্পন্না নারীদের পথ প্রত্যাখ্যান করে আমরা কিভাবে অসভ্যতা ও কুসংস্কৃতির বশ্যতা স্বীকার করব?

সে সব নারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন–

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইঁ ইউশাক্বিক্বির রাসূলা মিম্‌বা'দি মা-তাবাইঁয়্যানা লাহুল হুদা ওয়া ইয়াত্তাবি' গাইরা সাবীলিল মু'মিনীনা নুওয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ওয়া নুছল্লিহী জাহান্নামা ওয়া সাআত মাছীরা।

অর্থ ঃ যাদের নিকট সরল রাস্তা প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে আমি তাদেরকে তাই করতে দেব যাকিছু সে করে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব, আর তা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থান। (সূরা নিসা : আয়াত–১১৫)

(খ) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যারা উভয়েই ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ও সুক্ষ্ম তত্ত্ববিদ ছিলেন তারা আল্লাহর বান্দাদের একান্ত হিতাকাঙ্খী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে না। এ দুই মহান ব্যক্তিত্ব এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আমরা এ যুগে নারীদের যে আচরণ পর্যবেক্ষণ করছি এ দৃশ্য যদি আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতেন তাহলে নারী সম্প্রদায়কে মসজিদে আসা-যাওয়া থেকে স্পূর্ণভাবে নিষেধ করতেন, অথচ তা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে। সে সময় নারীদের এ ধরনের আচরণের ফলে মসজিদে আগমন না করার নির্দেশ প্রদানের উপক্রম হল। এবার চিন্তা করে দেখুন আমাদের যুগ রাসূলের যুগের ১৪ শত বছর অতিক্রম হওয়ার পর, যে যুগে সর্বক্ষেত্রে চরিত্রহীনতা, নির্লজ্জতা, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা এবং বহুসংখ্যক লোকের ঈমানী দুর্বলতার ব্যাপক পরিস্থিতিতে নারীদের জন্য পর্দার কি ধরনের নির্দেশ হতে পারে ?

বস্তুতঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপলব্ধি যা শরীয়তের দলীলাদি প্রমাণিত করে, তা হচ্ছে যে সব বিষয় হতে শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয় উদ্ভুত হয় তার নিষিদ্ধ (এতে প্রমাণিত হল যে, **নারীর মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখা হারাম, যারা এর বিরুদ্ধাচারণ করবে তারা হারামের মধ্যে পতিত হওয়ার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে)।**

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ মান জারা ছাওবাহু খিইয়ালাউ লাম ইয়ানযুরুল্লাহু ইলাইহি ইয়াওমাল ক্বিইয়ামাতি।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশত (পায়ের গোড়ালীর নীচে) কাপড় ঝুলিয়ে চলবে আল্লাহ পাক ক্বিয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করবেন না।

নবীপত্নী উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর হাবীব ! নারীগণ চাদরের নিম্নাংশ কতটুকু পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অর্ধহাত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে। নবীপত্নী হযরত উম্মে সালমা আবারো প্রশ্ন করলেন এ অবস্থায় নারীর পা দৃষ্টিগোচর হবে, তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে একহাত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে এর অধিক নয়। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নারীদের পা আবৃত রাখা ওয়াজিব, যা সাহাবী পত্নীদের অজানা ছিল না। আর এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, নারীর পা দর্শনে যতটুকু ফেতনার আশংকা রয়েছে তার চেয়ে বেশী ফেতনার আশংকা রয়েছে নারীর হাত ও মুখমণ্ডল দর্শনে। অতএব পা দর্শন করা ফেতনার নুন্যতম স্তর, তা দর্শনে সতর্কবাণীর ফলে হাত ও মুখমণ্ডল দর্শন যা সন্দেহাতীত অধিকতর ফিতনার স্তর, ফলে হাত ও মুখে দর্শন না করার বিধান সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

পাঠক/পাঠিকাগণ ভালভাবে অবগত আছেন যে, প্রজ্ঞাভিত্তিক সুসম্পূর্ণ নিখুঁত **শরীয়তে নারীর পা দর্শন যা ফিতনার নুন্যতম স্তর, তার প্রতি পর্দার নির্দেশ দিয়ে পক্ষান্তরে হাত ও মুখমণ্ডল যা ফিতনার মূল উৎস তা উন্মুক্ত রাখার অনুমতি প্রদান কখনো হতে পারে না। কেননা তা মহাবিজ্ঞ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুসম্পূর্ণ নিখুঁত আইন-কানুন ও বিধি–বিধানের পরিপন্থী।**

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِذَا كَانَ لِاَحَدًا كُنَّ مَكَاتُبُ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّى فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ *

উচ্চারণ ঃ ইযা কানা লিআহাদান কুন্না মাকতুবুন ওয়া কানা ইন্দাহু মা ইয়াআদ্দা ফালতাহতাজাবা মিনহু।

অর্থ ঃ যখন তোমাদের (নারীদের) কারো কাছে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ কৃতদাস থাকে এবং তার নিকট চুক্তি অনুযায়ী মুক্তিপণ থাকে। তাহলে সে নারী কৃতদাসের সামনে পর্দা করবে। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে সহীহ হাদীস বলেছেন। উক্ত হাদীসে পর্দার অপরিহার্যতা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, কৃতদাস যতদিন তার দাসত্বে বা মালিকানায় আবদ্ধ থাকবে। মালিকার জন্য তার সামনে মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ হবে। যখন কৃতদাসী দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে, তখন মালিকার সে দাসের সম্মুখে পর্দা করা ওয়াজিব হবে। কারণ, এখন সে গায়রে মাহ্‌রাম পরপুরুষ বলে গণ্য হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, নারীর জন্য পরপুরুষের সামনে পর্দা করা অপরিহার্য।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন−

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الرَّكْبَانِ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا حَاذُوْنَا سَدَلَتْ اَحَدَانَا جَلْبَابِهَا عَلٰى وَجْهِهَا مِنْ رَّاْسِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ ۞ (رواه احمد، ابو داود، ابن ماجه)

উচ্চারণ ঃ আন আয়েশাতা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা কালাত কানার রাকাবানি ইয়ামুরুনা বিনা ওয়া নাহনু মুহরামাতুন মায়ার রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফাইযা হাযুনা সাদালাতা আহাদানা জালাবা বিহা আ'লা ওয়াজহিহা মিররাহসিহা ফাইযা জাওয়াযাওনা কাশাফনাহু।

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়ালাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইহরাম সজ্জিতা অবস্থায় উষ্টারোহী আমাদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমাদের মুখমুখী হতে না হতে আমরা উপর হতে চাদর টেনে চেহারার উপর ঝুলিয়ে দিতাম। (আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হাদীসের অংশ. "আমরা মাথা হতে চাদর টেনে মুখমণ্ডলের উপর আবৃত রাখার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যখনি আরোহীদল অতিক্রম করার সময় সম্মুখে এসে যেত তখন আমরা পর্দা করে নিতাম। অথচ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামদের দৃষ্টিতে হজ্জ ও ওমরার ইহরাম অবস্থায় নারীদের জন্য চেহারা খুলে রাখা ওয়াজিব। আর কোন একটি ওয়াজিব

বিধান তার চেয়ে প্রবল, শক্তিশালী ওয়াজিব আদায়ের খাতিরেই বর্জন করা যেতে পারে। এজন্যই যদি পরপুরুষের সম্মুখে পর্দা করা ওয়াজিব না হত। তাহলে তার প্রতিকূলে ইহ্রাম পরিহিতা অবস্থায় চেহারা খোলার বিধান, যা ওয়াজিব লংঘন করা বৈধ হত না।

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য নিকাব ও হাত মোজা পরিধান করা নিষিদ্ধ। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে রাসূলের যুগে ইহরাম সজ্জিতা নারী ব্যতিরেকে অন্যান্য নারীদের হাত মোজা এবং নিকাব পরিধান করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, হাত এবং চেহারা আবৃত রাখা অপরিহার্য। হাদীস শরীফ হতে এ ছয়টি দলীল পেশ করা হল। যাতে নারীদের জন্য গায়রে মাহ্রামের সম্মুখে পর্দা করা এবং চেহারা আবৃত রাখা ফরয সাব্যস্ত হল। এর সাথে পবিত্র কুরআন হতে বর্ণিত চারটি প্রমাণসহ মোট দশটি প্রমাণ পেশ করা হল।

ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের মতে পর্দার আবশ্যকিয়তা

ইসলামী শরীয়ত স্বীকৃত ও ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের সঠিক চিন্তা-গবেষণা ও চেষ্টা সাধনা হচ্ছে কল্যাণকর বিষয়াদি ও তদীয় উপায় উপকরণাদি যথাযথ বহাল রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা, অনুরূপভাবে অনিষ্টকর বিষয়াদি ও তার মধ্যমসমূহের নিন্দা করা এবং তা হতে বিরত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

বলাবাহুল্য যে সব বিষয়ে শুধু প্রকৃত কল্যাণই নিহিত রয়েছে কিংবা অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণই প্রবল, সে সব বিষয় ইসলামী শরীয়তে নির্দেশিত, সেটা ওয়াজিব হবে বা মুস্তাহাব হবে। পক্ষান্তরে যে সব বিষয়ে কেবল অনিষ্টতাই বিদ্যমান বা অকল্যাণ অধিকতর সে সব বিষয় যথাক্রমে প্রথমটি হারাম এবং দ্বিতীয়টি মাকরূহে তানযীহী হয়ে থাকে।

আলোচ্য মূলনীতির ভিত্তিতে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, নারীর জন্য (গায়রে মাহ্রাম) পরপুরুষেল সম্মুখে মুখমণ্ডল উম্মুক্ত রাখাতে (নৈতিকতা বিধ্বংসী) অনেক ফাসাদ ও অনাচার নিহিত রয়েছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখাতে কিছু কল্যাণ নিহিত রয়েছে তবে তা অকল্যাণ ও ফাসাদের তুলনায় অতি নগন্য। (কাজেই নারীর জন্য পর পুরুষের সম্মুখে চেহারা উন্মুক্ত রাখা হারাম এবৎং তা আবৃত করে রাখা ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হল।)

বেপর্দার কতিপয় অনিষ্টতা

ফেৎনা ও অনাচারে পতিত হওয়া–

নারী মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রেখে বেপর্দা হয়ে চললে আপনা আপনি ফেৎনা-ফাসাদ ও অনাচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। কারণ নারী মুখমণ্ডল খোলা রেখে চলতে গেলে তার মুখমণ্ডলে এমন কিছু প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করতে হয়, যাতে তার মুখমণ্ডল লাবণ্যময়, সুদৃস্য, যুবক শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও হৃদয় হরণকারী অতিসুন্দরী সেজে চলতে হয়। আর এভাবে চলার অর্থ নারীর অনিষ্ট, অনাচার ও ফ্যাতনা ফাসাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

নারীর লজ্জাশীলতা বিলীন হয়ে যাওয়া–

বেপর্দার মত অসৎ আচরণের কারণে নারীর অন্তর হতে ক্রমে ক্রমে লজ্জা-শরম বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং নারী প্রকৃতির অন্যমত দাবী। তাইতো কোন এক সময় নারীকে লজ্জাশীলতার ক্ষেত্রে উপমাস্বরূপ বলা হত। অর্থাৎ অমুকতো গৃহকোণে অবস্থানরত কুমারী নারীর চেয়েও বেশী লাজুক ও লজ্জাশীলা। নারীর জন্য লজ্জাহীনতা কেবলমাত্র দ্বীন ও ঈমান বিধ্বংসী ও পতনশীল আচরণই নয়; বরং তা আল্লাহ পাক যে প্রকৃতির উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন সে প্রকৃতি বিরোধীতা বা স্বভাব ধর্মদ্রোহিতাও বটে।

পুরুষ অপ্রীতিকর বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে–

বেপর্দা নারীর কারণে পুরুষ ফেৎনা-ফ্যাসাদ, অনাচার ও অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষতঃ যদি নারী সুন্দরী রূপবতী হওয়ার সাথে সাথে তোষামদপ্রিয়া, হাসি ঠাট্টাকারিনী ও কৌতুকী স্বভাবের হয়। অধিকাংশ বেপর্দা নারীর সাথে এরূপ অশোভন আচরণ সংঘটিত হয়েছে। যেমন প্রবাদ আছে–

নারী–পুরুষ একে অপরের সাথে আঁখি মিলন, এরপর সালাম–কালাম, অন্তর মিলন, অতঃপর অঙ্গিকার, সাক্ষাৎ, পরিশেষে অপ্রতিকর সঙ্গমে সমাপ্তি।

বস্তুতঃ মানুষের চিরশত্রু শয়তান মানব দেহে রক্তের মত শিরা-উপশিরায় যত্রতত্র চলাচল করে একটি নারী ও একটি পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে কিভাবে মিলিত হবে সে পথ প্রশস্ত করে দেয়। তাই নারী–পুরুষের পারস্পরিক মিলামিশা, হাসি–ঠাট্টা ও কথাবার্তার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়ে কত ধরণের অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটে থাকে তার কোন হিসেব নেই। তাই বর্তমান যুগে এ অপ্রিতিকর কার্যকলাপ হতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে আমাদের সকলের আকুল আবেদন হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রনা হতে হেফাজত করুন।

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল–

নারী যখন ইবলিশ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে পর্দা ত্যাগ করে অনুধাবন করে যে, সেও পুরুষের মত চেহারা উম্মোচন করে খোলামেলা হয়ে স্বাধীনভাবে যত্রতত্র চলাফেরা করতে পারে। যে ভাবা সেই কাজ এভাবে সে পুরুষের সাথে ঘেঁষাঘেষি করে যত্রতত্র চলাফেরা করতে লজ্জাবোধ করে না। আর নারীর এই লজ্জাবিহীন হয়ে পুরুষের সাথে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মেলামেশা করাই হচ্ছে বর্তমান জগতের, ক্যান্সার অর্থাৎ, ফেৎনা ফাসাদ, অনাচার, ব্যভিচারের মত জঘন্যতম অপরাধ।

একদা সৃষ্টির সেরা মানব জাতির কর্ণধার সর্বকালের সেরা মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ হতে বের হয়ে রাস্তায় নারীদেরকে পুরুষের সাথে মিলেমিশে চলাচল করতে দেখে নারী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে অমূল্য বাণী পেশ করেন।

اِسْتَاخَرْنَ فَاِنَّهٗ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْتَضَنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ -

উচ্চারণ ঃ ইসতা'খারনা ফাইন্নাহূ লাইসা লাকিন্না ইন্না তাহতাঁদ্বানাত্ব ত্বারীকি আলাইকুন্না বিহাফাতিত্ব ত্বারীক্বি।

অর্থ ঃ (হে নারী) তোমরা পিছনে সরে যাও রাস্তার মধ্যাংশে চলাচল করার তোমাদের অধিকার নেই। তোমরা রাস্তার কিনারা দিয়ে চলাচল কর।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ঘোষণা শ্রবণ করার পর নারীরা রাস্তার পার্শ্ব দিয়ে এমনভাবে চলাফেরা করতেন যে, অনেক সময় তাদের পরিহিত চাদর পার্শ্ববর্তী দেয়ালের সাথে লেগে যেত।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, (হে রাসূল ! মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। (সূরা নূর : আয়াত–৩১) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বশেষ মুদ্রত ফতোয়া গ্রন্থে (২য় খণ্ডের ১১০ নং পৃষ্ঠায় ফেকাহ ও মাজমুউল ফতোয়ায় ২২তম খণ্ডে) নারীদের জন্য পরপুরুষের সম্মুখে পর্দার অপরিহার্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করে বলেন, প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ পাক নারীর সৌন্দর্যকে দুই ভাবে বিভক্ত করেছেন। যথা– (ক) প্রকাশ্য সাজ-সজ্জা ও (খ) অপ্রকাশ্য সাজ-সজ্জা।

নারীদের জন্য তাদের স্বামী ব্যতীত মাহরাম পুরুষ (যাদের সাথে পারস্পরিক সাক্ষাত করলে যৌন কামনা জাগ্রত হয় না, তাদের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন ইসলামী শরীয়তে অবৈধ ঘোষণা করেছে) তারা ব্যতীত পরপুরুষের সম্মুখে সাজ পোষাক প্রকাশ করা বৈধ। পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তৎকালীন নারীরা চাদর পরিধান করা ব্যতীত ঘর হতে বের হত এবং নারীদের হাত ও মুখমণ্ডল পরপুষের দৃষ্টিগোচর হত। সে যুগে নারীদের জন্য হাত ও মুখণ্ডল খোলা রাখা বৈধ থাকার কারণে পরপরুষদের জন্য নারীদের হাত ও মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ ছিল। পরবর্তিতে যখন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করে নির্দেশ প্রদান করলেন–

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ *

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহান্নাবিইয়্যু কুল লিআঝওয়াজিকা ওয়া বানাতিকা ওয়া নিসায়িল মু'মিনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না।

অর্থ ঃ হে রাসূল ! আপনি আপনার পত্নীদের, কন্যাদের এবং মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়। (সূরা আহ্যাব : আয়াত–৫৯)

তখন হতেই নারী সম্প্রদায় পুরোপুরি পর্দা অবলম্বন করতে লাগল। অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি জিল্বাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, "জিল্বাব বলতে চাদরকে বুঝায়।" বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জিলবাবের আকার আকৃতি সম্পর্কে বলেন, জিল্বাব অর্থ চাদর এবং সাধারণ লোক জিল্বাব বলতে ইজার বুঝে থাকে অর্থাৎ বিশেষ "ধরনের বড় চাদর যা দ্বারা মস্তকসহ গোটা শরীর আবৃত করা যায়। অতঃপর তিনি বলেন, নারী জাতীকে জিল্বাব তথা বড় চাদর পরিধান করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হল যে, যাতে করে অন্য কোন পুরুষ তাদেরকে চিনতে না পারে। এ আদেশ তখনই স্বফল হবে যখন নারীজাতী তাদের মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখবে। সুতরাং নারীর চেহারা এবং হাত সেই সাজ-পোশাকের অন্তর্ভুক্ত যা গায়রে মাহ্রাম পুরুষের সম্মুখে প্রকাশ না করার জন্য নারী সম্প্রদায়কে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হল যে, নারীর পরিহিত কাপড় বা চাদরের উপরিভাগ ব্যতীত তাদের হাত, মুখমণ্ডল এবং শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হওয়া কখনো বৈধ হবে না।

উল্লেখিত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হল যে, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বশেষ নির্দেশের বর্ণনা দিয়েছেন (তা হচ্ছে নারীর সাজ-পোশাকের বাহ্যিক দিক ব্যতীত নারী দেহের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন করা বৈধ নয়) আর মুফাস্সিরে কুরআন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন (তা হচ্ছে নারীর হাত, পা, মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ)। উল্লেখিত সাহাবাদ্বয়ের বর্ণনার বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে রহিত হওয়ার পূর্বেকার বিধানের পরিপন্থী। বর্তমানে নারীর জন্য পরপুরুষ সমীপে তার মুখমণ্ডল, হাত, পা ও শরীরের অঙ্গ প্রকাশ করা বৈধ নয়। বরং কাপড়ের উপরিভাগ ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকাশ করার অনুমতি নেই। অতঃপর শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১১৭ ও ১১৮ পৃষ্ঠায় পর্দা সম্পর্কিত মাসয়ালাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে বলেন যে, নারীর জন্য তার হাত, পা ও মুখমণ্ডল শুধুমাত্র গায়রে মাহ্‌রাম পুরুষ এবং নারীদের সম্মুখে খোলা রাখা ইসলামী শরীয়ত সম্মত।

প্রকাশ থাকে যে, মুলতঃ ইসলামী শরীয়তে পর্দা সম্পর্কিত মাসয়ালায় দু'টি উদ্দেশ্য প্রণিধানযোগ্য। যথা- (ক) পুরুষ এবং নারীর মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারিত হওয়া। (খ) নারী জাতী পর্দার অন্তরালে থাকা।

উপরোক্ত বক্তব্য হল শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির পর্দা সম্পর্কিত মাসয়ালা।

পর্দা সম্পর্কে হাম্বলী মাজহাবের ফকীহদের অভিমত

আল্-মুনতাহা নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে যে, পুরুষত্বহীন (যে পুরুষের অণ্ডকোষ পৃথক করা হয়েছে) এবং লিঙ্গবিহীন পুরুষের জন্য পরনারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম।

আল—ইক্বনা নামক পুস্তক রচয়িতা তাঁর লেখনিতে উল্লেখ করেছেন যে, পুরুষের জন্য স্বাধীনা পরনারীদের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করা এমনকি নারীদের চুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও হারাম।

আদ্-দলীল পুস্তকের মতন অর্থাৎ মুল ইবারতে উল্লেখ আছে, দৃষ্টিপাত আট প্রকার। প্রথম প্রকার হল, সাবালক যুবকের জন্য (যদিও সে যুবকটি লিঙ্গ কর্তিত হোক) স্বাধীনা সাবালিকা পরনারীর প্রতি বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টিপাত করা তার জন্য হারাম। এমনকি পরনারীর মাথার কৃত্রিম বা মেকী চুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও জায়েয নেই।

পর্দা সম্পর্কে শফে'য়ী মাজহাবের ফকীহদের অভিমত

যদি নারীর প্রতি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্টিপাত কামভাবসহকারে হয়ে থাকে কিংবা এর মাধ্যমে ফেৎনা সৃষ্টির আশংকা থাকে। তাহলে উভয় অবস্থায় তাদের ঐক্যমতে দৃষ্টিপাত করা নিশ্চিত হারাম।

আর যদি দৃষ্টিপাত কামভাবসহকারে না হয় এবং এতে ফেৎনা সৃষ্টির আশংকাও না থাকে তবে এ ক্ষেত্রে শাফে'য়ী মাজহাবপন্থী ফিকাহবিদেরা দু'টি অভিমত পেশ করেন। শারহুল ইক্বনা পুস্তকের প্রণেতা এ অভিমতদ্বয় উল্লেখ করে বলেন, ত্রুটিমুক্ত বিশুদ্ধ মতটি হল, এ ধরনের দৃষ্টিপাত করা হারাম। তাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-মিনহাজ নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, নারীর জন্য তার মুখমণ্ডল খোলা রেখে বাড়ির বাইরে বের হওয়া মুসলিমদের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ। সে গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, মুসলিম শাসকবৃন্দের ইসলামী ও ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে, নারী সম্প্রদায়ের প্রতি মুখমণ্ডল খোলা রেখে বইরে বের হওয়ার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। কারণ ফেৎনা সৃষ্টি ও যৌন উত্তেজনার মূলে দর্শনই দায়ী।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ *

উচ্চারণ ঃ কুল লিলমু'মিনীনা ইয়াগুদ্দূ মিন আবছারিহিম।

অর্থ ঃ (হে রাসূল ! আপনি) মুমিনদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে। (সূরা নূর : ৩০)

প্রজ্ঞাভিত্তিক ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানের লক্ষ্য হচ্ছে ফেৎনা-ফাসাদ, অনাচার–ব্যভিচার যাবতীয় অবাধ্যতার ছিদ্রপথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। মুনতাকাল আখবার পুস্তকের ব্যাখ্যা নাইলুল আওতার পুস্তকে উল্লেখ আছে যে, নারীর জন্য তার মুখমণ্ডল খোলা রেখে বেপর্দা হয়ে বাইরে বের হওয়া বিশেষতঃ পাপীষ্ঠদের সম্মুখে তা ইসলাম পন্থীদের ঐক্যমতে নিশ্চিত হারাম।

নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখার পক্ষে কিছু যুক্তি

আমার জানামতে যারা নারীর হাত ও মুখমণ্ডলকে ইসলামী পর্দা বহির্ভূত বলে মনে করে তা খোলা রাখা এবং তার প্রতি পর পুরুষের দৃষ্টিপাত করা বৈধ বলে মত পোষণ করে (পবিত্র কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক তাদের কোন দলীল নেই) তবে তারা পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে নিম্নোক্ত দলীলাদি পেশ করতে পারে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন—

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা ইউবদীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা মা যাহারা মিনহা।

অর্থ ঃ তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর : আয়াত ৩১)

কারণ প্রখ্যাত সাহাবী ও মুফাসসিরে কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু "مَا ظَهَرَ مِنْهَا" (যা সাধারণতঃ প্রকাশ হয়ে পড়ে) আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, এখানে নারীর হাত, আংটি এবং মুখমণ্ডলকে বুঝানো হয়েছে। (কেননা কোন নারী প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়) এ তাফসীর ইমাম আ'মাশ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যস্থতায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। আর সাহাবীর তাফসীর শরীয়তের বিধিবিধান সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গৃহীত।

২। নবীপত্নী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমার বোন হযরত আস্‌মা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা পাতলা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চিহারা মোবারক অন্য দিকে ফিরিয়ে হাত ও মুখমণ্ডলের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আসমা ! যখন কোন মেয়ে সাবালিকা হয়, তখন তার মুখমণ্ডল ও হাত ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়। (আবু দাউদ)

৩। প্রখ্যাত সাহাবী মোফাস্‌সিরে কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমার তনয় ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাওয়ারীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন, ইতিমধ্যে খুস্‌আম গোত্রের জনৈকা নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে হযরত ফজল ইবনে আব্বাস আনহুমা এ নারীর প্রতি তাকাচ্ছিলেন এবং নারীটিও হযরত ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার দিকে তাকাচ্ছিল এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, নারীটির মুখমণ্ডল খোলা ছিল। (বুখারী শরীফ)

৪। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক লোকদেরকে নিয়ে ঈদের নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করে লোকদেরকে আখেরাত সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতঃ নারীদের সম্মুখে পদার্পন করে হৃদয়গ্রাহী উপদেশবাণী পেশ করেন এবং বলেন, হে নারী সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর পথে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দান খয়রাত কর, কেননা তোমরাই (নারীরা) অধিক হারে দোযখের জ্বালানী হবে। তখন তাদের হতে কৃষ্ণ বর্ণের চেহারা বিশিষ্টা জনৈকা নারী দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথপথন করলেন। (বুখারী শরীফ)

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, নারীটির চেহারা খোলা ছিল, আবৃত করা ছিল না। নতুবা হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কিভাবে জানতে পারলেন যে নারীটির চেহারা কালো বর্ণের ছিল। আমার জানামতে এ গুটিকয়েক দলীল, যার দ্বারা নারীদের জন্য পর পুরুষের সম্মুখে চেহারা খোলা রাখার বৈধতার ব্যাপারে দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখার যুক্তির উত্তর

(নারীর হাত ও মুখমণ্ডল খোলা রাখার বৈধতা প্রমাণকারী) এ দলীলসমূহ পূর্বের বর্ণনায় বর্ণিত হাত ও মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত করে তা আবৃত রাখা অপরিহার্যতার প্রমাণ পঞ্জীর পরিপন্থী নয়, আর তা দু'টি কারণে–

(ক) নারীর চেহারা আবৃত রাখার প্রমাণাদিতে একটি স্বতন্ত্র ও নতুন নির্দেশ নিহিত আছে, পক্ষান্তরে চেহারা খোলা রাখার দলীলাদিতে মৌলিক নির্দেশ রয়েছে, তা হচ্ছে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ব্যাপক প্রচলন।

উসূল শাস্ত্রবিদদের প্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছে, সাধারণ অবস্থার বিপরীত ও নতুন দলীলকে প্রাধান্য দেয়া। কেননা সাধারণ অবস্থার পরিবর্তিত বা নতুন কোন দলীল না পেলে তা বহাল রাখা যাবে। আর যখন নির্দেশের দলীল উপস্থিত হবে, তখনই সাধারণ অবস্থাকে বহাল না রেখে নতুন নির্দেশের মাধ্যমে হুকুম পরিবর্তন করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বস্তু তার স্বস্থানে বহাল থাকাকে আসল বলা হয়, সেহেতু যখনই আসলের পরিবর্তনকারী কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে, তখনই প্রতীয়মান হবে যে, বস্তুর আসলের উপর অন্য আরেকটি (আদেশের) নির্দেশ আরোপিত হয়েছে এবং তার পূর্বেকার নির্দেশের পরিবর্তন ঘটেছে। এ জন্যেই আমরা বলে থাকি যে নতুন নির্দেশের দলীল উপস্থাপন করায় অতিরিক্ত জ্ঞান যোগ হয়।

অর্থাৎ প্রাথমিক এবং সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং নারীর চেহারা আবৃত রাখা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই নেতিবাচক হুকুমটির উপর ইতিবাচক হুমুমটির প্রাধান্য অর্জিত হবে।

এ উত্তরটি উল্লেখিত দলীলাদির সংক্ষিপ্ত জবাব। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, উভয় পক্ষের প্রমাণ মাসয়ালা সাব্যস্ত করার দিক দিয়ে পরস্পর পরস্পরে সমমর্যাদা সম্পন্ন, তাহলেও ইতিবাচককে নেতিবাচকের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এ মৌলনীতির দৃষ্টিতে নারীর মুখমণ্ডল আবৃত রাখা অপরিহার্যতার প্রমাণ অগ্রাধিকার লাভ করবে।

(খ) আমরা যখন নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতার দলীলাদি নিয়ে গভীর গবেষণা করি তখন এই বাস্তবতা ফুটে উঠে যে, এই বৈধতার দলীলাদি চেহারা খোলা রাখার অবৈধতার প্রমাণাদির সমতুল্য নয়। বিস্তারিত বিবরণ প্রতিটি দলীলের পৃথক পৃথক উত্তরের মাধ্যমে জানা যাবে ইনশাআল্লাহ।

(১) বিশিষ্ট সাহাবী মুফাস্সিরে কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত তাফসীরের তিনটি উত্তর।

(ক) এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তি বর্ণনার স্থলে উল্লেখ হয়েছে।

(খ) হতে পারে তাঁর উদ্দেশ্য হল ঐ সৌন্দর্য বর্ণনা করা যা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। যেমন আল্লামা ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যে তাফসীর উল্লেখ করেছেন তাতেও আমাদের পক্ষ হতে উপরোক্ত উত্তরদ্বয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যা কুরআন ভিত্তিক তৃতীয় প্রমাণে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(গ) যদি আমাদের উল্লেখিত উত্তর দু'টি মানতে তাদের আপত্তি থাকে। তাহলে তৃতীয় উত্তর হচ্ছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তাফসীর কেবলমাত্র তখনই দলীল প্রমাণ হতে পারে যখন তার তাফসীরের প্রতিকূলে অন্য সাহাবীর কোন বক্তব্য বিদ্যমান না থাকে। নতুবা পারস্পারিক প্রতিদ্বন্দী দলীলের যে দলীলটি অন্যান্য দলীলের মধ্যস্থতায় প্রবল এবং প্রাধান্যযোগ্য সাব্যস্ত হবে সে দলীল দ্বারা প্রমাণিত উক্তির উপরই আমল করা যাবে। আমাদের বিতর্কিত মাসয়ালায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তাফসীরের প্রতিকূলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তাফসীরও বিদ্যমান। তিনি বলেন, (ততটুকু ভিন্ন যতটুকু এমনিই প্রকাশ পায়) বাক্যে উপরের কাপড় যেমন বোরকা, চাদর ইত্যাদিকে পর্দার বিধানের ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা সর্বাবস্থায় প্রকাশিত হয়, যা আবৃত করা সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কর্তব্য হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবীদ্বয়ের তাফসীরের মধ্যে কোন তাফসীরটি প্রবল এবং প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তা দলীলভিত্তিক যাচাই করা এবং প্রবল ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তা দলীলভিত্তিক যাচাই করা এবং প্রবল ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তাফসীর অনুসারে আমল করা।

(২) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বর্ণিত হাদীসটি দু'কারণে দুর্বল সাব্যস্ত হয়।

(ক) হযরত খালেদ ইবনে দুরাইক রহমাতুল্লাহি আলাইহি যে হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যস্থতায় হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি সেই বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি, কাজেই হাদীসটি (হাদীসে মুনকাতা) সনদ কর্তিত হাদীস রূপে প্রমাণিত হল। যেমন ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসটিকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করে বলেন, হযরত খালেদ ইবনে দুরাইক রহমাতুল্লাহি আলাইহি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে সরাসরি হাদীসটি শুনেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। এ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার এ কারণটি হযরত আবু হাতেম রাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও বর্ণনা করেছেন।

(খ) এ হাদীসের সনদ তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক তালিকায় হযরত সাঈদ ইবনে বশীর আল্ বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (পরবর্তীতে সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্কের অধিবাসী) নামের এক ব্যক্তি পাওয়া যায়। হযরত ইবনে মাহ্দী তাকে অনুপযুক্ত মনে করে পরিত্যাগ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে মাঈন ইবনে মাদীনী এবং ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ অনুসরণযোগ্য মুহাদ্দেসীনে কেরামগণ তাকে দুর্বল বর্ণনাকারী সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই হাদীসটি দুর্বল এবং তা আমাদের বর্ণিত পর্দার অপরিহার্যতা সম্পকির্ত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের মুকাবিলা করতে পারবে না। তাছাড়া হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার বয়স হিজরতের সময় সাতাশ বছর ছিল, এ বয়স্কা নারী রাসূলের সমীপে এমন পাতলা কাপড় পরিধান করে যাবে যাতে তার হাত ও চেহারা ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের আকৃতিও প্রকাশ পাবে এটা সুস্থ্য বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, হাদীসটি বিশুদ্ধ, তাহলে বলা যাবে হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কিত ঘটনাটি পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঘটেছে। আর পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়ে পূর্বেকার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কাজেই পরবর্তী বিধান তথা পর্দার অপরিহার্যতার বিধান অগ্রগণ্য এবং করণীয় ও পালনীয় হবে।

(৩) বিশিষ্ট সাহাবী প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসের উত্তর হল এই, সে হাদীসে পর নারীর মুখসণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফজল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই কর্ম অর্থাৎ তাঁর নিকট আগমনকারিনী নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার উপর সম্মতি প্রকাশ করেননি; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজলের

চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই ইমাম নব্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এ হাদীস হতে প্রমাণিত মাসয়ালাসমূহের মধ্যে এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা যে, পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্য ফাতহুলবারী গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা হল যে, পর নারীর দর্শন ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং এমতাবস্থায় দৃষ্টি নত রাখা ওয়াজিব। হযরত কাজী আয়াত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কতক লোকের ধারণা যে, যখন পর নারী দর্শনে ফিৎনা ফাসাদ, অনাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে তখনই (পুরুষের জন্য) দৃষ্টি নত রাখা ওয়াজিব। (এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্বাস ইবনে ফজল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার চেহারা ঢেকে দিয়েছেন, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) এ কার্যটি (বাস্তব ক্ষেত্রে) মৌখিক নিষেধাজ্ঞার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। (কাজেই পরনারী দর্শন করায় ফেৎনা-ফাসাদ ও অনাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকুক আর না থাকুক উভয় অবস্থাতেই পর নারী দর্শন করা হারাম এবং তার হতে দৃষ্টি নত রাখা ওয়াজিব।)

প্রশ্ন ঃ হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোলা চেহারা বিশিষ্ট আগমনকারীনী নারীটিকে পর্দাবলম্বন করার নির্দেশ দেননি কেন ?

উত্তর ঃ নারীটি ইহরাম অবস্থায় ছিল, আর ইহরাম অবস্থায় নারীর প্রতি ইসলামের দিধান হল পরপুরুষের দৃষ্টিগোচর না হলে (নারীর জন্য) চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব।

অথবা এটা সম্ভাবনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তীতে সে নারীটিকে চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। কেননা, হাদীস বর্ণনাকারীর এই পর্দার নির্দেশ উল্লেখ না করার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে নারীটিকে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেননি। কারণ কোন কথা বা বিধান বর্ণিত না হওয়াতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, কথা বা বিধানটি অস্তিত্বশূন্য।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইচ্ছা ব্যতীতই অকস্মাৎ কোন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হলে তৎক্ষণাত সেদিক হতে দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নাও। (হাদীস বর্ণনাকারী সন্দেহ পোষণ করে বলেন) অথবা হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পরনারী দর্শন হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

(৪) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসের উত্তর হচ্ছে–

উপরোল্লিখিত হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঈদের নামায শেষে নারীদেরকে উপদেশ প্রদান করা সম্পর্কিত ঘটনাটি কত সালে ঘটেছিল।

হয়ত কৃষ্ণবর্ণের মুখমণ্ডল বিশিষ্ট্য নারীটি ঐ সব বৃদ্ধা নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (বাধ্যক্যের কারণে) যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনের আশা করা যায় না এমন নারীদের জন্য তাদের চেহারা খোলা রাখা জায়েয। এই বৃদ্ধা নারীর বিধান দ্বারা অন্যান্য নারীদের উপর হতে পর্দা করা অপরিহার্যতা বিয়োগ হয় না। (বৃদ্ধা নারী ব্যতিরেকে অন্যান্য নারীদের উপর পর্দা করার অপরিহার্যতা সম্পূর্ণ বহাল থাকবে। পর্দা লংঘন করা হারাম।)

হয়তবা এ ঘটনাটি পর্দার বিধান সংক্রান্ত আয়াত অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। কেননা (পর্দার বিধানাবলী বর্ণিত) সূরা আল্-আহ্যাব, ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরী সনে অবতীর্ণ হয়েছে। আর ঈদের নামায ২য় হিজরী সনে প্রবর্তিত হয়েছে। (যেহেতু ঘটনাটি কত সনে ঘটেছে সে কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। সেহেতু সম্ভাবনামূলক ঘটনাটি পর্দার আয়াত অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা হলে তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, নারীর জন্য পর পুরুষের সম্মুখে চেহারা খোলা রাখা বৈধ। কাজেই নারীর জন্য চেহারা আবৃত করতঃ পুরাপুরী পর্দা পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য (ওয়াজিব)। প্রকাশ থাকে যে, এই পর্দা সম্পর্কিত মাসয়ালা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার কারণ হল–

সাধারণ মানুষের জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মাসয়ালাটি সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের বিধান জানা অত্যাবশ্যক।

এমন কিছু সংখ্যক লোক পর্দা সম্পর্কিত মাসয়ালার উপর কলম ধরে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যারা পর্দাহীনতা ও নগ্নতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছে (যার ফলশ্রুতিতে যেখানে যখন তখন যেনা, ব্যভিচার, ধর্ষণ সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত, পর্দাহীনতার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অংশ যৌন অপরাধের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে আছে। কিশোরী, তরুণী ও যুবতী যথায় তথায় ধর্ষিতা হয়ে হাসপাতাল অথবা আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার ঘটনাবলী এবং তাদের করুণ আর্তচিতকারের ভাষায় আজ দেশের পত্রপত্রিকার পাতাগুলো কলুষিত হওয়া এর জ্বলন্ত প্রমাণ)।

পর্দাহীনতার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ পর্দা সম্পর্কিত বিষয়ে গভীর চিন্তা গবেষণা ও যথাযথ যাচাই বাচাই করে তাহক্বীক্ব বা তদন্ত করেনি। অথচ চিন্তাবিদ, গবেষক ও তদন্তকারীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে–

ইনসাফ ও সমতাভিত্তিক আচরণ করা এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগত হয়ে বিষয়ের গভীরে পৌঁছা ব্যতীত (পর্দা সম্পর্কিত) এ ধরণের বিষয়ে উক্তি, যুক্তি পেশ করা হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।

অভিজ্ঞ পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের করণীয় বিষয় হচ্ছে ঃ (বিভিন্ন) প্রমাণাদি ন্যায়পরায়ণ প্রধান বিচারপতির ন্যায় ইনসাফ ও সমতাভিত্তিক যাচাই বাচাই করা এবং গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি ব্যতিরেকে কোন এক পক্ষকে প্রাধান্য না দেয়া। বরং প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়ার অবিরাম চেষ্টা করা। এমন হওয়া সমীচীন নয় যে, তার মনোপূত, মতবাদকে (যদিও নির্ভুল প্রমাণাদির দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য না হয়) সাব্যস্ত করার জন্য ভিত্তিহীন যুক্তি দিয়ে অতিরঞ্জিত করে স্বপক্ষের দলীলাদিকে প্রবল ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য আর বিপক্ষের দলীলাদিকে অকারণে দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য বলে ধারণা করে নিতে পারে। এ জন্যই অনুসরণযোগ্য উলামায়ে কেরাম বলেন, ইসলামী আক্বীদা তথা সঠিক ধর্ম বিশ্বাসসে বিশ্বাসী হওয়ার পূর্বে বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রমাণাদিকে গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা যাচাই বাচাই করে নিতে হবে যে, সেগুলো গ্রহণযোগ্য কিনা। যাতে দলীলটি বিশ্বাসের অনুগত হয়ে তার বিশ্বাসটি দলীলের অনুগত হয়। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য দলীলাদির ভিত্তিতে আক্বীদা বা বিশ্বাস স্থাপন করবে। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে তা টিকিয়ে রাখার জন্য দলীল অনুসন্ধান করবে না। কেননা, যারা প্রমাণাদির ভ্রুক্ষেপ না করে আক্বীদা বা বিশ্বাস স্থাপন করে নেয়, তারা স্বীয় আক্বীদার পরিপন্থী দলীলাদিকে সাধারণতঃ প্রত্যাহার করে থাকে। যদি তা সম্ভব না হয় তখন প্রতিদ্বন্ধী দলীলাদির অর্থ বিকৃত করতঃ অপব্যাখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

আক্বীদা বা বিশ্বাস স্থাপন করার পর তা টিকিয়ে রাখার জন্য দলীলাদি অনুসন্ধান করার অনিষ্টসমূহ আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, কিভাবে তারা দুর্বল হাদীসকে লৌকিকতামূলক প্রবল এবং বিশুদ্ধ হাদীস বলে আখ্যায়িত করে থাকে। অথবা দলীলাদির মূল পাঠের এমন অর্থ করার প্রচেষ্টা করে যা দলীলাদি হতে মোটেই বুঝা যায় না। কিন্তু তারা একমাত্র তাদের (ভ্রান্ত) মতবাদকে সাব্যস্ত এবং প্রমাণ করার জন্য এসব কর্মকাণ্ড করে থাকে।

(সম্মানিত গ্রন্থকার বলেন) সম্প্রতি আমি এক প্রবন্ধকারের পর্দা করা ওয়াজিব না হওয়ার উপর লিখিত একটি প্রবন্ধ অধ্যায়ণ করেছি। তাতে সুনানে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা পাতলা কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আগমন করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে এ নির্দেশ প্রদান করা যে, হে আসমা ! যখন কোন মেয়ে সাবালিকা হয় তখন তার শরীরের কোন অংশই অন্য কারো দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ও হাত দেখা যেতে পারে।

এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর সে প্রবন্ধকার লিখেছে যে, উল্লেখিত হাদীসটি সর্বসম্মত সত্য। অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিদরা এ হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে একমত হয়েছেন।

আমাদের সম্মানিত গ্রন্থকার পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন) অথচ বাস্তবে হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে সত্য নয়, তা কিভাবে স্বয়ং হাদীসটি বর্ণনাকারী ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসটিকে মুরসাল (সনদ কর্তিত) হওয়ার কারণে দুর্বল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ হাদীসটির সনদ তথা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক তালিকায় এমন একজন হাদীস বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ রয়েছে, যাকে ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ দুর্বল বর্ণনাকারী সাব্যস্ত করেছেন (বিস্তারিত বিবরণ সে হাদীস সংক্রান্ত উত্তরে উল্লেখিত হয়েছে)।

অতএব, অজ্ঞতা, মুর্খতা এবং অন্ধভাবে স্বীয় মতামত পক্ষপাতিত্ব করার দ্বারা মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিপদগ্রস্থ হয় (সেই পক্ষপাতিত্ব ও মুর্খতার পতন ঘটুক এটাই কামনা করি।)

শায়খুল ইসলাম ইবনুল কাইয়ূম কত সুন্দর কথাই না বলেছেন–

و تـر مـن ثـوبـيـن مَـنْ يَّلْبِـسَـهُـمَا

يـلـقـى الـردى بـمـذلـة وهـوان

ثـوب من الـجـهـل الـمـركـب فـوقـه

ثـوب الـتـعـصـب بـئـسـت الـثـوبـان

وتـحـل بـالانـصـاف افـخـر حـلـة

زيـنـت بـهـا الأعـطـاف والـكـتـفـان ـ

অর্থ ঃ দু'ধরনের কাপড় পরিধান করা হতে নিজেকে মুক্ত করে নাও, সে দু' ধরনের কাপড় পরিধান করে যে ব্যক্তি সে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

সে বস্ত্রদ্বয়ের একটি হল চরম মুর্খতা ও অজ্ঞতা, দ্বিতীয়টি হল অন্ধভাবে স্বীয়পক্ষে কঠোর হওয়া বা একগুয়েমী করা, কত নিকৃষ্ট ও মন্দ এ বস্ত্রদ্বয়।

ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ন্যায় গৌরবান্বিত সাজ-সজ্জার মাধ্যমে নিজেকে সুসজ্জিত করে নাও। যার দ্বারা কাঁধ ও তৎপার্শ্বস্থ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা সমস্ত শরীর সুসজ্জিত হয়ে যায় (সারকথা নিরেট মুর্খতা ও অজ্ঞতা এবং অন্ধভাবে পক্ষপাতিত্বের ন্যায় দু'টি কুস্বভাব পরিহার করে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করতঃ নিজেকে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য করে নাও)।

প্রতিটি গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকার প্রমাণাদির চুলচেরা তাহক্বীক্ব ও সনুসন্ধান করতে গিয়ে অলসতার জালে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয় এবং নিগুঢ় তত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত তাড়াহুড়ার মাধ্যমে কোন উক্তি পেশ করা হতে বিরত থাকা উচিত। নতুবা তারা ঐ সব লোকদের দলভুক্ত হবে যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে–

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ফামান আযলামু মিম্মানিফতারা আলাল্লাহি কাযিবাল লিইউদ্বিল্লান নাসি বিগাইরি ঈলমিন, ইন্নাল্লাহা লা-ইয়াহদিল ক্বাওমায্যালিমীন।

অর্থ ঃ সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে (আছে), যে (ব্যক্তি) মানুষকে অজ্ঞতাবশতঃ (বিনা প্রমাণে) পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহর পাক অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (আনআম : ১৪৪)

আর এমনও হবে না যে, প্রথমতঃ প্রমাণাদির অনুসন্ধান ও চুলচেরা তাহক্বীক্ব করতে গিয়ে অলসতার জালে আবদ্ধ হবে। দ্বিতীয়তঃ গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণিত দলীলাদিকে হঠকারীতাসুলভ মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاۤءَهٗ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ফামান আযলামু মিম্মান কাযাবা আ'লাল্লাহি ওয়া কায্যাবা বিছছিদক্বি ইয জাআহূ আলাইসা ফী জাহান্নামা মাসওয়াল লিলকাফিরীন।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে এবং তার নিকট সত্য পৌছার পর তাকে (সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে ? কাফেরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি ? (যুমার : ৩২)

মহান আল্লাহ তায়ালার শাহী দরবারে আকুল আবেদন, তিনি যেন আমাদেরকে হককে (প্রকৃত সত্যকে) যাচাই বাচাই করে চলার এবং বাতিলকে চিহ্নিত করে তা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে চলার তাওফীক দান করেন। আর তাঁরই মনোনীত রাস্তা অর্থাৎ রাসূলদের প্রদর্শিত সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তিনিই হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহপরায়ন, স্নেহশীল।

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহর সাথে পর্দা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ যদি বলা হয় যে, কোন কোন আলেম কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন এবং বলেন, নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখত অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে অসম্মতি প্রকাশ করতেন না, এ জাতীয় দলীল দ্বারা প্রমাণ করেন যে, নারীর মুখমণ্ডল আবৃত করা ওয়াজিব নয়। তার মধ্যে একটি হল–

হাদীস ঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। (আমি লক্ষ করলাম যে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযান ও ইক্বামত ব্যতীত খুৎবা পাঠের পূর্বে নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর ভর দিয়ে দণ্ডায়মান হলেন (এবং নারীদেরকে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করতঃ বললেন, তোমরা অধিকহারে জাহান্নামের জ্বালানী হবে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণবর্ণের চেহারা বিশিষ্টা জনৈকা নারী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল ! কেন ? (এতে বুঝা যায় যে, নারীটির চেহারা খোলা ছিল) হুজুর এর উত্তর কি ?

উত্তর ঃ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ বলেন, উত্তর এভাবে দেয়া যাবে যে, পর্দা সম্পর্কিত বিষয়টির দুটি অবস্থা। যথা–(১) পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা। আর (২) পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী অবস্থা।

(১) পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা হচ্ছে, পর পুরুষের সম্মুখে নারীর জন্য তার মুখমণ্ডল খোলা রাখার বৈধতা।

(২) পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে, পর পুরুষের সম্মুখে নারীর জন্য তার মুখমণ্ডল খোলা রাখার নিষিদ্ধতা (অবৈধতা)।

কেননা, পর্দার অপরিহার্যতা সংক্রান্ত বিধান অবতীর্ণ হয়েছে ৫ম হিজরী সনে। কাজেই নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখার বৈধতা সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে (চেহারা খোলা রাখার সিদ্ধতা সংক্রান্ত বিধানটি) রহিত হওয়ার পূর্বেকার অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে।

আর যে সব হাদীসের বাহ্যিক পাঠে নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতা বুঝা যায় এবং হাদীসগুলো (মুখমণ্ডল খোলা রাখার সিদ্ধতা সংক্রান্ত বিধান) রহিত হওয়ার পরের হাদীস বলে বিবেচিত হবে, সে সব হাদীস কোন বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ ঘটনার উপর প্রয়োগ করা হবে। হয়ত সে সব অবস্থায় এমন কতিপয় বাধা–বিপত্তি রয়েছে যা পর্দার কিংবা নারীর জন্য পর্দা বাধ্যতামূলক করার

প্রতিবন্ধক। সুতরাং এ ধরনের সন্দেহযুক্ত গুটিকয়েক হাদীসের কারণে সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহ (বাস্তবায়নে) পরিত্যক্ত হবে না। কেননা, সন্দেহযুক্ত বিষয়ের অনুকরণ করে সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহ (বাস্তবায়নে) পরিত্যাক্ত হবে না। কেননা, সন্দেহযুক্ত বিষয়ের অনুকরণ করে সুস্পষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করা ইসলামী জ্ঞানে সুগভীরতার অধিকারী ও বাস্ববতান্বেষী ব্যক্তিবর্গের কর্মনীতি নয়। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা নিজ কিতাবে (আল্ কুরআনেও) তাঁর রাসূলের সুন্নত বা হাদীসে কিছু নস তথা মূল পাঠ সুস্পষ্ট আর কিছু মূল পাঠ রূপক সাব্যস্ত করেছেন যাতে যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট প্রমাণ মেনে (কল্যাণময়) জীবন পেতে চায় সে জীবনপ্রাপ্ত হয়। নিঃসন্দেহে জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ উপলব্ধি বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। তাহলেও আমাদের এ ফাসাদপূর্ণ ও উদাসীনতার যুগে নারীর চেহারা ঢেকে রাখা অপরিহার্য বা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। কেননা, আজ পর্যন্ত কোন একজন আলেম নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখা অপরিহার্য (ওয়াজিব) বলে উক্তি করেননি। হ্যাঁ এতটুকু সত্য যে, উলামায়ে কেরামগণ নারীর চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব, না কি ওয়াজিব নয় এর মধ্যে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আর তাতে এতটুকুই সাব্যস্ত হতে পারে যে নারীর চেহারা খোলা রাখা জায়েয।

ফেতনা-ফাসাদ ও অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার মত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী শরীয়তসম্মত নীতিমালার দৃষ্টিতে জায়েয বা বৈধ বিষয়াদিতে যখন ফেৎনা-ফাসাদ ও অনিষ্টের আশংকা থাকে, তখন সে ধরনের জায়েয বা বৈধ বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে (কাজেই বর্তমানে নারীর চেহারা খোলা রাখার সিদ্ধতাকে প্রত্যাখ্যান করে তা আবৃত করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব)।

নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখার বৈধতা (জায়েয হওয়া) সংক্রান্ত কোন কোন আলেমের বক্তব্য অনুকরণ করে কিছু সংখ্যক লোক যে চেষ্টা করছে তার দ্বারা নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে চলাফেরা করা ও অবাধ মেলামেশা করার পথ উন্মোচন হতে বাধ্য, এর প্রমাণ ভোগবাদীদের পর্দা সংক্রান্ত বিষয়ে হটকারিতা ও জিদের আশ্রয় গ্রহণ। অথচ এই চেহারা খোলা রাখা সম্পর্কিত বিষয়ের চেয়ে ইসলামী শরীয়তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং জনকল্যাণ বিষয় আছে যে সব বিষয়ে তাদেরকে উক্তি যুক্তি পেশ করতে দেখা যায় না। অথচ এসব বিষয়ে বাচন করা অত্যাবশ্যক। অতঃপর আমরা বলব, যে সব শহরে চেহারা খোলা রাখার বৈধতা সংক্রান্ত বাচনিকের অনুকরণ করে নারীরা বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করে সে সব শহরে নারীদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করুন, যারা নারীদের জন্য চেহারা খোলা রাখা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন তাদের এই বাচনিক অনুযায়ী নারীরা কি শুধুমাত্র তাদের চেহারাই খোলা রাখে? নাকি নারীরা তাদের চেহারা ঘাড়, হাত, (হাতের কব্জী হতে কনুইয়ের মাঝখানের অংশটুকু) বাহু, পা, পিণ্ডলী (হাঁটুর নীচের অংশ) ইত্যাদি খোলা রাখে এবং তারা আল্লাহ কর্তৃক সতর অঙ্গের অপমান করতে বের হয়।

প্রজ্ঞাবান, বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উপর কর্তব্য হচ্ছে, তারা যেন কোন বিষয়াদির প্রতিক্রিয়া ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে তুলনামূলকভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এ সব দিক চিন্তা গবেষণা করেই তাতে বিধিনিষেধ আরোপ করে। বস্তুতঃ প্রশংসামাত্রই কেবল আল্লাহরই জন্যে, নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে প্রশস্ত, সংকীর্ণ নয়, তাতে এমন কতিপয় ব্যাপক মূল নীতিমালা সন্নিবেশিত রয়েছে যার বাস্তবায়নে অনিষ্টের মুলোৎপাটন সুনিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন ঃ জনাব ! আপনি উত্তর দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, পর্দা সংক্রান্ত বিধান অবতীর্ণ হয়েছে হিজরী ৫ম সনে। এটা কি সর্বজন সম্মত ? অথচ আল্লামা ইবনুল কাইউম রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন যে, তা (পর্দার আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছে হিজরী ৩য় অথবা ৫ম সনে।

উত্তর ঃ ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে সালেহ বলেন, উলামায়ে কেরামের নিকট একথাটি প্রসিদ্ধ যে, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে হিজরী ৫ম সনে। আর যদি আপনার উক্তিমতে আল্লামা ইবনুল কাইউম রহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয় তাহলে তাতেও বুঝা যাবে যে, পর্দার দুটি অবস্থা রয়েছে পূর্ববর্তী অবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা। যে সব হাদীসের বাহ্যিক অর্থে নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখার বৈধতা বুঝায় সে সব হাদীসকে পর্দা ওয়াজিব হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থার হাদীস ধরতে হবে।

প্রশ্ন ঃ জনাব, যদি কেউ বলে যে, আমরা হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণির হাদীসে উল্লেখিত ঘটনাটি পর্দা ফরয হওয়ার পরের ঘটনা বলে সাব্যস্ত করতে সক্ষম। তাহলে উত্তর কি হবে ?

উত্তর ঃ হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসের কথা ধরতে গেলে বলতে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন তাঁর ভাষণে নারী সম্প্রদায়কে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করতঃ তাদেরকে বলেন, তোমাদের সংখ্যাধিক্য হচ্ছে জাহান্নামের জ্বালানী বা ইন্ধন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণবর্ণের চেহারার জনৈকা নারী দাড়িয়ে আরোজ করল কেন হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ? (আল্ হাদীস)

কিন্তু আমার ধারণা যে, তুমি (হে প্রশ্নকারী !) এ ঘটনাটিকে পর্দা ওয়াজিব হওয়ার পরের ঘটনা বলে সাব্যস্ত করতে সক্ষম হবে না। কেননা, যদি পর্দা ওয়াজিব হওয়ার পরের ঘটনা বলে সাব্যস্ত করা হয়, তবে এ শ্রেণীর নারীর বিবরণ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, উল্লেখিত নারীটি কালো চেহারা বিশিষ্ট ছিল। যেমন–

(ক) তাহলে সে নারীটি বৃদ্ধা ছিল। আর বৃদ্ধা নারীদের জন্য তাদের চেহারা খোলা রাখা জায়েয। যেমন–

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল ক্বাওয়ায়িদু মিনান্নিসায়িল্লাতী লা-ইয়ারজূনা নিকাহান ফালাইসা আলাইহিন্না জুনাহুন আইঁইয়া দ্বা'না সিইয়াবাহুন্না গাইরা মুতাবাররিজাতিন বিযীনাতিন।

অর্থ ঃ আর বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখেনা যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে (অতিরিক্ত) বস্ত্র খুলে রাখে, তাহলে তাদের জন্য দোষ নেই।

(খ) অথবা হয়ত সে নারীটির ওড়না চেহারা হতে পড়ে গিয়েছিল (ইতিমধ্যে নারীটির চেহারা হাদীস বর্ণনাকারীর দৃষ্টিগোচর হয়ে যায়। নারীটি চিরসত্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে জাহান্নামের কাষ্টে পরিণত হওয়ার কথা শ্রবণ করে জ্ঞানহারা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না)। অনন্তর নারীটি যখন সম্মোহিতভাব হতে সম্বিত ফিরে পেল তখনই নিজ ওড়নাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে এনে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করেছে।

(গ) হয়ত বিশেষ ঘটনার কারণে তাতে চেহারা খোলা থাকার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে পর্দার অপরিহার্যতার পরে বর্ণিত সুস্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে তা হচ্ছে, সে নারী সম্পর্কিত হাদীস যে নারীটি বিদায় হজ্জ দিবসে মুজদালিফা হতে মিনা যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তনয় হযরত ফজল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। (আল্ হাদীস)

(ঘ) হয়ত সে নারীটি পর্দা ও তার অপরিহার্যতা সম্পর্কে অবহিতা ছিল না, আর নারীটি যেহেতু মাসয়ালা জিজ্ঞেস করছিল, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে নারীটির চেহারা খোলা রাখার মত অপছন্দনীয় কাজে অসম্মতি প্রকাশ করতে তাড়াহুড়া করেন নি। বরং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনবশতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফজলের চেহারাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। হাদীসে একথাটি উল্লেখ নেই যে, সে বস্তুটি অস্তিত্বশূন্য (সম্ভাবনামূলক বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তীতে নারীটিকে পর্দা ওয়াজিব হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকবেন)।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফজলের চেহারাকে ফিরিয়ে দেয়ায় একথার প্রমাণ মিলে যে, ফেৎনার কারণ উপকরণ হতে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়। নিঃসংশয়ে বর্তমান যুগে নারীর চেহারা খোলা রাখা ফেৎনা-ফাসাদ, মানহানি, অপমান ও লজ্জাহীন হওয়ার সর্ববৃহৎ কারণ। (হে সহৃদয় পাঠক/পাঠিকা! মহান আল্লাহ পাক আপনাকে বরকতময় জীবন দান করুন) আপনি নারীর মানহানি, তার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখা ও পাঠশালা, কর্মশালা সম্পর্কে অবগত হবেন যে, তারা নারীর শালীনতা হানিকর আচরণ দ্বারা যে ফেৎনা ফাসাদ, অনিষ্ট ও ইসলামী রাষ্ট্র বিজাতীয় সভ্যতার কৃষ্টি কালচারে পরিবর্তিত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া এবং এর ফলশ্রুতিতে প্রতিটি শাখা ও বিভাগে অর্জিত কুফল সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, এসব শাখা ও বিভাগ নারীর মুখমণ্ডল আবৃত করার অপরিহার্যতার কারণে মন্দ প্রভাবান্বিত হয় না। কিভাবে নারীরা মুখমণ্ডল, ঘাড়, গলা, বুকের উপরিভাগ ও মাথা খোলা রাখতে পারে? আর কিভাবে তারা সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী ফেৎনা-ফাসাদ ও অনাসৃষ্টির কারণ উপকরণের মত আধুনিক প্রসাধনীর ব্যবহারে নিজেকে সুসজ্জিতা করে স্বীয় মুখমণ্ডল খোলা রেখে বের হতে পারে? আপনি (পাঠক/পাঠিকা) এ মাসয়ালাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন না যে, এটি ঝগড়াটে ও মতভেদী বিষয়। আর যদি ইসলামী সংবিধানের মূল পাঠে এরূপ হয় তবে আমি বলব, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখা সম্পর্কে পূর্বাহ্নের সূর্যের ন্যায় বা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা রয়েছে, তাহলেও বর্তমান ফেতনা ফাসাদ ও কামাধিক্যের যুগে তার প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ নারীদের মুখমণ্ডল খোলা না রেখে ঢেকে রাখা ওয়াজিব। কেননা, ইহা তার পরবর্তী বস্তুর সোপান ও অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই আমি বলব হে যুবক সমাজ। তোমাদের উচিত এ ধরনের বিষয়ে ঝগড়া ও বিতর্কের পিছনে নিজেদেরকে না রাখা। বাস্তব ক্ষেত্রে জ্ঞানের সাথে প্রশিক্ষণ না হলে তা ভ্রান্ত ও বিপর্যয়ে পর্যবশিত হয়ে যায়। একারণেই ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন দেখলেন যে, অধিকাংশ মানুষ মদ্যপানে লিপ্ত হয়েছে তখন তিনি মদ্যপানের শাস্তি ৪০টি বেত্রাঘাত হতে ৮০টি বেত্রাঘাত পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন এবং তিনি যখন দেখলেন যে, মানুষ স্ত্রীকে পরপর এক সাথে তিন ত্বালাক্ব দিতে লাগল অর্থাৎ মানুষ এক সাথে তিন ত্বালাক্বের বহুল প্রচলন করল। তখন তিনি মানবগোষ্ঠীকে তাদের স্ত্রীকে তিন ত্বালাক্ব দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করে স্ত্রীর প্রতি ধাবিত হতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। (হে পাঠক/পাঠিকাগণ) আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে, কিভাবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে নিষেধ করেছেন, অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় ও ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দু'বছর শাসনামলে স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে এক ত্বালাকই

পতিত হত যাতে প্রত্যাবর্তন করা যেত। বস্তুতঃ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অধিকার থাকাসত্ত্বেও নিষেধ করেছেন। এসব কর্মকাণ্ড মানবমণ্ডলীকে বিনষ্ট হতে বিরত রাখার জন্য করেছেন।

সুতরাং যুবকদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য যে তারা যেন ইসলামী শরীয়তসম্মত জ্ঞান বৃদ্ধি করার মানসে ইসলামী বিষয়সমূহের প্রতি চিন্তা ভাবনা করে। কেননা, প্রথমতঃ অনিষ্ট একেবারেই নগন্য ও তুচ্ছ হিসেবে প্রকাশ পায়, এমনকি লোকে বলে যে, এটা কোন বস্তুই নয়; কিন্তু যখন ক্রমান্বয়ে প্রসারতা লাভ করে ছড়িয়ে পড়ে তখন তা প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে যায় এবং তখন তাতে কারো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তা হারাম ও অবৈধ। ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আমীন আশ্‌মানক্বীতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর আযওয়াউল বয়ান নামক তাফসীর গ্রন্থে সূরা আহযাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারীর জন্য পর পুরুষের সামনে তার দেহের সর্বাঙ্গ আবৃত করার কুরআনী দলীলাদি উপস্থাপন করার পর উল্লেখ করেন যে, যারা (নারীরা পর পুরুষদের সম্মুখে তাদের নিজেদের রূপ–লাবণ্য, যৌবন প্রদর্শন করে চলাফেরা ও মেলামেশা করার প্রতি আহবায়ক ভোগবাদী সম্প্রদায়) বর্তমানে মুসলিম নারীদেরকে অপবাদের নোংরার পবিত্রতা ও মান-মর্যাদার নিরাপত্তা সন্নিবেশিত আসমানী শিষ্টাচারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূণ্যবতী পত্নীদের অনুকরণ অনুস্মরণ করার নিষিদ্ধতার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা ব্যধিগ্রস্থ অন্তরবিশিষ্ট উম্মতে মুহাম্মদীকে আচ্ছন্ন করেছে (পাঠক/পাঠিকারা যেন আযওয়াউল বয়ান নামক গ্রন্থটি অধ্যায়ন করেন, কেননা, সে কিতাবটি অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ)।

প্রশ্ন ঃ জনাব, যদি কেউ ফেতনা হতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে উপলব্ধি করেছেন যে, পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৃহৎ ফেৎনা, তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীটিকে তার মুখমণ্ডল আবৃত করার নির্দেশ দেননি।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হতে পুরুষটির চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন। নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহ সম্মতি প্রকাশ করেননি। আর সে নারীটি হজ্জের ইহরামে সজ্জিতা থাকায় নারীর জন্য চেহারা উন্মুক্ত রাখা ইসলামী শরীয়ত সম্মত ছিল। আর এ কারণে ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেন যে, পর নারী দর্শন করা হারাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হতে হযরত ফজলের চেহারা ফিরিয়ে দিলেন। পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম হওয়ার এটি একটি প্রমাণ।

প্রশ্ন ঃ বুঝা যাচ্ছে, ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ মাসয়ালাটি তদন্ত করেছেন যে, এ ঘটনাটি হজ্জের ইহরাম হতে হালাল হওয়ার পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ নারীটি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিল না। তাহলে এ প্রশ্নের কি উত্তর হবে ?

উত্তর ঃ এ ঘটনাটি সঠিক নয়, কারণ এ নারীটি মুযদালিফা হতে মিনায় যাওয়ার পথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথোপকথন করেছিল। আমরা কিভাবে বলব যে, নারীটি ইহরাম হতে হালাল হয়েছে, ইহরাম হতে 'রমী' (কংকর নিক্ষেপ করা) হালাক্ব (মাথা মুণ্ডন করা) কিংবা তাক্বসীর (মাথার চুল ছোট করা) ব্যতীত প্রথম হালাল হয় না। তাহলে কিভাবে এটা হতে পারে ?

প্রশ্ন ঃ প্রশ্ন ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য চেহারা আবৃত করা জায়েয, সুতরাং সে নারীটর চেহারা খোলা রাখার কারণ কি ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ এ প্রশ্নটি ঠিক; তবে যখন নারীর নিকটবর্তী হয়ে কোন পুরুষ পথ অতিক্রম করে তখন নারীর প্রতি তার চিহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। তুমি কি প্রত্যক্ষ করেছ যে, সে নারীর পার্শ্বে পুরুষ ছিল, হয়ত নারীটি পিছন অথবা সম্মুখ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম্মের সাথে সাক্ষাত করেছে। তার পার্শ্ববর্তী কোন পুরুষ ছিল না যাদের সম্মুখে তার চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হবে। আর হযরত ফজলের ঘটনাটি কস্মিনকালেও এর দলীল হবে না, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ দেন নি। বরং তার চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া হতে বর্ণিত "ফাতওয়া ও হিজাবুল মারআতি ওয়া লিবাসুহা ফিস্‌সালাহ" নামক গ্রন্থে উল্লেখিত তার মূল্যবান বক্তব্য অনুধাবন করার প্রতি ইংগিত করছি, আপনি তার মধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা পাবেন। ইতিপূর্বে শায়েখ মুহাম্মদ আমীন আশ্‌শান ক্বীতির উক্তির প্রতিও আমি ইঙ্গিত করেছি।

প্রশ্ন ঃ এ যুগটি ফিতনা ফাসাদের যুগ, যদি কেউ এতে প্রশ্ন করে যে, এ যুগটি ফিতনা-ফাসাদের যুগ বটে; কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পর্দা সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান কি ? ওয়াজিব না কি ওয়াজিব নয়।

উত্তর ঃ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিধান হচ্ছে, যদি কোন বস্তু ফিতনা ফাসাদ অনাচারের কারণ হয় তাহলে তা হারাম ও অবৈধ হবে। আমরা আলোচনা করব মুশরিকদেরকে গালি দেয়া সম্পর্কে যে, তা হারাম, না হালাল, না ওয়াজিব ? আমরা বলব ওয়াজিব, হ্যাঁ যদি তা ফিতনা ফাসাদ অনাচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা হারাম সাব্যস্ত হবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ *

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা তাসুব্বুল্লাযীনা ইয়াদঊনা মিন দূনিল্লাহি ফাইয়াসুব্বুল্লাহা আদওয়ান বিগাইরি ঈ'লমিন।

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আহবান করে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যদি তা কর তবে তারা অজ্ঞতাবশতঃ শত্রু ভেবে আল্লাহকে গালি দিবে।" (আন'আম–১০৮)

তোমরা কাবাগৃহের নির্মাণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নির্মাণের অনুরূপ নির্মাণ করার ব্যাপারে কি বল ? এটা কি শরীয়সম্মত নয় ? যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিপ্রায় করেছিলেন। কিন্তু ফেতনা-ফাসাদের আশংকাবশতঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বলেন, যদি তোমার সম্প্রদায় নবমুসলিম না হত, তাহলে আমি কাবাগৃহকে ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নির্মাণের অনুরূপ করে নির্মাণ করতাম।

বাঞ্ছিত বিষয়াদিতে যদি ফেতনা–ফাসাদ, অনাচারের আশংকা থাকে তবে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাহলে সিদ্ধ বিষয় কিভাবে সিদ্ধ থাকতে পারে ? যদি বলি যে, নারীর জন্য মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ বা সিদ্ধ। আর আল্লাহ কর্তৃক হিদায়াতপ্রাপ্ত ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তিন ত্বালাক দেয়ার পর তাকে ফিরিয়ে আনতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, এটা আমাদের কারো অজানা নয় যে, স্ত্রীকে ত্বালাক দেয়ার পর প্রত্যাহার করা বাঞ্ছিত বিষয়। বিশেষ করে যখন স্ত্রী সন্তানের জননী হয়, তা সত্ত্বেও তিনি (হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তিন ত্বালাকের বহুল প্রচলন বন্ধ করার জন্য প্রত্যাহারের নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

প্রশ্ন ঃ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আমরা স্বীকার করি যখন ফেতনা-ফাসাদ ও অনাচার বিদ্যমান থাকে তখন পর্দা ওয়াজিব ; কিন্তু যদি ফেতনা -ফাসাদ ও অনাচারের আশংকা না থাকে ? (তখনকার বিধান কি হবে ?)

উত্তর ঃ আমরা বলব এটি একটি কল্পণা বা তর্কের খাতিরে ধরে নেয়ার বিষয়। যদি তা বাস্তবিক সম্ভব হয় তাহলে তা হবে এক অভিনব ব্যাপার। আর তা হবে কোন নির্দিষ্ট অবস্থায়; কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করলে নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা

হবে যে, নারীরা চেহারা উন্মুক্ত রেখে হাটে–বাজারে যখন পুরুষের সম্মুখে বের হয় তখন ফেতনা-ফাসাদ ও অনাচার সৃষ্টি হওয়া সুনিশ্চিত, আর যারা চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে জিদ ধরে তাদের জানা উচিত যে, সেটা এমন বিষয় যার অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন আলেম অভিমত প্রকাশ করেন নি। আমরা দেখতে পাই, তাদের অনেকে বিশেষ ও সাধারণ অপরিহার্য বিষয়ে উদাসীন ও খামখেয়ালী। এ ব্যাপারে হঠকারীতা ও জিদ করার কারণ কি ? তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, তাতে নারীর মুখমণ্ডল আবৃত করার অপরিহার্যতার প্রমাণ মেলে না, তাহলে জিজ্ঞেস করব যে, চেহারা আবৃত করা ও খোলা রাখা এ দু'টির কোন্টি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হওয়ার নিকটবর্তী ? স্বভাবতঃ পর্দাই হবে, যদি চেহারা আবৃত করাই শ্রেয়ঃ হয়ে থাকে, তাহলে কেন আমরা নারী মুক্তির দাবীদার হয়ে ইসলামী সংবিধানের মূল পাঠসমূহে বিকৃতি সাধন করব ? আমার মত হল, ভোগবাদীদের কথায় ধোকা না খেয়ে এ বিষয়ে অটল থাকা। কেননা, তুমি যখন তাদের কথা ও কাজে চিন্তাভাবনা করবে তখন তাদেরকে উপলব্ধি করবে যে, তারা তাতে মহীয়ান গরীয়ান মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি চায় না এবং নারী ও জাতীর কল্যাণও চায় না। (আল্লাহ পাকই সর্বজ্ঞাত) তুমি কি এতে সন্তুষ্ট ? যে তোমার মেয়ে বা বোন সেজেগুজে সুসজ্জিতা হয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শন করত, কিংবা চেহারা খোলা রেখে হাটে বাজারে পর পুরুষের সম্মুখে বের হবে আর গালামহীন যুবকেরা তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে ঘুরে আনন্দ উপভোগ করবে ? যদি আমরা নারীদের জন্য চেহারা খোলার বৈধতা পোষণ করি, তাহলে তারা নিজেকে ব্যবসার পণ্য সাজায়ে সুরমনী ও রক্তিমবর্ণা করে অধিকতর সুসজ্জিতা হয়ে বের হবে; কিন্তু তারা নিজেরা নয়, আল্লাহ পাক তাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ চায়।

প্রশ্ন ঃ মাননীয় মহাত্মন, এ অভিমত তো পবিত্র কুরআন ও হাদীসভিত্তিক ?

উত্তর ঃ আমি বলব তোমার কথামত বিষয়টি তথা নারীর জন্য মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করার বৈধতার উপর হাদীস ও আয়াতগুলি কি প্রমাণ করে ? যখন আমাদের জ্ঞাত যে, এতে ফেতনা ফাসাদ, অনাচার সন্নিবেশিত এবং আমরা বাস্তবে তা প্রত্যক্ষ করছি। বর্তমানে যেসব ইসলামী রাষ্ট্রে মূল পাঠের সম্ভাব্য অর্থ অনুসরণ করে চলছে সে সব ইসলামী রাষ্ট্রে নারীদের অবস্থা কি পূর্বের মত রয়েছে ? বর্তমানে যে নারীটি পর্দা অবলম্বন করে সে নারী নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়; বরং সে নারীটিকে স্বদেশে তার নাগরিক অধিকারসমূহ হতে বঞ্চিত রাখা হয়।

প্রশ্ন ঃ এর দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যাবে ? যে সাবাহী ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীদের যুগে এরূপ ঘটনা ঘটেছে যে, তারা দলীল প্রমাণের আলোকে দ্বীন ইসলামের মূল নীতিমালা পেশ করেছেন।

উত্তর ঃ হ্যাঁ এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতে বহু দৃষ্টান্ত ও নজীর রয়েছে।

কুরআন হতে দৃষ্টান্ত, এরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ *

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা তাসুব্বুল্লাযীনা ইয়াদউনা মিন দূনিল্লাহি ফাইয়াসুব্বুল্লাহা আদওয়ান বিগাইরি ঈ'লমিন।

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আহবান করে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যদি তা কর তবে তারা অজ্ঞতাবশতঃ শত্রু ভেবে আল্লাহকে গালি দিবে।" (আন'আম–১০৮)

হাদীস শরীফ হতে দৃষ্টান্ত–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةَ لَوْلَا اَنْ قَوْمُكَ حَدِيْثُوْ عَهْدٌ بِكُفْرٍ لِبَيْتِ الْكَعْبَةِ عَلٰى قَوَاعِدَ اِبْرَاهِيْمَ *

উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়া আয়েশাতা ! লাও-লা আন ক্বাওমুকা হাদীসূ আহাদুন বিকুফরি লিবাইতিল কা'বাতি আ'লা ক্বাওয়ায়িদা ইবরাহীম।

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমার সম্প্রদায় নব মুসলিম না হত তাহলে আমি কাবাগৃহকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করতাম।"

মুশরিকদের বাতিল উপাস্যদেরকে গালি দেয়া ওয়াজিব আর কাবাগৃহকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করা ওয়াজিব, বা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মানুষ) বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ে পতিত হওয়ার আশংকায় এ বাঞ্ছিত কাজটি পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু পরপুরুষ সমীপে নারীর জন্য তার মুখমণ্ডল খোলা রাখা ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি এমনকি যারা নারীর চেহারা খোলা রাখার পক্ষপাতি তারাও তা জায়েয বলেছে (ওয়াজিব বা মুস্তাহাব বলেনি)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত হতে প্রমান

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তিন ত্বালাক দেয়া হারাম হওয়া সত্ত্বেও তিন ত্বালাক প্রদানে মানুষের তৎপরতা ও দ্রুততা দেখে তিন ত্বালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কেননা, মানুষ তার আত্মমর্যাদার বিষয়ে দ্রুততা ও তৎপরতা পোষণ করে, আর নারী কখনও সন্তান বিশিষ্টা হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও মানুষকে অবৈধ ত্বালাক হতে প্রতিহত করার জন্য হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। আমরা কি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতিবিদ সংস্কারক? কখনও না।

প্রশ্ন ঃ যদি প্রশ্ন হয় যে, হক্বপন্থী উলামায়ে কেরামগণ পর্দা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ফেতনা অনাচারের বর্তমানে পর্দাবলম্বন করা ওয়াজিব। তারা বলেন, সাধারণ অবস্থায় পর্দা করা সুন্নত এবং তা উম্মুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিদের পছন্দনীয় কর্ম এবং বলেন, উত্তম হল চেহারা আবৃত করে রাখা। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব কি না ?

উত্তর ঃ আমি বলব আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতিফল দান করুণ (চেহারা আবৃত করা) অতি উত্তম। তাহলে কেন তারা এ ফেতনা ফাসাদের যুগে মানুষের জন্য ফেতনার পথ উন্মোচন করে ? তারা উত্তরে বলতে পারে যে, এ আলোচনাটি কুরআন ও হাদীসভিত্তিক আলোচনা।

এ আলোচনাটি ভাল কিন্তু তারা নিষ্পাপ নয় এবং এ বিষয়ে অন্যান্য হক্কানী আলেমরা তাদের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। জনাব মুহাম্মদ আশ্‌শানক্বতীর তাফসীরে বর্ণিত তার উক্তি, শেখ ইসলাম ইবনে ইমাম তাইমিয়ার উক্তি ও শেখ আব্দুল আযীয ইবনে বাযের উক্তি দ্রষ্টব্য।

আর তারা ভেবে দেখুক, যদি তারা আমাদের সাথে উলামাদের বক্তব্য দিয়ে মুকাবিলা করে তবে আমরাও ওলামাদের বক্তব্য দিয়ে তাদের মুকাবিলা করব। আর যদি তারা নুসূস বা উদ্ধৃতির মাধ্যমে মুকাবিলা করে তাহলে আমরাও নুসূস (কুরআন ও সুন্নহর মূলপাঠ বা সুস্পষ্ট বর্ণনা) বা উদ্ধৃতির মাধ্যমে মুকাবিলা করব।

এতে আমরা একমত যে, চেহারা খোলা রাখা নারীর জন্য ইসলামী শরীয়ত সম্মত নয়, বাঞ্ছিতও নয়। তাহলে আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি যে, অবস্থা অধিকতর অনিষ্টের দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন আমরা কেমন করে মত পোষণ করব যে, নারীর জন্য চেহারা খোলা রাখা জায়েয ? অথচ এটি (মুখমণ্ডল খোলা রাখা) ভীষণ ফিতনার বর্তমানে পবিত্র কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক মিমাংসা।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু যদি তারা বলে, হে মাননীয় শেখ ! আপনারা বলেন, নারীর জন্য চেহারা খোলা রাখা জায়েয তবে চেহারা ঢেকে রাখা হচ্ছে উত্তম। এতে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ আমরা জায়েয বলিনা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনায় বুঝা যায় এটা হারাম। তারা নুসূস হতে জায়েয বুঝতে পারে; কিন্তু আমরা হারাম উপলব্ধি করে থাকি। তাদের কথা দ্বারা আমাদেরকে বাধ্য করা এবং আমাদের কথা দ্বারা তাদেরকে বাধ্য করা সম্ভবপর নয়। আমরা বলব, আমরা ও তোমরা একদিক দিয়ে অভিন্ন মত পোষণ করি তা হচ্ছে এটি (নারীর চেহারা খোলা রাখা) ওয়াজিবও নয় মুস্তাহাবও নয়। আর যদি এটি হয়ে থাকে আমরা মুসলিমদের সংঘটিত ঘটনা ও ফেতনার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করছি। আর যারা চেহারা খোলা রাখার বৈধতার মত পোষণ করে এমনকি তাদের দেশেও বিষয়টি সংযত করতে পারেনি এবং অনিষ্টের প্রসারতাই লাভ করেছে অধিক পরিমাণে। যদি আমাদের নিকট অনুসরণযোগ্য উলামায়ে কেরাম ফতোয়া দেন যে, নারীর জন্য তার চেহারা খোলা রাখা জায়েয। তাহলে ঐ সময়টি অতি নিকটবর্তী যে, নারীরা তাদের ঘাড় ও মাথা খোলা রেখেই চলতে আরম্ভ করবে, এটিই বাস্তবে পরিণত হবে। আর যদি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মুল পাঠ বা বর্ণনাবলীতে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চান, তাহলে ইসলামী শরীয়তসম্মত মূল নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য করুন এবং ঘটনা ও মূল নীতিমালার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কায়েম করুন এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ প্রদান করুন এটি হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, তবে তুমি হবে আলেমে রাব্বানী (হকপন্থী আলেম) কারণ এ বিষয়ে আলেমে নজরী (নুসূসের বাহ্যিক অর্থ পোষণকারী) ও আলেমে রাব্বানী উভয় দল রয়েছে।

আলেমে নজরী ঃ নুসূসের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের উদঘাটক মুল নীতিমালার পরওয়া না করে কেবল বাহ্যিক অর্থের উপর স্থিরতা পোষণকারী আলেম। বা যারা হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক তালিকার উপর একত্রিত থাকে।

আলেমে রাব্বানী ঃ যারা মানুষের কল্যাণ উপলব্ধি করে তারা যদি বৈধ বিষয় অবৈধ বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে তবে সে সব বৈধ বিষয় অনুসারে চলতে মানুষকে নিষেধ করেন। আর যদি বৈধ বিষয় (ওয়াজিব) অপরিহার্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে তবে সে সব বৈধ বিষয় অনুসারে চলতে মানুষকে বাধ্য করে। উলামায়ে কেরাম এতে একমত যে, প্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছে, "মাধ্যম বিষয়াদির কতিপয় উদ্দেশ্যমুলক বিধান রয়েছে" তোমরা এ ধরনের বিষয়াদিতে প্রতারিত হওয়া হতে বেঁচে থাক এটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ, আমরা আমাদের অন্তর্ভুক্ত ও আমাদের সাথেই থাকবে। তোমাদের মধ্যে কারো কখনো এতে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়।

শেখ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায-এর রচিত পর্দা-বেপর্দা সম্পর্কে এক মূল্যবান আলোচনা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী জাতিকে অনর্থ, ফেতনা-ফাসাদ হতে সংযত রাখার জন্য ও তাদেরকে ফেতনা ফাসাদের কারণ উপকরণাদির ভীতি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন পাকে নারীদের পর্দা ও তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা প্রয়োজন সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করেন এবং ইসলামপূর্ব অন্ধযুগের নারীদের মত দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘুরাফেরা করা ও পর পুরুষের সাথে নারীকণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করা হতে সতর্ক বা ভীতি প্রদর্শন করেন।

পবিত্র কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে-

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا * وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ *

উচ্চারণ ঃ ইয়ানিসাআন্নাবীয়্যি লাসতুন্না কাআহাদিম মিনান্নিসায়ি ইনিত্তাক্বায়তুন্না ফালা তাখদ্বা'না বিলক্বাওলি ফাইয়াত্বমায়াল্লাযী ফী ক্বালবিহী মারাদুওঁ ওয়া কুলনা ক্বাওলাম মা'রূফা। ওয়া ক্বারনা ফী বুয়ূতিকুন্না ওয়ালা তাবার্‌রাজনা তাবাররুজাল জাহিলিইয়্যাতিল উলা ওয়া আক্বিমনাচ্ছালাতা ওয়া আতাইনায যাকাতা ওয়া আত্বি'নাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু।

অর্থ ঃ হে নবী পত্নীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যাতে ব্যধিগ্রস্থ অন্তরবিশিষ্ট লোকের মনে কু-লালসা, কু-বাসনা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বল। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর, ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না, নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। (আহ্‌যাব : ৩২-৩৩)

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী পত্নী ও উম্মুল মু'মিনীনগণ নারীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পুতঃপবিত্রা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি পরপুরুষের সাথে নারীকণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। যাতে ব্যধিগ্রস্থ অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা তাঁদের সাথে যিনা-ব্যভিচার কামনার কু-লালসা না করে এবং এ কল্পণাটুকুও না করে যে, তাঁরা তাদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছবেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে গৃহ্যভ্যন্তরে অবস্থান করার প্রয়োজন

সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করেন এবং ইসলামপূর্ব অজ্ঞযুগের অনুরূপ পরপুরুষ সমীপে নিজেদের রূপ যৌবন প্রদর্শন করার নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। তা হচ্ছে, রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। যেমন-মাথা, মুখমণ্ডল, ঘাড়, বক্ষ, হাত, পা ইত্যাদি পরপুরুষের সম্মুখে প্রকাশ করা, উন্মুক্ত রাখা, আবৃত না করা। কেননা, তাতে সর্ববৃহৎ অনর্থ, ফাসাদ নিহিত ও পৌরুষদীপ্ত লোকের অন্তরে যিনা ব্যভিচারের মাধ্যমে উপায় অবলম্বনে প্রতিযোগিতা করার আলোড়ন সৃষ্টি করে।

লক্ষ্যণীয় ঃ যখন আল্লাহ পাক রাসূলের পূণ্যবতী পুতঃপবিত্রা পরিপূর্ণ ঈমানবিশিষ্টা পত্নীদেরকে এসব অবাঞ্ছিত বস্তু হতে সতর্ক করেন, তাহলে অন্যান্য নারীদেরকে তা হতে সতর্ক করা অগ্রগণ্যভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে এবং সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে ফেতনা ফাসাদের বিভ্রান্তি স্থান হতে রক্ষা করেন। আমীন! এবং এ আয়াতে বর্ণিত বিধান নবীপত্নীগণ ও অন্যান্য নারীদের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য বুঝা যায়।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া আক্বিমনাচ্ছালাতা ওয়া আতাইনায যাকাতা ওয়া আত্বি'নাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু।

অর্থ ঃ আর নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। (আহ্যাব : ৩৩)

কারণ এ তিনটি হিদায়েত নবী পত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র নারী জাতীর জন্য এগুলো ব্যাপক বিধান (বাকী থাকে পর্দা সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী হিদায়াতদ্বয়) একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তা কেবল নবীপত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং মুসলিম নারীকুলের প্রতিও একই বিধান (হুকুম) প্রযোজ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইযা সাআলতুমূহুন্না মাতায়ান ফাসআলূ হুন্না মিওঁ ওয়ারায়ি হিজাবিন, যালিকুম আত্বহারু লিকুলূবিকুম ওয়া কুলূবিহিন্না।

অর্থ ঃ আর তোমরা তাঁদের (নবীপত্নীদের) নিকট কিছু প্রশ্ন করলে পর্দার অন্তরাল হতে তা করবে, এটা তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (আহ্যাব : ৫৩)

উপরোক্ত আয়াতে নারীদের জন্য পরপুরুষ সমীপে পর্দার অপরিহার্যতা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে এবং পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা হতে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ পাক ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, নগ্নতা ও পর্দাহীনতা হচ্ছে নোংরামী ও অপবিত্রতা আর পর্দার অন্তরালে থাকা হচ্ছে প্রশান্তি ও পবিত্রতা।

হে মুসলমান জাতী ! মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক শিষ্টাচারে শিষ্টাচারী হও, আল্লাহ তায়ালার বিধানের অনুকরণ কর এবং তোমাদের নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকতে বাধ্য কর, যা হচ্ছে পবিত্রতার কারণ এবং প্রশান্তি ও পরিত্রাণের মাধ্যম বা উপায়।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল ক্বাওয়ায়িদু মিনান্নিসায়িল্লাতী লা-ইয়ারজূনা নিকাহান ফালাইসা আলাইহিন্না জুনাহুন আইঁইয়া দ্বা'না সিইয়াবাহুন্না গাইরা মুতাবাররিজাতিন বিযীনাতিন, ওয়া আইঁয়্যাসতা'ফিফনা খাইরুল্ লাহুন্না ওয়াল্লাহু সামীউন আলীম।

অর্থ ঃ আর বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখেনা যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে (অতিরিক্ত) বস্ত্র খুলে রাখে, তাহলে তাদের জন্য দোষ নেই। তবে এ হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম, আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (আন্নূর ঃ ৬০)

মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, বৃদ্ধা নারী যে বিবাহের আশা রাখে না, যার প্রতি কেউ আকর্ষণবোধ করেনা এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, যদি সে সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাহলে তার জন্য পরপুরুষ সমীপে মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে বা সেগুলো খুলতে পারবে। তাতে কোন দোষ নেই।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, সাজ–সজ্জা করতঃ সৌন্দর্য প্রদর্শনকারিনী বৃদ্ধা নারীর জন্যেও তার মুখমণ্ডল, হাত ইত্যাদি পরপুরুষের সম্মুখে উন্মুক্ত করা বৈধ বা জায়েয নয়। কেননা, প্রতিটি পতিত বস্তুর জন্য আরোহনকারী রয়েছে। নারীর রূপলাবণ্য–যৌবন প্রদর্শন করে হৈ হোল্লা করে যত্রতত্র ঘুরাফেরার মত অবাঞ্ছিত কাজটি সাজ–সজ্জা করতঃ সৌন্দর্য প্রদর্শনকারিনীকে ফেতনা ফাসাদ,

অনাচারের প্রতি ধাবিত করে। যদিও রূপ যৌবন প্রদর্শনকারিনী বৃদ্ধা নারী হোক না কেন। একটু চিন্তা করুন তাহলে তরুণী রূপশী মানব হৃদয়হরণকারিনী যদি সাজ–সজ্জা করতঃ রূপ যৌবন প্রদর্শন করে পৌরুষদীপ্ত যুবক সমীপে ঘুরে বেড়ায় তখনকার অবস্থাটা কেমন হবে ? বলাবাহুল্য নিঃসন্দেহে যুবতী সুন্দরী নারীর মহাপাপ ও মারাত্মক জঘন্য অপরাধ এবং তাকে কেন্দ্র করে সর্ববৃহৎ ফেতনা ফাসাদ ও অনিষ্ট্যের সৃষ্টি হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বৃদ্ধা নারীদের বেলায় শর্তারোপ করেছেন যে, সে বিবাহের আশা রাখেনা, তা এ জন্য যে, স্বামীর অন্তরে লালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করার জন্য তার বিবাহের আশা থাকার ন্যায় মনোভাবটি তাকে সুসজ্জিতাকরণ ও সাজ-সজ্জা করতঃ রূপ যৌবন প্রদর্শ করতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। তাই বিবাহের আশান্বিতা বৃদ্ধা নারী ও নারীকুলকে ফেতনা ফাসাদ অনাচার হতে সংযত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের সাজ-সজ্জার স্থান (মুখমন্ডল, হাত ইত্যাদি) হতে বস্ত্র খুলে রাখার নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা বৃদ্ধা নারীদেরকে (আয়াতে বর্ণিত দু'টি শর্তাধীনে বস্ত্র খুলে রাখার অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও) তা হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, সে যদি পরপুরুষ সমীপে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে তবে তা তার জন্য উত্তম।

উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হল যে, নারীকুল পর্দার অন্তরালে থাকা এবং বস্ত্রের দ্বারা সর্বাঙ্গ শরীর আবৃত করতঃ লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বস্ত্র খুলে রাখার চেয়ে অত্যধিক শ্রেয় ও উত্তম। যদিও নারী বৃদ্ধা হোক না কেন। আর তরুণী যুবতীদের জন্য পর্দার অন্তরালে থাকা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা হতে বিরত থাকা অগ্রগণ্যভাবে অপরিহার্য হবে এবং তা তাদের জন্য ফেতনা ফাসাদ অনাচারের কারণ উপকরণ হতে দুরে থাকার মহৎ উপায় হবে। আর এতে সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল যে, নারীকূলের জন্য দেহ সৌষ্ঠব ও রূপ যৌবন প্রদর্শন করে ঘুরাফেরা করা হারাম ও অবৈধ।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান যুগের সাজ–সজ্জার স্থান (তথা মুখমণ্ডল, হাত, ঘাড়, বক্ষদেশ, পা ইত্যাদি) প্রকাশ করতে ও দেহ সৌষ্ঠভ রূপ–যৌবন প্রদর্শনে যে সীমাতিরিক্ত শিথিলতা অবলম্বন করছে, এতে অনাচার ব্যভিচার, ফেতনা, ফাসাদের প্রতি ধাবিত করে এমন উপায় উপকরণের ছিদ্রপথ বন্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে (আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে এবং সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহভীতি ও পরকালীন চিন্তার ন্যায় অমূল্য সম্পদ দান করে ফেতনা ফাসাদের উপায় উপকরণ হতে যথাযথভাবে সংযত থাকার তাওফীক দান করেন)।

কেন পর্দা করতে হবে ?

পর্দার মৌলিক ছয়টি স্তম্ভ, যার ভিত্তিতে পর্দা করা অপরিহার্যতা সাব্যস্ত হয়। যথা–

(১) ঈমান ঃ ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি সন্নিবেশিত বিধি-বিধানে আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস করা যার সাথে সাথে মানব অন্তরে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপত্তি হয় যে শক্তি মানবের সর্বাঙ্গকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত আনুগত্যের বিধানানুসারে পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। সোজা কথায় আল্লাহ পাক ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোনীত আইন-কানুন মেনে নেয়।

(২) **ইফ্ফাত ঃ** সতীত্ব সংরক্ষণ করা, নৈতিক পবিত্রতা রজায় রাখা।

(৩) ফিতরাত ঃ স্বভাবধর্ম প্রকৃতি।

(৪) **হায়া ঃ** লজ্জাশীলতা।

(৫) **তাহারাত ঃ** আত্তার পবিত্রতা।

(৬) **গায়রাত ঃ** শালীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ।

১। **ঈমান ঃ** পর্দার পদমর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত আইন-কানূনের আনুগত্য।

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের প্রতি তাঁর আনুগত্যকে বাঞ্ছনীয় করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের অপরিহার্যতা ঘোষণা করে বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা কানা লিমু'মিনিওঁ ওয়ালা মু'মিনাতিন ইযা ক্বাদাল্লাহু ওয়া রাসূলুহূ আমরান আইয়্যাকূনা লাহুমুল খিইয়ারাতু মিন আমরিহিম, ওয়া মাইয়্যা'ছিল্লাহা ওয়া রাসূলাহূ ফাক্বাদ দ্বাল্লা দ্বালাম্মুবীনা।

অর্থ ঃ আল্লাহ ও রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মুমিনা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (আহ্যাব ঃ ৩৬)

আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *

উচ্চারণ ঃ ফালা ওয়া রাব্বিকা লা-ইউ'মিনূনা হাত্তা ইউহাক্কিমূকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম সুম্মা লা-ইয়াজিদূ ফী আনফুসিহিম হারাজাম মিম্মা ক্বাদ্বাইতা ওয়া ইউসাল্লিমূ তাসলীমা।

অর্থ ঃ তোমার সৃষ্টিকর্তার শপথ, তারা কিছুতেই মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ কলহে তোমাকে ন্যায় বিচারকরূপে মেনে নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্রা কুণ্ঠাবোধ করবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে। (আন্‌নিসা ঃ ৬৫)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ *

উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা লা–ইউ'মিনু আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকূনু হাওয়াহু তাবয়া লাম্মা জি'তা বিহী।

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউই মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার মন আমার উপস্থাপিত আদর্শের বশ্যতা ও অধীনতা স্বীকার করে নিবে।

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ط ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص

উচ্চারণ ঃ কুল লিলমু'মিনীনা ইয়াগুদ্দূ মিন আবছারিহিম ওয়া ইয়অহফাযূ ফুরূজাহুম, আযকা লাহুম, ইন্নাল্লাহা খাবীরুমবিমা ইয়াছনাউন। ওয়া কুল লিলমু'মিনাতি ইয়াগদুদ্বনা মিন আবছরিহিন্না ওয়া ইয়াহফাযনা ফুরূজাহুন্না ওয়ালা ইউবদীনা ঝীনাতাহুন্না ইল্লা মা যাহারা মিনহা ওয়াল ইয়াদ্বরিবনা বিখুমুরি হিন্না আ'লা জুইউবিহিন্না।

অর্থাৎ, (হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি) মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গ সংযত রাখে, এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন। আর হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি) ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে, আর তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য, বেশভূষা ও অলংকারাদী প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখে। (সূরা আন্ নূর : ৩০–৩১)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ط

উচ্চারণ ঃ ওয়া ক্বারনা ফী বুয়ূতিকুন্না ওয়ালা তাবার্‌রাজনা তাবাররুজাল জাহিলিইয়্যাতিল উলা।

অর্থ ঃ তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর, ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইযা সাআলতুমূহুন্না মাতায়ান ফাসআলূ হুন্না মিওঁ ওয়ারায়ি হিজাবিন, আত্বহারু লিকুলূবিকুম ওয়া কুলূবিহিন্না।

অর্থ ঃ আর তোমরা তাঁদের (নবীপত্নীদের) নিকট কিছু প্রশ্ন করলে পর্দার অন্তরাল হতে তা করবে, এটা তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (আহ্‌যাব : ৫৩)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহান্নাবিইয়্যু কুললিআঝওয়াজিকা ওয়া মানাতিকা ওয়া নিসায়িল মু'মিনীনা ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না।

অর্থ ঃ হে রাসূল ! আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণ এবং মু'মিনদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের চাদরগুলি মস্তক হতে মুখমণ্ডলের নিম্নদিকে ঝুলিয়ে দেয়। (আহ্যাব : আয়াত– ৫৯)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ *

উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আল মারআতু আওরাতুন।

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নারীর সর্বাঙ্গই সতর–অঙ্গ (গোপনীয় বস্তু, কাজেই নারীদেহ সম্পূর্ণটাই ঢেকে রাখা অপরিহার্য, অবশ্য মর্তব্য)।

উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, নারীর জন্য কোন অবস্থাতে আবাস গৃহ হতে বের হয়ে লোকচক্ষুর সম্মুখে স্বীয় রূপ–সৌন্দর্য, যৌবন প্রদর্শন করা বৈধ নয়; বরং তা সন্দেহতীত হারাম।

প্রকাশ থাকে যে, যখন আল্লাহ তায়ালা রাসূলের পূণ্যবতী, পুতঃপবিত্রা, পরিপূর্ণ ঈমানবিশিষ্ট্য পত্নীদেরকে এসব অবাঞ্ছিত বস্তু হতে সতর্ক করেন, তাহলে অন্যান্য নারীদের বেলায় কিরূপ বিধান (হুকুম) প্রযোজ্য হতে পারে ?

২। **ইফ্ফাত** ঃ সতীত্ব সংরক্ষণ করা, নৈতিক পবিত্রতা বজায় রাখা।

আল্লাহ পাক নারীদের জন্য পর্দার অপরিহার্য ও নৈতিক পবিত্রতা বজায় রাখার ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا *

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহান্নাবিইয়্যু কুললিআঝওয়াজিকা ওয়া মানাতিকা ওয়া নিসায়িল মু'মিনীনা ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না, যালিকা আদনা আইঁয়্যু'রাফ্না ফালা ইউ'যাইনা, ওয়া কানাল্লাহু গাফুরার রাহীমা।

অর্থ ঃ হে রাসূল ! আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণ এবং মু'মিনদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরগুলো মস্তক হতে মুখমণ্ডলের নিম্নদিকে ঝুলিয়ে দেয়। এ কারণে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু, স্নেহশীল।

(সূরা আহ্যাব : আয়াত– ৫৯)

উপরোক্ত আয়াতের আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ নারীসম্প্রদায়কে পূর্ণ পর্দার আওতাধীন থাকার বিধান (আদেশ) প্রদানে প্রতীয়মান হল যে, সে হারাম, অবৈধ ও ফিরিঙ্গি আচরণ বর্জন করতঃ নৈতিক পবিত্রতায় সজ্জিতা ও অশ্লীল কর্মে পতিত হওয়া হতে আত্মাকে পুতঃপবিত্র ও নিরাপদ দানে সদয় হওয়া (ধর্মীয়) নৈতিক দায়িত্ব। যাতে করে পাপাচারী ও লম্পটদের খপ্পরে পতিত হয়ে উত্যক্তের সম্মুখীন হতে না হয়।

হ্যাঁ বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না। তাদের ফেতনা ফাসাদ ও অশ্লীলতায় পতিত হওয়ারও আশংকা থাকে না। তাদের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যে সব অঙ্গ মাহ্‌রামের সম্মুখে খোলা রাখা যায় গায়রে মাহ্‌রামদের সম্মুখে সেগুলো খুলতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি সে সাজ–সজ্জা না করে।

পরিশেষে আরো বলা হয়েছে যে, যদি সে পরপুরুষ সমীপে আসতে পুরাপুরি বিরত থাকে তবে তা তার জন্য উত্তম, বলুন তো ? যুবতী কোমলমতী নারীর কি হুকুম হতে পারে ? যেমন –

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল ক্বাওয়ায়িদু মিনান্নিসায়িল্লাতী লা-ইয়ারজূনা নিকাহান ফালাইসা আলাইহিন্না জুনাহুন আইঁইয়া দ্বা'না সিইয়াবাহুন্না গাইরা মুতাবাররিজাতিন বিযীনাতিন, ওয়া আইঁয়্যাসতা'ফিফনা খাইরুল্ লাহুন্না ওয়াল্লাহু সামীউন আলীম।

অর্থ ঃ আর বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখেনা যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে (অতিরিক্ত) বস্ত্র খুলে রাখে, তাহলে তাদের জন্য দোষ নেই। তবে এ হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম, আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (আন্নূর ঃ ৬০)

(৩) **ফিতরাত ঃ** স্বভাবধর্ম প্রকৃতি।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ফাআক্বিম ওয়াজহাকা লিদ্দীনি হানীফান, ফিত্বরাতাল্লাহিল্লাতী ফাতারান্নাসা আলাইহা, লা–তাবদীলা লিখালক্বিল্লাহি, যালিকাদ্দীনুল ক্বাইয়্যিমু, ওয়া লাকিন্না আকসারান্নাসা লা–ইয়া'লামূন।

অর্থ ঃ তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজকে দ্বীনের (ইসলামের) উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (রূম : ৩০)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ *

উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কুল মাওলূদু ইউলাদ আলাল ফিত্বরাতি ফাআবূহু ইয়াহুদানাহু আও ইয়ানছুরানাহু আও ইয়ামাজ্জাসানাহূ।

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিটি নবজাতক শিশু ফিৎরত তথা ইসলাম বা স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতার উপরই ভূমিষ্ট হয়, কিন্তু (অভ্যাসগতভাবেই) তার পিতা–মাতা (বা ইসলাম বিরোধী পরিবেশ) তাকে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজকে পরিণত করে।

আলোচ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, নারীদের জন্য পর্দাবলম্বন করা স্বভাবজাত ধর্ম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের মা ও বোনেরা আজ তাদের স্বভাবজাত ধর্ম পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের ফিরিঙ্গি আচরণকে নিজেদের জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন। অথচ মহান আল্লাহ পাক তাদেরকে এ জন্য সৃষ্টি করেন নি।

সুতরাং মানবমণ্ডলী বিশেষ করে নারীকুলের জন্য এমন পথ বেছে নেয়া বাঞ্ছনীয় যে, পথ তাকে স্বভাবধর্ম স্মরণ করিয়ে আল্লাহভীতি ও পরকালীন চিন্তার ন্যায় মহাসম্পদ লাভে উৎসাহিত করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত জীবন যাপন করার দিশা দিবে।

(৪) হায়া ঃ লজ্জাশীলতা ঃ

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَ خُلُقَ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ *

উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইন্না লিকুল্লি দীনা খালক্বান ওয়া খালাক্বাল ইসলামাল হাইয়্যাউ।

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক দ্বীনের নৈতিক চরিত্র বিরাজমান। আর ইসলামের নৈতিক চরিত্র হচ্ছে লজ্জাশীলতা।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন−

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ *

উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আল হাইয়াউ মিনাল ঈমানে ওয়াল ঈমানু ফিল জান্নাতি।

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, লজ্জাশীলতা হচ্ছে ঈমানের অন্যতম অঙ্গ, আর সকল ঈমানদার (প্রাথমিক পর্যায়ে হোক কিংবা শেষ পর্যায়ে হোক) বেহেশতবাসী।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন−

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ وَ الْاِيْمَانُ قُرْنَا جَمِيْعًا *

উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আল হাইয়াউ ওয়াল ঈমানু ক্বারনান জামীয়ান।

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, লজ্জাবোধ ও ঈমান হচ্ছে একসাথে মিলিত ভ্রু স্বরূপ, একটির অবর্তমানে অপরটির বিয়োগও অনিবার্য।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে কক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহগামী হয়ে আমার আব্বাজান (হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রোথিত হন, সে কক্ষে আমি প্রবেশ করে আমার পরিহিত বস্ত্র খুলে রাখতে কোন রকম সংকোচ মনে করতাম না, কারণ সেখানে একজন আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপরজন আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতাই (হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁদের সাথে (ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা) হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করা হল তখন হতে

প্রয়োজনবশতঃ সেই রুমে প্রবেশ করার সময় বস্ত্র দ্বারা আমার সর্বাঙ্গ ঢেকে প্রবেশ করতাম।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হল আরো বুঝা গেল যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার প্রশংসনীয় আচরণ ছিল যে, পরপুরুষ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সমাধি সমীপে গিয়েও তিনি পর্দা করতেন। এতে প্রণিধানযোগ্য যে, নৈতিকতা বিধ্বংসী শয়তানের অনুসারী লম্পটদের সম্মুখে পর্দা করার কতটুকু প্রয়োজন হতে পারে ?

(৫) তাহারাত ঃ আত্মার পবিত্রতা। এ মর্মে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইযা সাআলতুমূহুন্না মাতায়ান ফাসআলূ হুন্না মিওঁ ওয়ারায়ি হিজাবিন, আত্বহারু লিকুলূবিকুম ওয়া কুলূবিহিন্না।

অর্থ ঃ আর তোমরা তাঁদের (নবীপত্নীদের) নিকট কিছু প্রশ্ন করলে পর্দার অন্তরাল হতে তা করবে, এটা তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (আহ্যাব : ৫৩)

উক্ত আয়াতে মানব অন্তরের পবিত্রতার কারণ উপকরণ পর্দাকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা চোখের দ্বারা কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা ব্যতীত সে বস্তু সম্পর্কে অন্তরে কোন রকম জল্পনাকল্পনা চিন্তা –ভাবনা বা কোন প্রকার প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না, যখনই দর্শন করে তখন হতে ফেতনা–ফাসাদ, অনাচারের মাধ্যম–উপায়াদি ধারাবাহিকভাবে অর্জন করে শেষ পর্যন্ত ধর্ষণ সংঘটিত হয়। এতে প্রতীয়মান হল যে নারীকুলের জন্য পাপাচারীর খপ্পর হতে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে পর্দাবলম্বন করা। কারণ ধর্ষণের মূলে দর্শনই দায়ী।

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন–

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ-

উচ্চারণ ঃ ইনিত্তাক্বাইতুন্না ফালা তাখদ্বা'না বিলক্বাওলি বিলক্বাওলি ফাইয়াত্ব–মায়াল্লাযী ফী ক্বালবিহী মারাদুন।

অর্থ ঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করো না, কারণ যার অন্তরে ব্যধি রয়েছে সে কু–বাসনা করে। (আহ্যাব ঃ ৩২)

(৬) গায়রাত ঃ শালীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ।

নারীর জন্য শালীনতা যেহেতু তার মান-মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত, তাই তার শালীনতা হানিকর যে কোন আচরণই তার মানহানির নামান্তর। সুস্থ্য বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তার স্ত্রী ও কন্যার কোন আচরণই তার মানহানির নামান্তর। সুস্থ্য বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তার স্ত্রী ও কন্যার সাথে যদি কেউ আলাপ চারিতা করতে চায় তাহলে সে ব্যক্তি কখনও তাতে রাজী হবে না। তা হলে সে অন্যের স্ত্রী কন্যাও বোনের প্রতি কিভাবে কামুক দৃষ্টিপাত করবে ? ইসলামপূর্ব মুর্খতা যুগের লোকেরা তাদের স্ত্রী কন্যা ও বোনদের ইজ্জত, সম্মান, মানমর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে তারা পরস্পর পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হত। শেরই খোদা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার নিকট খবর এসেছে যে, তোমাদের নারীগণ নাকি অনারবী পুরুষদের সাথে ভীড় করে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে এতে কি তোমরা আত্মমর্যাদাবোধ কর না ? কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য সভ্যতার নামে অসভ্যতার মোহে পড়ে যারা বিকৃত ধ্যান-ধারনা রাখে তারা শুধু তখনই কোন নারীর মানহানি হয়েছে বলে মনে করে যখন সে কোন পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার বিধানে এটা হচ্ছে নারীর মানহানির চুড়ান্ত পর্যায়। এর পূর্বে নারীর শালীনতা বিনষ্ট হওয়ার আরো বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। সাধারণতঃ সে সব পর্যায় অতিক্রম করার পরই নারী কোন পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে শেষ পর্যায়ে অপমানিতা হয়ে থাকে। কোন নারীকে পর পুরুষ শুধু যৌন সঙ্গমে উপভোগ করলেই তার অপমান হয় না। কামুক দৃষ্টিতে উপভোগ করলেও অপমান হয়। **নারী পুরুষের সমান অধিকার শ্লোগানটি পাশ্চাত্যবাদীদের একটি মারাত্মক প্রতারণামুলক শ্লোগান। যখন হতে সমান আধিকারের নামে নারীরা স্বার্থবাদী, ভোগবাদী, কুচক্রী পুরুষের চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হয়ে বেপর্দা অবস্থায় চলাফেরা মেলামেশা করে তাদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হল। তখন হতেই শুরু হয় সারা বিশ্বে নারী কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ, সে আর্তনাদ হচ্ছে নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, নারী পাচার ও নারীকে পুরুষের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করার অভিশাপ হতে মুক্তি চাই।**

নারীর সমান অধিকারের নামে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যের আমেরিকা, ফ্রান্স, থাইল্যাণ্ড, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে নারী-পুরুষের সহঅবস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয় সহশিক্ষার মাধ্যমে। তারপর পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। এভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত সমাজে নারীকে পুরুষ কর্তৃক যেখানে সেখানে যখন তখন সেভাবে ইচ্ছা সেভাবে উপভোগ করার পরিবেশ তৈরী করা হয়। এর অনিবার্য পরিণতিতে আজ শিক্ষাঙ্গনসহ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে গোটা বিশ্ব যৌন অপরাধের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যে সব কিশোরী তরুণী ও যুবতী রমনী যথায় তথায় ধর্ষিতা হয়ে হাসপাতাল অথবা আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে তাদের সিংহভাগই পর্দা লংঘনকারীনী নয় কি ? এখনও কি তাদের শুভবুদ্ধি উদয় হবার সময় আসেনি ?

লক্ষ্যণীয় ঃ সহৃদয় পাঠক/পাঠিকা এবং সহশিক্ষার দিকে আহবায়ক ব্যক্তিবর্গ, আমরা যদি আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকি এবং তাঁরই প্রেরিত নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত বিধি-বিধানকে অবশ্যই বিনাদ্বিধায় মস্তক অবনত করে হৃষ্টচিত্তে মেনে চলতে হবে। কেননা, কোন মুমিন পুরুষ হোক বা নারী হোক সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আইন অমান্য করে অন্য কোন মানব রচিত মতবাদ গ্রহণ করবে। কেননা, ভৃত্য (চাকর) মনীবের মনোনীত রীতিনীতির বিকল্প পথে চললে সে চাকরকে বলা হয় ধোকাবাজ বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, এতে যখন আপনারা ঐক্যমতে পৌছেছেন। তাহলে আমাদের উচিত সহশিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, যদি তা না হয় তাহলে শিক্ষাঙ্গন তথা বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পর্দার বিধান চালু করা অপরিহার্য। এমনকি ছাত্রীদের জন্য ছাত্রদের সাথে একই টেবিলে বসা ও শিক্ষক, অধ্যক্ষ, অধ্যাপকের সম্মুখে বসা নৈতিকতাবিরোধী আচরণ। মন্দের ভাল হবে, যা অভিভাবকদের নৈতিক দায়িত্বও বটে, তা হচ্ছে সাবালিকা বা সাবালিকা হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের মেয়েদেরকে বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। স্মরণ রাখতে হবে যে, শিক্ষাদানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের। অতঃপর বস্তুগত শিক্ষা। সুতরাং একজন মুসলিম নারীর জন্য বস্তুগত শিক্ষার পূর্ণতার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রী লাভ করে উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার বাধ্যবাধকতার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা, প্রতিটি মানবশিশুকে যেহেতু গর্ভে ধারণ করার দায়িত্বটা এককভাবে নারীকেই পালন করতে হয়, তাই উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করার দায়িত্বটা এককভাবে পুরুষকে পালন করার বিধান দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। কাজেই নারীকে বস্তুগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিতা হিসেবে গড়ে তোলা জরুরী নয়। ভাল চাকুরী পাওয়ার জন্যইতো উচ্চশিক্ষা লাভ করা হয়ে থাকে।

তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে নারীদেরকে ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিতা করে প্রকৃতিগত বিষয় জ্ঞান দান করা; আর এজন্য গ্রামে-গঞ্জে ইসলামী নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা; কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের তৎপরতা শিকিভাগও নেই যেমন বিদ্যালয় ও কলেজের ব্যাপারে আছে।

বর্তমান বিশ্বে সহশিক্ষার কারণে পরপুরুষের সাথে আকর্ষণীয় বাক্যালাপ চিঠি-পত্র আদান-প্রদান ও টেলিফোনের মাধ্যমে যৌন সম্পর্কীয় প্রেমালাপ করার মাধ্যমে পাঠশালা ও মানব সভ্যতার কেন্দ্রগুলো যৌন অপরাধের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আর ব্যাপকভাবে সম-অধিকারের নামে কর্মশালা অফিস আদালতে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকার কারণে রাষ্ট্রের উন্নতির পরিবর্তে রাষ্ট্র সামাজিক অবক্ষয়ের শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে ধ্বংশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা নবী পত্নীগণ পুত ও পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি পরপুরুষের সাথে নারীকণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাঁদেরকে গৃহাভ্যান্তরে অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করে ইরশাদ করেন–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى-

উচ্চারণ ঃ ওয়া ক্বারনা ফী বুয়ূতিকুন্না ওয়ালা তাবার্‌রাজনা তাবাররুজাল জাহিলিইয়্যাতিল উলা।

অর্থ ঃ তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর, ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না। (আহ্যাব ঃ ৩৩)

সুতরাং নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, নতুবা নারী শালীনতা বজায় রেখে সাবালিকা হওয়ার পূর্বেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে দ্বীন ইসলামের উপর বিশ্বাসগত ও কর্মগতভাবে অবিচল থাকাই অপরিহার্য, এটাই তার জন্য ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম

পর্দা কি ও কেন ?

পর্দা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এক বিশেষ নির্দেশ। সেহেতু নারী ও পুরুষের জন্য পর্দা করা ফরয। এর সুফল ইহকাল ও পরকালে পাওয়া যাবে। কিন্তু বে-পর্দার জন্য ইহকালেও কুফল এবং পরকালেও অনন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে; বেহেশ্ত হতেও চিরকালের জন্য বঞ্চিত হবে। প্রতিটি মানুষকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কাজেই দুনিয়াতে কষ্ট করে হলেও পর্দা করলে দুনিয়া ও আখেরাতে তার মঙ্গল রয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

"নারীরা যেন বড় চাদরের ঘোমটা দ্বারা তাদের চেহারা আবৃত করে রাখে।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নারীরা যেন তাদের পায়জামা পায়ের গোছা হতে এক বিঘত পরিমাণ নীচে নামায়ে দেয়। একথা শ্রবণ করে হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ অবস্থায় তো তাদের পায়ের টাখনু হতে নীচের অংশ খোলা থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তবে এক হাত নীচে নামিয়ে দিবে। (আবু দাউদ)

পবিত্র কোরআন পাকে জন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– "তোমরা তোমাদের ঘরের ভিতর অবস্থান করো।"

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কোরআনে আরো বলেন- "যখন তোমরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য তাদের (পুরুষদের) নিকট হতে কোন জিনিসের আবেদন করবে তাহলে তা পর্দার আড়াল হতে করবে।"

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ "নারীদেরকে তাদের ঘর হতে বের করে দিও না, আর তারা নিজেরাও যেন ঘর হতে বের না হয়।"

পর্দার গুরুত্ব

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, একজন নারী হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চিঠি দেয়ার জন্য পর্দার আড়াল হতে হাত বাড়ায়ে ছিলেন। (-আবু দাউদ, নাসায়ী)

এ হাদীসে নারীদের স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হতেও পর্দার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আবু সায়েব আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, সদ্য বিবাহ করা একজন সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখলেন যে, তার স্ত্রী ঘরের দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্ত্রীর এরূপ পর্দাহীনতা দেখে সাহাবী অস্থির হয়ে পড়লেন এবং স্ত্রীকে বর্শা দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন।-(মুসলিম শরীফ)

পবিত্র কুরআনে যে সব আয়াতে পর্দার আদেশ করা হয়েছে, তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১। (হে রাসূল ! আপনি) মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। ইহাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, আল্লাহ পাক তা জানেন এবং মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করে চলে এবং স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, শুধু ঐ সৌন্দর্য ব্যতীত, যা সাধারণতঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তারা যেন স্বীয় বুকের উপর উড়না বা চাদর টেনে দেয় এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে (অন্য কারোও নিকট) এ সব লোক (পুরুষ) ব্যতীত। যথা ঃ স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, তৎপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগনী পুত্র, আপন স্ত্রীলোকেরা, স্বীয় দাস, নারীর প্রতি স্পৃহাহীন সেবক এবং ঐ সব বালক, যারা এখনও নারীদের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয় নি। (উপরন্তু তাদেরকে আদেশ করুন যে) তারা যেন পথ চলার সময় এমন পদধ্বনি না করে, যাতে তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য পদধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"

(সূরা নূর ঃ ৩০-৩১)

২। হে নবীর বিবিগণ! তোমরা তো সাধারণ নারীদের মত নও। যদি পরহেযগারী অবলম্বন করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে বিনায়ে বিনায়ে (দ্ব্যর্থবোধক) কথা

বলিও না। কারণ এর ফলে যাদের অন্তরে খারাপ বাসনা আছে, তারা তোমাদের উপরে এক ধরনের আশা পোষণ করে বসবে। সহজ সরলভাবে কথা বলিও। আপন ঘরে থেক এবং অতীত জাহেলিয়াতের ন্যায় রূপ-যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়াইওনা। (সূরা আহযাব ঃ ৩২-৩৩)

৩। হে নবী! আপন বিবি, কন্যা এবং মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের শরীর ও মুখমন্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে। (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৯)

এ সব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন। পুরুষকে তো শুধু এতটুকু তাকীদ করা হয়েছে যে, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে রাখে এবং যৌন অশ্লীলতা হতে আপন চরিত্রকে বাঁচায়ে রাখে। কিন্তু নারীদের প্রতি উপরিউক্ত দুটি আদেশ তো করা হয়েছে; উপরন্তু সামাজিকতা ও আচার-আচরণ সম্পর্কেও অতিরিক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, তাদের চরিত্র সংরক্ষণের জন্য শুধু দৃষ্টি সংযত করা এবং গুপ্তাংগের রক্ষণাবেক্ষণই যথেষ্ট নয়; বরং আরও কতগুলি রীতিনীতির প্রয়োজন। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম এই নির্দেশগুলোকে কিভাবে ইসলামী সমাজে রূপায়িত করেছিলেন। এ সব নির্দেশের প্রকৃত মর্ম কি এবং কিভাবে এগুলি কার্যকরী করা যায়, তাঁদের কথা ও কাজ এ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করে কি-না, তাও আমাদেরকে দেখতে হবে।

মাহরাম

নিন্মলিখিত ব্যক্তির সাথে দেখা দেয়া জায়েয–

(১) বাপ, (২) দাদা, (৩) নানা, (৪) চাচা, (৫) মামা, (৬) আপন ভাই, (৭) দুধ ভাই, (৮) দুধ বাপ, (৯) পুত্র (১০) পুত্রের পুত্র যত নিচে আছে, (১১) কন্যার পুত্র নিয়ে যত আছে, (১২) সৎপুত্র, (১৩) সৎভাই, (১৪) ভাই-এর পুত্র, (১৫) বোনের পুত্র, (১৬) দুগ্ধ পালিত পুত্র নিচে যত যাবে, (১৭) দুগ্ধ পালিত কন্যার পুত্র, (১৮) শ্বশুর, (১৯) জামাই (২)) রেজাই দামাদ। এ সকল পুরুষগণ নারীর মাহরাম। এদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়েয আছে।

জেনে রাখা দরকার যে, এ সব লোকদের সামনে শুধুমাত্র মুখ ও উভয় হাতের পাতা খোলা রাখা যাবে। (আবু দাউদ)

গায়রে মাহরাম

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বের সাথে দেখা দেয়া নিষেধ–

(১) আপন চাচাত ভাই, (২) মামাত ভাই (৩) ফুফাত ভাই, (৪) খালাত ভাই, (৫) খালু, (৬) ফুফা, (৭) চাচাত মামু, (৮) দেবর, (৯) ভাসুর, (১০) ননদ

জামাই, (১১) ভগ্নিপতি, (১২) চাচা শ্বশুর, (১৩) মামা শ্বশুর, (১৪) খালু শ্বশুর, (১৫) ফুফা শ্বশুর, (১৬) বেয়াই, (১৭) তালই প্রভৃতি। যাদের সাথে বিবাহ দুরস্ত আছে তারাই গায়রে মাহরাম। তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা, ও কথাবার্তা বলা কবীরা গুনাহ। এমনকি যে সব ছেলে-মেয়ে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারের মর্ম বুঝে সে সব ছেলে-মেয়েদের সাথে দেখা দেয়া নিষেধ।

মাহরাম ও গায়রে মাহরামের মধ্যে পার্থক্য

স্বামী ছাড়া মাহরাম ও গায়রে মাহরাম নির্বিশেষে সমস্ত পুরুষ উপরের নির্দেশাবলীর অধীন। এদের মধ্যে কারো সামনে নারী তার সতর অর্থাৎ মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় ছাড়া শরীরের কোন অংশ খোলা রাখতে পারবে না, যেমন কোন পুরুষ কোন পুরুষের সামনে তার স্তর (নাভী) ও হাঁটুর মধ্যবর্তী কোন অংশ) খুলতে পারে না।

সকল পুরুষকে অনুমতি নিয়ে নিজগৃহে বা অপরের ঘরে প্রবেশ করা উচিত এবং তাদের মধ্যে কারো নির্জনে কোন নারীর নিকট বসা অথবা তার শরীর স্পর্শ করা জায়েয নয়।

শরীর স্পর্শ করা বা শরীরে হাত লাগান সম্পর্কে মাহরাম ও গায়রে মাহরাম পুরুষের মধ্যে যতেষ্ট পার্থক্য আছে। ভ্রাতা ভগ্নির হাত ধরে কোন যানবাহনে উঠায়ে দিতে অথবা তথা হতে নামায়ে আনতে পারবে। প্রকাশ থাকে যে, যা কোন গায়রে মুহরেমের জন্য জায়েয নেই, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-কে কাছে টেনে মস্তক চুম্বন করতেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহার মস্তক চুম্বন করতেন।

গায়রে মুহরেমের প্রতি হঠাৎ নজর পড়লে করণীয়

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গায়রে মাহরামদের প্রতি হঠাৎ নজর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, দৃষ্টি সরায়ে নিবে। (মুসলিম)

ভাবীর নিকট দেবর মৃত্যু তুল্য

হযরত ওকবা ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নারীদের কাছে আসা যাওয়া হতে বিরত থাক। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! স্বামীর ভাইয়ের ব্যাপারে কি হুকুম ? হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, স্বামীর ভাইতো মৃত্যু তুল্য। (বুখারী, মুসলিম)

নির্জন স্থানে নারী ও পুরুষের সাক্ষাত নিষেধ

একদা হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত বিবি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ও তাঁর পিতা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহু এ দু'জনে কোন নির্জন স্থানে বসে কোন বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে স্থানে পৌঁছে দেখলেন তাদের মধ্যে একটি শয়তান বসে রয়েছে। অমনি তিনি রাগ হয়ে বললেন, খবরদার! কখনো এরূপ নির্জন স্থানে বসবেন না। কারণ আপনাদেরকে ধোঁকা দিবার জন্য একটি দুষ্ট শয়তান আপনাদের মাঝখানে বসেছিল। তা আমি দেখেছি। এভাবে যে কোন নিরালা স্থানে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্রিত হলে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হয় শয়তান। আমি যা দেখি তা আপনারা দেখেন না। (তিরমিযী শরীফ)

নারী পুরুষ একে অন্যকে স্পর্শ করা হারাম

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হাতের যেনা হল গায়রে মুহরেমকে স্পর্শ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুঁচ ফুটায়ে দেয়া কোন গায়রে মাহরাম নারীকে (যে নারী তার জন্য হারাম) সে নারীকে সম্পর্শ করার চেয়ে উত্তম। (তিবরানী, বায়হাকী)

নারীরা তাদের সৌন্দর্য গোপন রাখবে

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, নারীরা তাদের পা-কে মাটির উপর এমনভাবে ফেলবে না যাতে পুরুষদের নিকট তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।

নারীরা কখন বাইরে যেতে পারবে

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নারীদের জন্য ঘর হতে বের হওয়ার অধিকার নেই, শুধু মাত্র অপারগ ও নিঃসহায় অবস্থাতে বের হতে পারবে। (তাবরানী)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, মেয়েরা লুকানো বস্তু (অর্থাৎ মেয়েদের জন্য পর্দা জরুরী) কেননা যখন তারা বাইরে যায় তখন শয়তান তাদের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। চরিত্রহীন লোক যারা মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে এরা শয়তান। (তিরমিযী শরীফ)

দাইউস কে? যার জন্য বেহেশত হারাম

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাইউস সেই ব্যক্তি যে লক্ষ্য রাখে না যে, তার বাড়ীতে কে আসল আর কে গেল।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, সেই ব্যক্তি দাইউস, যে তার স্ত্রীকে পর্দায় রাখে না। তার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।

চোখ, কান, জিহ্বা, হাত ও পায়ের জ্বিনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চোখ জেনা করে, চোখের জেনা হল অন্যকে দেখা (অর্থাৎ নারীদের জন্য পরপুরুষ ও পুরুষদের জন্য পরনারী দেখা)। কান জেনা করে (অর্থাৎ কামভাবের সাথে নারীদের জন্য পরপুরুষ ও পুরুষের জন্য পরনারীর শব্দ শ্রবণ করা। জিহ্বাও জেনা করে, জিহ্বার জেনা হল কামভাবের মনোভাব নিয়ে অন্যের সাথে কথা বলা। হাত জেনা করে, হাতের জেনা গায়ের মুহরামকে স্পর্শ করা। পায়েও জেনা করে, পায়ের জেনা হল গায়রে মুহরেমের দিকে খারাপ উদ্দেশ্যে হেটে রওনা হওয়া, অন্তরে কোন কিছু কামনা করে এবং লজ্জাস্থান কামনা মেনে নেয় অথবা অস্বীকার করে।

(মুসলিম শরীফ : ২য় খন্ড, ৩৩৬ পৃঃ)

দৃষ্টি অনিষ্ট

মনের বড় চোর দৃষ্টি। এটি পর্দার খেলাপ। এজন্য কুরআন পাক ও হাদীস শরীফ সর্বপ্রথম এটাই ধরিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ পাক বলেন ঃ

হে নবী! মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন অপর নারী হতে আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তা হচ্ছে তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তারা যা করে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। এবং হে নবী! মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন অপর পুরুষ হতে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে এবং লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

হে মানব-সন্তান! তোমার প্রথম দৃষ্টিতো ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু সাবধান দ্বিতীয়বার যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ কর না। (জাস্‌সাস)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলেছিলেন, হে আলী! প্রথম দৃষ্টিব পর দ্বিতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর না। প্রথমটি ক্ষমার যোগ্য কিন্তু দ্বিতীয়টি নয়।

হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! "হঠাৎ যদি দৃষ্টি পড়ে, তাহলে কি করব ?" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।" (আবু দাউদ)

সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রবণতা

নারী হৃদয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শনের বাসনাও দৃষ্টির কুফলের একটি কারণ। বাসনা সব সময় সুস্পষ্টও হয় না। মনের আড়ালে কোথাও না কোথাও সৌন্দর্য প্রদর্শনের বাসনা লুকিয়ে থাকে এবং তাই বেশভূষার সুন্দর্যে, চুলের পরিপাটিতে, মিহি ও সৌখিন বস্ত্র নির্বাচনে এবং এরূপ অন্যান্য ব্যাপারে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কুরআন পাক এসবের জন্য 'তাবাররুজে জাহেলিয়াত' নামে এক সার্বিক পরিভাষা ব্যবহার করেছে। স্বামী ছাড়া অপরের চক্ষু জুড়ানোর উদ্দেশ্যে যে সৃন্দর্য প্রদর্শনও বেশভূষা করা হয় তাকে বলে 'তাবাররুজে জাহেলিয়াত।" এ উদ্দেশ্যে যদি কোন সুন্দরও উজ্জ্বল বর্ণের বোরকা ব্যবহার করা হয় যা দেখলে চোখের কৃষ্ট হয় তাও 'তাবাররুজে জাহেলিয়াতে' পরিগিণিত হবে। এর জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা যায় না, এটা নারীর বিবেকের উপর নির্ভরশীল। নিজের মনের হিসেবে তাকে নিজেই নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, সেখানে কোন অপবিত্র বাসনা লুকিয়ে আছে কিনা যদি থাকে তাহলে তার জন্য আল্লাহর এই নির্দেশ ঃ

বেড়াতে, "জাহিলিয়াতের যুগে যে ধরনের সাজ-সজ্জা ও ঠাট্-ঠমক করা হত এখন তা কর না।" (আহ্যাব ঃ ৩৩)

যে সাজ-সজ্জার পশ্চাতে কোন অপবিত্র ইচ্ছা-বাসনা নেই, তা ইসলামী সাজ-সজ্জা। আ যে সাজ–সজ্জার পশ্চাতে তিলমাত্র খারাপ বাসনা আছে, সে সাজ–সজ্জা জাহিলিয়াতের সাজ-সজ্জা।

শব্দের অনিষ্ট

অনেক সময় জিহ্বা নীরব থাকে কিন্তু অন্যান্য গতিবিধির দ্বারা শ্রবণশক্তি আকৃষ্ট করা হয়। তাও খারাপ নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্টতা এবং ইসলাম এ সম্পর্কে নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছে ঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তারা যেন পায়ের দ্বারা মাটিতে আঘাত করে না চলে। নতুবা যে সুন্দর্যে (অলংকারাদি) তারা গোপন রেখেছে তার অবস্থা জানতে পারবে। (সূরা নূর ঃ ৩১)

সুগন্ধের অপকারীতা

একটি দুষ্টমন হতে অপর দুষ্টমনে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য, যত সংবাদ বাহক আছে, তার মধ্যে সুগন্ধি একটি। এটা সংবাদ পরিবহনের এক অতি সুক্ষ্ম উপায়, যাকে লোকে সুক্ষ্মই মনে করে। কিন্তু ইসলামী লজ্জা এতই অনুভূতিশীল যে, তার নমণীয় প্রকৃতির কাছে এ সুক্ষ্ম আন্দোলনও কঠিন। সুবাসস্নাত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পথ চলতে অথবা সভাস্থলে গমন করতে ইসলামী লজ্জা কোন মুসলিম

নারীকে অনুমতি দেয় না। কেননা তার সুন্দর্য ও ভূষণ অপ্রকাশ থাকলেই বা লাভ কি? কারণ তার সুঘ্রান বাতাসে ছড়িয়ে উত্তেজনার সঞ্চার করবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারী আতর বা সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করে লোকের মধ্যে গমন করে সে একটি ভ্রষ্টা নারী।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে হতে কোন নারী মসজিদে গমন করলে সে যেন সুগন্ধি দ্রব্যদি ব্যবহার না করে। পুরুষের জন্য বর্ণহীন খোশ্বুদার আতর এবং নারীদের জন্য উজ্জ্বল বর্ণের গন্ধহীন আতর উপযুগী।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নারীরা যখন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে কোন সমবেশের নিকট দিয়ে যাতায়াত করে তখন সে এরকম অর্থাৎ ব্যভিচারিনী মহিলা বলে বিবেচিত হয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

নারীরা মুখের উপর কখন পর্দা দিবে

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, বিদায় হজ্জের সময় যখন লোকেরা আমাদের সামনা সামনি এসে যেত তখন আমরা মুখের উপর পর্দা ফেলে দিতাম আবার যখন তারা চলে যেত তখন আমরা মুখ খুলে ফেলতাম। (আবু দাউদ শরীফ, ১ম খন্ড, ২৬১ পৃঃ)

এক ছেলে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়, মা তার খোজে বোরকা পরে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট যারা উপস্থিত ছিলেন সবাই আশ্চর্য হয়ে বললেন, এত পেরেশানীতেও তিনি পর্দা ছাড়লেন না। নারী সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা উত্তরে বলেন, আমি ছেলে হরিয়েছি বটে কিন্তু লজ্জাা তো হারাইনি! (আবু দাউদ শরীফে ১ম খন্ড, ৩৪৪ পৃঃ)

বিবাহিতা নারীদের কর্তব্য কি

বিবাহিতা নারীদের উপর স্বামীর মালপত্র হেফাজত করে রাখা ওয়াজিব। স্বামীর বিনা হুকুমে তার মাল দান-খয়রাত করা ঠিক হবে না। দান-খয়রাত করার জন্য এক সময় স্বামী থেকে হুকুম নিয়ে রাখবে। যে সংসারে স্ত্রীলোক স্বামীর মালকে আপন মাল মনে করে যত্ন না করে সে সংসারে কোন উন্নতি হয় না। আর যে স্ত্রী স্বামীর মালকে হেফাজত করে না রাখে আল্লাহ পাকও তাকে হেফাজত করেন না। হে নারীগণ! আপনারা কি দেখেন না যে, পুরুষগণ সংসারকে রক্ষা করতে এবং আপনারেদকে শান্তিতে রাখার জন্য কিভাবে পেরেশান ও ব্যস্ত থাকে? সাগরে-

নদীতে, পাহাড়ে-পর্বতে, দেশে-বিদেশে ঘুরে ঘুরে চাকুরী-ব্যবসা ইত্যাদি দ্বারা নানা উপায়ে টাকা-পয়সা উপার্জন করে আপনাদের খোরাক পোশাক যোগাচ্ছেন। কেউ বা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা কৃষিকর্ম করে আপনাদের ভরণ-পোষণ চালাচ্ছেন, এহেন স্বামী যখন বিদেশ থেকে বা কোনরূপ পরিশ্রম করে বাড়ী আসেন, তখন আপনি হাসিমুখে তার সামনে গিয়ে প্রথম সালাম করতঃ মোছাফাহা করবেন এবং তওফীক অনুযায়ী ভাল জায়গায় বসায়ে পাখা দ্বারা বাতাস দিতে থাকবেন এবং মধুর স্বরে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করবেন-কোথায় ছিলেন?, কোথা হতে আসছেন, কেমন আছেন, কখন খানা খেয়েছেন? ইত্যাদি জরুরী আলাপ করার সাথে সাথেই তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে তাকে আরামের জন্য বিছানা পেতে দিবেন যাতে তিনি প্রশান্তি লাভ করেন। হাসিমুখে খোশ দেলে সেরূপ খেদমত করতে থাকবেন যখন স্বামী নিদ্রা যাবেন তখন আপনি অন্য কাজে যাবেন। অতঃপর যখন তাকে পূর্ণ শান্তিতে পাবেন তখন সংসারের যাবতীয় ভাল-মন্দের বিষয় আলাপ-আলোচনা করবেন। স্বামীর সাথে এরূপ আদবের সাথে চলা ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী কুরআন ও হাদীসের উপর কথা বলবে বা হুকুম দিবে তা সাথে সাথে পালন করতে বাধ্য থাকবে। তাহলে নিজেকে তালাকের মন্দ পথে ঠেলে দেয়া হল। "ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।" স্বামীর মনে কষ্ট দিলে আপনার ইবাদত কবুল হবে না। কিন্তু পাপের কাজ করে স্বামীকে খুশি করার চেষ্টা করা যাবে না, সব সময় সৎ সময়ের উপর থাকতে হবে।

পুরুষ এবং নারীর সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক ও মহানবী (সঃ)-এর অটাক্য নির্দেশাবলী

(১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদেশ প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর ঃ ৭)

(২) হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচায়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। এই হচ্ছে তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে আল্লাহ পাক সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা, নূর, ৩০)

(৩) আর যারা বিবাহের সুযোগ পাবে না তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন। (সূরা, নূর, ৩৩)

(৪) স্ত্রীদেরকে 'মোহরানা' মনের সন্তোষ সহকারে (ফরয মনে করে) দান কর। অবশ্য তারা নিজেরা যদি নিজেদের খুশীতে "মোহরানার" কোন অংশ তোমাদের জন্য মাফ করে যে তবে তা তোমরা সানন্দে খেতে (গ্রহণ করতে) পার। (সূরা আন নিসা, ৪)

বিঃ দ্রঃ- মোহরানা দেয়া স্বামীর প্রতি ফরয। তা স্বামীপক্ষ হতেই দিতে হবে। পাত্রীর পিতার উপর যুলুম করে বর ও কনেকে সাজিয়ে দিতে বাদ্য করা হারাম, এটা হিন্দদের প্রথা। বিয়ের পর পাত্রীর পিতা স্বেচ্ছায় পাত্রকে যা দান করবে তা নেয়া জায়েয হবে।

(৫) পুরুষ তাদের স্ত্রীদের পরিচালক এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপর জনের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এজন্য যে, পুরুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব, যারা সৎ নারী তারা আনুগত্য পরায়ণা হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে। আর যে সব নারীর বিদ্রোহী ভাবধারা সম্পন্ন হওয়ার তোমরা আশংকা করবে তাদেরকে তোমরা বুঝাতে চেষ্টা কর, বিছানা হতে তাদেরকে দূরে রাখ এবং তাদেরকে মারধর কর, অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন করার ছুতা তালাশ করো না। নিঃসন্দেহে মনে রেখ, উপরে আল্লাহ রয়েছেন যিনি অধিক বড় ও উচ্চতর। (সূরা আন্‌নিসা ঃ ৩৪)

(৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-দাইউস বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং তিনি আরও বলেছেন দাইউস ঐ সব পুরুষ যারা তাদের অধীনস্থ নারীদেরকে পর্দায় রাখে না। (আবু দাউদ)

(৭) হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জাহান্নাম বাসীদের মধ্যে ঐ সব মেয়েরাও অন্তর্ভুক্ত হবে যে সব মেয়েরা অত্যন্ত পাতলা কাপড় পরিধান করে পরপুরুষের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য মাথার উপর এমন খোপা বাঁধে যেরকম উটের গুজ দেখতে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। এ ধরনের মেয়েরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, বেহেশ্‌তের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না। (মুসলিম শরীফ)

(৮) হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করেন, আমি যখন ঋতুবতী হতাম তখন হাড়্ডির যে স্থানে মুখ লাগিয়ে চূষতাম, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সে স্থানে মুখ লাগিয়ে চুষতেন। আমি যে স্থানে শয়ন করতাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সে স্থানেই শয়ন করতেন। শুধু সহবাস করতেন না। হায়েজ অবস্থায় সব কাজ করা জায়েয আছে, স্ত্রী সহবাস করা ব্যতীত। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

(৯) হযরত সাহল ইবনে হানযালা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের মালকে বাড়ানোর জন্য কারো নিকট হতে কিছু চেয়ে নেয়, সে নিশ্চয়ই নিজের জন্য দোযখের আগুনকে বৃদ্ধি করে। (ইবনে মাজা)

(১০) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটা নিয়ামত এবং দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত হচ্ছে পূন্যবর্তী স্ত্রী। (মুসলিম শরীফ)

(১১) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু'মিন পুরুষ যেন মু'মিন নারীর প্রতি রাগান্বিত হয়। (মুসলিম শরীফ)

(১২) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তুমি নিজে যা খাবে ও পরিধান করবে, তোমার স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে ও পরাবে। স্ত্রীর মুখমন্ডলে মারবে না এবং 'তুমি নিপাত যাও' এমন কথাও বলবে না। স্ত্রীকে বিছানা হতে দুরে রেখ না। -(আবু দাউদ)

(১৩) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার দু'টি কন্যাকে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, তাহলে সে ব্যক্তি এবং আমি কিয়ামতের দিন এমনভাবে একত্রে বসবাস করব যেমন আমার দু'টি আংগুল একত্রে আছে। (মুসলিম শরীফ)

(১৪) হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কারো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাদের লালনপালন করে, তাহলে তারা তার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(১৫) হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মেয়েরা আমাকে তাদের প্রতিনিধি করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। দেখুন, জেহাদ মাত্র পুরুষদের জন্য ফরয করা হয়েছে। যদি তারা জেহাদে নিহত হয় তবে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে তারা জীবিত অবস্থায় থাকবে ও তার নেয়ামতসমূহ ভোগ করতে থাকবে। কিন্তু আমরা মেয়েরা তাদের পিছনে তাদের ঘর ও সন্তানদের দেখাশুনা করি, এর জন্য আমাদের কি পুরস্কার দেয়া হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যেসব মেয়েদের সাথে তোমার সাক্ষাত ঘটে তাদের একথা জানায়ে দিও যে, স্বামীর আনুগত্য করা ও স্বামীর হক আদায় করা জেহাদের সমান মর্যাদা রাখে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মেয়েলোক তা করে।" (তারগীব ও তারহীব)

(১৬) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান জানাল কিন্তু সে আসল না, স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটাল। এমতাবস্থায় ফেরেশতাগণ সমস্ত রাত তার উপর লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে (স্ত্রী) সকাল করে। (বুখারী; মুসলিম)

(১৭) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন, আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কারও জন্য সেজদা করতে বলতাম তাহলে স্ত্রীকেই স্বামীর জন্য সেজদা করতে বলতাম। (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম)

(১৮) হযরত সামুরাতা বিনতে জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্ত্রীলোক পুরুষের পার্শ্বদেশের হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যদি তুমি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে, সুতরাং তার সাথে নরম ব্যবহার কর, তাহলে সুখময় ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করা যাবে। (তারগীব, তারহীব ও ইবনে হিব্বান)

(১৯) হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, স্ত্রীলোক যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, আর এক মাস রোজা রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর সেবা করে তাহলে সে স্ত্রীলোকটি জান্নাতের আটটি দরজার যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মেশকাত)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় পুরুষদের চেয়ে নারীদের জান্নাতে যাওয়া খুবই সহজ, কাজেই অলসতা করে সে চিরস্থায়ী সুখের স্থান হারান নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

(২০) হযরত মায়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট না দেয়। যদি কষ্ট দেয় তাহলে জান্নাতের স্ত্রীর (হুরদের) মধ্য বলে, তুমি স্বামীকে কষ্ট দিও না, আল্লাহ তোমাকে লা'নত (অভিশ্রুক। সে তো তোমার নিকট কিছু দিনের জন্য রয়েছে, অতিসত্ত্বর তোমার নিকট হতে আমাদের নিকট আসবে। (তিরমিযী শরীফ)

(২১) হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, কোন স্ত্রী যদি স্বামীর সেবা করে খুশী রাখেন এবং মৃত্যুবরন করেন তাহলে স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন, ফলে স্ত্রীলোকটি জান্নাতী হবে। (ইবনে মাযাহ)

সতরের গুরুত্ব

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নারী-পুরুষের শরীরের যে যে অংশ আবৃত রাখার আদেশ করা হয়েছে তাকে সতর বলে। যে পোশাক-পরিচ্ছদের ভিতর দিয়ে শরীরের অংগ-অংশ বিশেষ দেখা যায় এবং সতর প্রকাশ হয়ে পড়ে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা কোন পোশাকই নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সব নারী কাপড় পরিধান করেও উলংগ থেকে অপরকে তুষ্ট করে এবং অপরের দ্বারা নিজে তুষ্ট হয়, বুখ্তি উটের ন্যায় গ্রীবা বক্র কত ঠাটঠমকে চলে, তারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এমনকি বেহেশতের ঘ্রানও পাবে না।

ইসলাম মানবীয় লজ্জা-সম্ভ্রমের যে সঠিক ব্যাখ্যা দান করেছে তা পৃথিবীর কোন সভ্যতা খন্ডন করতে পারে নি। আজকাল পৃথিবীর সুসভ্য জাতিগুলোরও এ অবস্থা যে শরীরের যে কোন অংশ অনাবৃত রাখতে তাদের (নারী-পুরুষের) বাধে না। তাদের নিকট বেশ-ভূষা সৌন্দর্যের জন্য, স্তরের জন্য নয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য হতে স্তরের গুরুত্ব অধিক। ইসলাম নারী-পুরুষকে তাদের দেহের ঐ সকল অংশ আবৃত রাখতে আদেশ করে, যার মধ্যে একে অপরের জন্য যৌন-আকর্ষণ পাওয়া যায়। নগ্নতা এমন এক অশ্লীলতা, যা ইসলামী লজ্জা সম্ভ্রব কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে পারে না। পর পুরুষের তো কথাই নেই, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সম্মুখে উলংগ হওয়াকেও ইসলাম পছন্দ করে না।

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে আছে ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রীর নিকট গমন করলে তার উচিত স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখা। গর্দভের ন্যায় উভয়ে যেন উলংগ হয়ে না পড়ে। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেছেন যে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোন দিন উলংগ অবস্থায় দেখেন নি।

অধিকতর লজ্জা-সম্ভ্রম এই যে, একাকী উলংগ থাকাও ইসলাম পছন্দ করে না। এর কারণ এই যে, আল্লাহ্ পাকের সামনে বেশি লজ্জা করা উচিত।

সাবধান! কখনো উলংগ থেক না। কারণ তোমাদের সাথে আল্লাহ পাকের ফেরেশ্‌তাগণ থাকেন, তাঁরা তোমাদের হতে পৃথক হন না, শুধু ঐ সময় চাড়া যখন তোমরা মলত্যাগ করতে যাও কিংবা স্ত্রীর নিকট গমন কর। অতএব তাঁদের জন্য লজ্জা কর এবং তাঁদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখ।

পোশাক ও স্তরের আদেশ

সামাজিক নির্দেশাবলীর ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কাজ এই যে সে নগ্নতার মূলোচ্ছেদ করেছে এবং নারী-পুরুষের জন্য স্তরের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে আরব জাহেলিয়াতের যে অবস্থা ছিল, তা হতে ভিন্ন নয়। তারা একে অপরের সম্মুখে বিনাদ্বিধায় উলংগ হয়ে পড়ত। গোসল এবং মলত্যাগের সময় পর্দা করা তারা নিষ্প্রয়োজন মনে করত। সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে কা'বা-ঘরের তাওয়াফ করা হত এবং এটা এক উৎকৃষ্ট ইবাদত মনে করা হত। নারীরাও তওয়াফের সময় উলংগ হয়ে পড়ত। তাদের স্ত্রীলোকদের এমন হত যে, বুকের কিয়দংশ অনাবৃত থাকত এবং বাহু, কোমর এবং হাঁটুর নীচে কিয়দংশ অনাবৃত থাকত। অবিকল এ অবস্থা বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে তথা বিধর্মী দেশে বেশী দেখা যায়। শরীরের কোন্ কোন্ অংশ অনাবৃত ও কোন্ কোন্ অংশ আবৃত থাকবে ইহা নির্ধারণকারী কোন সমাজ-ব্যবস্থা প্রাচ্যের দেশগুলির কোথাও নেই। ইসলাম এ ব্যাপারে মানুষকে সভ্যতার প্রথম পাঠ শিক্ষা দিয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

হে মানব সন্তান! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শরীর আবৃত করার জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছেন এবং এ তোমাদের শোভাবর্ধক। (সূরা আরাফ ঃ ২৬)

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী শরীর আবৃত করা প্রতিটি নারী-পুরুষের জন্য ফরয করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কড়া নির্দেশ প্রদান করেছেন যেন কেউ কারো সামনে উলংগ না হয়। যে নারী আপন ভাইয়ের স্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অভিশপ্ত। (আহকামুল কুরআন)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন পুরুষ কোন পুরুষকে এবং কোন নারী কোন নারীকে যেন উলংগ অবস্থায় না দেখে। (মুসলিম)

আল্লাহর কসম, আমার আকাশ হতে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং দ্বিখন্ডিত হয়ে যাওয়া অধিকতর শ্রেয় এমন অবস্থা হতে যে, আমি কারো গুপ্তাংগ দেখি অথবা কেউ আমার গুপ্তাংগ দেখে। (মাবসূত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাবধান, কখনও উলংগ হবে না। কারণ তোমাদের সাথে যে সব ফেরেশতা আছে, তারা কখনও তোমাদের সংগ ত্যাগ করে না, মল ত্যাগ ও সহবাসের সময় ব্যতীত। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীর নিকট গমন করে তখনও সে যেন তার সতর আবৃত রাখে এবং একেবারে গর্দভের ন্যায় উলংগ হয়ে না পড়ে। (ইবনে মাজাহ)

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতের উটের চারণভূমিতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, উষ্ট্রের রাখাল উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে চাকুরী হতে অপসারিত করলেন এবং বললেন, যে নির্লজ্জ সে আমাদের কোন কাজের নয়।

পুরুষের জন্য সতরের সীমা

এ সব নির্দেশের সাথে নারী-পুরুষের শরীর ঢাকার সীমারেখাও পৃথক পৃথক নির্ধারিত করা হয়েছে। শরীরের যে অংশ আবৃত রাখা ফরয করা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে সতর বলে। পুরুষের জন্য নাভী এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশকে সতর বলা হয়েছে এবং আদেশ করা হয়েছে যে, তা যেন অপরের সামনে অনাবৃত করা না হয় এবং অপরেও যেন তা না দেখে।

হযরত আবু আউয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'হাঁটুর উপরে এবং নাভীর নীচে যা আছে তা ঢেকে রাখার অংশ। (দারে কুতনী)

পুরুষের জন্য সতর হচ্ছে নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখার অংশ। (মাসসূত)

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে,তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিজের উরু কাউকেও দেখাইও না এবং কোন জীবিত অথবা মৃত্যু বক্তির উরুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। (তাফসীর করীম)

ইহা সার্বজনীন নির্দেশ এক মাত্র স্ত্রী ছাড়া কেউ এর ব্যতিক্রম নয়। তোমাদের স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যান্যের নিকট হতে তোমাদের সতর রক্ষা কর। (আহকামুল কুরআন)

নারীর জন্য সতরের সীমা

নারীদের জন্য তাদের সতরের সীমারেখা অধিকতর প্রশস্ত করা হয়েছে। তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, নিজেদের মুখমন্ডল ও হস্‌বয় ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে হবে। পিতা, ভ্রাতা এবং সমস্ত নিকট আত্মীয়রা এ আদেশের ভিতর গণ্য এবং স্বামী ব্যতীত কোন পুরুষের বেলায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নারী আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য এর বেশি হাত খুলে রাখা জায়েয নেই।' এ বলে তিনি তাঁর হাতের কব্জীর মধ্যস্থলে হাত রাখলেন। (ইবনে জরীর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন বালিকা মেয়ে সাবালিকা হয়, তখন তার শরীরের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র মুখমন্ডল ও কব্‌জী পর্যন্ত হস্তদ্বয় দেখা যেতে পারে। (আবু দাউদ)

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, 'আমি একবার বেশভূষা করে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে তোফায়েলের সামনে আসলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা অপছন্দ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেতো আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।' হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ "যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয় তখন মুখমন্ডল এবং হস্তদ্বয় ব্যতীত শরীরের কোন অংশ প্রকাশ করা তার জন্য জায়েয নেই।' এ বলে তিনি তাঁর কব্জীর মাধ্যস্থলে এবং তাঁর উপরে এমনভাবে হাত রাখলেন যে, কব্জীর মধ্যস্থল এবং তাঁর হাত রাখার স্থানের মধ্যে মাত্র একমুষ্ঠি পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল। (ইবনে জরীর)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহমা একবার পাতলা কাপড় পরিধান করে তাঁর সামনে আসলেন। কাপড়ের ভিতর দিয়ে তাঁর শরীরের অংগ-প্রত্যংগ দেখা যাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'হে আসমা! সাবালিকা হওয়ার পর ইহা এবং ইহা ছাড়া শরীরের কোন অংশ অপরকে দেখান কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে জায়েয হবে না।" এ কথা বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখমন্ডল এবং হাতের কব্জীর দিকে ইংগিত করলেন। (ফাতহুল কাবীর)

হযরত হাফ্সা বিনতে আবুদর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা একদা সূক্ষ্ম দোপাট্টা পরিধান করে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘরে হাযির হলেন। তখন তিনি তা ছিঁড়ে ফেলে একটি মোটা চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। (ইমাম মারিক মুয়াত্তা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর অভিশাপ ঐ সকল নারীদের উপর, যারা কাপড় পরিধান করেও উলংগ থাকে।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, নারীদেরকে এমন আঁট-সাঁট কাপড় পরিধান করতে দিও না যাতে করে তাদের শরীরের গঠন পরিস্ফুট হয়ে পড়ে।

এ সব বর্ণনা হতে জানতে পারা যায় যে, মুখমন্ডল এবং হাতের কব্জী ছাড়া নারীর সমস্ত শরীর সতরের মধ্যে গণ্য বাড়ীর অতি আপন লোকের নিকটও এ স্তর ঢেকে রাখতে হবে। একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এ সতর দেখানো যাবে না, সে পিতা, ভ্রাতা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র যে কেউ হোক না কেন যে সব বস্ত্র বা পোষাকের ভিতর দিয়ে শরীরের অংগ-প্রত্যংগ দেখা যায়, তাও পরিধান করা যাবে না।

এ অধ্যায় যত নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সবই যুবতী নারীর জন্য। সতর ঢাকার নির্দেশাবলী ঐ সময় প্রযোজ্য হয়, যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয় এবং যতদিন পর্যন্ত তার মধ্যে যৌন-আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে ততদিন পর্যন্ত ইহা বলবৎ থাকবে বয়স অতিক্রান্ত হলে ইহা কিছুটা শিথিল করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন– যে সব অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পুণরায় কোন বিবাহের আশা পোষণ করে না, তারা যদি দোপট্টা খুলে রাখে, তাহলে তাতে কোন দোষ হবে না। তবে শর্ত এই যে, বেশভূসা প্রদর্শন করা যেন তাদের উদ্দেশ্য না হয়। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা তাদের জন্য মংগলকর।

(সূরা নূর ঃ ৬০)

এখানে কড়াকড়ি হ্রাস করার কারণ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। 'বিবাহের আশা পোষণ করে না' কথার মর্ম এই যে, যৌনস্পৃহা ও যৌন-আকর্ষণ না থাকা। উপরন্তু সাবধানতার জন্য এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, বেশভূষা প্রদর্শন করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। অর্থাৎ যৌনস্পৃহার কামণামাত্র স্ফুলিংগ যদি বুকের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, তাহলে দোপাট্টা খুলে রাখা জায়েয হবে না। কেবলমাত্র ঐ সব বৃদ্ধা নারীদের জন্য এ নিয়ম শিথির করা হয়েছে, যারা বার্ধক্যে উপনীত হবার কারণে পোশাক সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ হতে মুক্ত হয়েছে এবং যাদের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি ব্যতীত কোন কুদৃষ্টি পতিত হওয়ার আশংকা নেই। এ ধরনের স্ত্রীলোক দোপাট্টা অথবা চাদর ছাড়া গৃহে অবস্থান করতে পারে।

অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ

এরপর দ্বিতীয়বার যা আরোপ করা হয়েছে তা এই যে, ঘরের অধিবাসীদের বিনা অনুমতিতে নিজ ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; যাতে ঘরের স্ত্রীলোকদেরকে কেউ এমন অবস্থায় দেখতে না পায়, যে অবস্থায় তাদেরকে দেখা পুরুষের উচিত নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

"যখন তোমাদের পুত্রগণ সাবালক হবে, তখন অনুমতি সহকারে ঘরে প্রবেশ করা তাদের উচিত, যেমন তাদের পূর্ববর্তীগণ অনুমতি সহকারে ঘরে প্রবেশ করত।" (সূরা নূর ঃ ৫৯)

এখানেও কারণ পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। অনুমতি গ্রহণের আদেশ শুধু তাদের জন্যই প্রযোজ্য যাদের মধ্যে যৌন-অনুভূতি সঞ্চার হয়েছে, যে অনুভূতির সঞ্চার হওয়ার পূর্বে অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক নয়। এছাড়া অপর লোকদেরকেও আদেশ করা হয়েছে, যেন তারা বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ না করে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! গৃহস্বামীর অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করিও না এবং যখন প্রবেশ করবে তখন ঘরের অধিবাসীদেরকে সালাম বলবে"। (সূরা নূর ঃ ২৭)

ঘরের ভিতরে এবং বাইরে একটা বাধা-নিষেধ স্থাপন করাই এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য; যেন পারিবারিক জীবনে নারী পর-পুরুষের দৃষ্টি হতে নিরাপদ থাকতে পারে। আরববাসীগণ প্রথমে এ সব নির্দেশের কোন কারণ নির্ণয় করতে পারেনি। এজন্য অনেক সময় তারা ঘরের বাইর হতে ভিতরে উঁকি মারত। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একবার এরূপ এক ঘটনা ঘটেছিল। একদা তিনি তাঁর হুজরায় অবস্থান করতে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জানালা দিয়ে, উঁকি মারল। তিনি বললেন, যদি আমি জানতাম যে তুমি উঁকি মারবে, তাহলে তোমার চোখে কিছু নিক্ষেপ করতাম। অনুমতি গ্রহণের আদেশ তো দৃষ্টি হতে রক্ষা করার জন্যই দেয়া হয়েছিল। (বুখারী শরীফ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যদি কেউ অনুমতি ছাড়া অপরের ঘরের ভিতর তাকিয়ে দেখে তাহলে তার চক্ষু উৎপাটিত করার অধিকার ঘরের অধিবাসীদের থাকবে। (মুসলিম)

অতঃপর অপরিচিত লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যদি অপরের ঘর হতে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে ঘরে প্রবেশ না করে বাইরে পর্দার অন্তরাল হতে চাবে।

পবিত্র কালামে ইরশাদ হচ্ছে– "তোমরা নারীদের নিকট হতে যখন কিছু চাবে, তখন পর্দার অন্তরাল হতে চাবে। এতে তোমাদের এবং তাদের মনের জন্য অধিকতর পবিত্রতা রয়েছে।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

এখানেও বাধা-নিষেধের উদ্দেশ্যের উপর পূর্ণ আলোকপাত করা হয়েছে। নারী-পুরুষকে যৌন-স্পৃহা ও উত্তেজনা হতে রক্ষা করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং এ নির্দেশের দ্বারা নারী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশা বন্ধ করা হয়েছে।

এ নির্দেশাবলী শুধু অপরিচিতের জন্য নয়; বরং ঘরের চাকরদের জন্যও বটে। বর্ণিত আছে, যে একদা হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অথবা হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট হতে তাঁর কোন এক সন্তান নিতে চাইলেন। তখন তিনি পর্দার অন্তরাল হতে তার সন্তানকে দিলেন। (ফতহুল কাদির)

অথচ উভয়েই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ ভৃত্য আপনজনের মত ছিলেন।

গোপনে সাক্ষাত এবং শরীর স্পর্শ

তৃতীয় বাধা-নিষেধ এই যে, স্বামী ছাড়া অন্য কেউ কোন নারীর সাথে নিভৃতে থাকতে এবং তার শরীর স্পর্শ করতে পারবে না, সে যতই নিকটতম বন্ধু বা আত্মীয়া হোক না কেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সাবধান' নির্জনে নারীদের নিকট যেও না।' জনৈক আনসার সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহ্ রসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সে তো মৃত্যুর ন্যায়।" (বুখারী, মুসলিম তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকট যেও না। কারণ শয়তান তোমাদের যে কোন একজনের মধ্যে রক্তের মত প্রবাহিত হবে। (তিরমিযী)

হযরত আমর ইবনুল আস্ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকট যেতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আজ হতে যেন কেউ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন তার স্ত্রীর নিকট না যায়, যতক্ষণ তার নিকট একজন অথবা দুইজন লোক না থাকে। (মুসলিম)

স্পর্শ করার বিরুদ্ধেও এরূপ নির্দেশ আছে– মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যদি কেউ এমন কোন নারীর হাত স্পর্শ করে, যে নারীর সাথে তার কোন বৈধ সম্পর্ক নেই, তাহলে পরকালে তার হাতের উপর জ্বলন্ত অগ্নি রাখা হবে।'

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের নিকট হতে শুধু মৌখিক বায়আত গ্রহণ করতেন। তাদের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিতেন না। বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া তিনি কোন নারীর হাত স্পর্শ করেন নি। (বুখারী)

হযরত উসামা বিন্‌তে রুকায়া রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, 'আমি কয়েকজন নারীকে সাথে নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বায়আত করতে গেলাম। শিরক চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমাণি হতে বিরত থাকার শপথ তিনি আমাদের নিকট হতে গ্রহণ করলেন।" শপথ গ্রহণ শেষ হলে আমরা বললাম, 'আসুন, আমরা আপনার হাতে বায়আত করি।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি নারীদের হাত স্পর্শ করি না, শুধু মৌখিক শপথ গ্রহণ করি।'

(নাসায়ী ও ইব্‌নে মাজাহ্)

এ নির্দেশগুলোও শুধু বয়স্ক নারীদের বেলায় প্রযোজ্য। বৃদ্ধা নারীর নিকট নির্জনে বসা এবং তার শরীর স্পর্শ করা জায়েয আছে। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক গোত্রের মধ্যে যাতায়াত করতেন, যেখানে তিনি দুধ পান করেছিলেন। ঐ গ্রোত্রের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের তিনি করমর্দন (মুসাফাহা) করতেন। কথিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক বৃদ্ধার দ্বারা হাত পা দাবিয়ে নিতেন।

যুবতী এবং বৃদ্ধা নারীর মধ্যে এই যে পার্থক্য রাখা হয়েছে তা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। কারণ ইহা অনিষ্টের পথ উন্মুক্ত করতে পারে।

সৌন্দর্য প্রকাশ করতে বাধা-নিষেধ ও তার সীমারেখা

দৃষ্টি সংযমের আদেশাবলী নারী-পুরুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আবার কতক আদেশ নারীদের জন্য নির্দিষ্টতার মধ্যে প্রথম আদেশ এই যে, একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করা চলবে না।

এ আদেশের উদ্ধেশ্য এবং বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা করার পূর্বে একবার ঐ সব নির্দেশাবলী স্মরণ করা দরকার, যা ইতিপূর্বে পোশাক ও সতরের অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। মুখমন্ডল এবং হস্তদ্বয় ব্যতীত নারীর সমগ্র দেহ (সতর) যা পিতা, চাচা, ভ্রাতা এবং পুত্রের নিকটেও উন্মুক্ত রাখা জায়েয নেই। এমন কি কোন নারীর সতর অপর নারীর সম্মুখে উন্মুক্ত করাও মাকরূহ। এ সতকে সামনে রাখার পর সৌন্দর্য প্রকাশের সীমারেখা আলোচনা করা দরকার।

(১) নারীকে তার সৌন্দর্য স্বামী, পিতা শ্বশুর, পুত্র সৎপুত্র, ভ্রাতা, ভাইপো এবং ভাগিনের সামনে প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(২) তাকে আপন গোলামের সামনে (অন্য কারও গোলামের সামনে নয়) সৌন্দর্য প্রদর্শন করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে।

(৩) সে এমন লোকের সামনে সৌন্দর্য শোভা সহকারে আসতে পারে, যে তার অনুগ্রহ ও অধীন এবং নারীদের প্রতি যার কোন আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা নেই।

(৪) যে সব বালকের মধ্যে এখনও যৌন অনুভূতির সঞ্চার হয়নি, তাদের সামনে সে সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারে। কুরআন পাকে আছে–

এমন বালক যে নারীদের গোপন অঙ্গ এবং কথা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত নয়।

(৫) সব সময় মেলামেলা করা হয় এরূপ মেয়েদের সামনে মেয়েদের সৌন্দর্য-শোভা প্রদর্শন করা জায়েয আছে। কুরআন পাকে 'সাধারণ নারীরা' শব্দের পরিবর্তে 'আপন নারিগণ' ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা সম্ভ্রান্ত নারীরা' অথবা 'আপন নারী আত্মীয়-স্বজন' অথবা 'আপন শ্রেণীর নারীদেরকেই' বুঝান হয়েছে। অজ্ঞ মূর্খ নারী, এমন নারী যাদের চালচলন সন্দেহযুক্ত অথবা যাদের চরিত্রে কলংক ও লাম্পট্যের ছাপ আছে, এ ধরনের নারীর সামনে আলোচ্য নারীর সৌন্দয্য প্রদর্শনের অনুমতি নেই। কেননা এরাও অনাচার-অমঙ্গলের কারণ হতে পারে। সিরিয়ায় মুসলমান নারীরা ইহুদী-খৃষ্টান নারীদের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করলে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সিরিয়ার মাসনকর্তা হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহকে লিখে জানালেন, যেন মুসলমান মহিলাগণকে আহলে-কিতাব নারীদের সাথে হাম্মামে (স্নানাগার) প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়।

(তাফসীর ইবনে জারীর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মুসলমান নারীগণ কাফের এবং যিম্মী নারীদের সামনে ততটুকুই প্রকাশ করতে পারে, যতটুকু অপরিচিত পুরুষের সামনে করতে পারে। (তাফসীরে কবীর)

প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি

হাদীস শরীফে আছে যে, পর্দার নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর দাবি ছিল, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নারীদের পর্দা করুন।' একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে খা'ময়া রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা রাত্রিকালে ঘরের বাইর হলে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁকে দেখে ফেললেন। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন, 'সাওদা! আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি।' এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মেয়েদের কোন প্রকার ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হউক। এর পর পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হলে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সুযোগ আসল। তিনি

নারীদের বাইরে যাতায়াতে কঠোরভাবে বাধা দিতে লাগলেন। পুণরায় হযরত সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে তিনি ঘর হতে বাইর হওয়ামাত্র হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁকে বাধা দিলেন। হযরত সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ বিসয়ে অভিযোগ করলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম ও বুখারী)

এ হতে জানা গেল যে, এর কুরআনী মর্ম ইহা নয় যে, মেয়েরা ঘরের সীমারেখার বাইরে মোটেই পা রাখতে পারবে না; বরং প্রয়োজন মিটানোর জন্য বাইরে যাওয়ার পূণ্ অনুমতি আছে। কিন্তু এ অনুমতি শর্তহীনও নয় এবং সীমাহীনও নয়। নারীদের জন্য তা জায়েয নয় যে, তারা যত্রতত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে এবং পুরুষের সমাবেশে মিশে যাবে। প্রয়োজন বলতে শরীয়তের মর্ম এই যে, বাইরে যাওয়া মেয়েদের জন্য একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রকাশ থাকে যে, সকল নারীর জন্য সকল যুগে বাইর হওয়া না হওয়ার এক এক পদ্ধতি বর্ণনা করা এবং প্রতিটি সময়ের জন্য পৃথক পৃথক অনুমতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য শরীয়ত প্রণেতা জীবনের সাধারণ অবস্থায় মেয়েদের বাইরে যাওয়া যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, তা হতে ইসলামী আইনের স্পিরিট এবং তার প্রবণতা অনুমান করা যায়। তা পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করতঃ ব্যক্তিগত অবস্থায় এবং ছোটখাট ব্যাপারে পর্দার সীমারেখা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বেশী-কম করার নীতি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং জানতে পারে।

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য

নারী পুরুষের সৃষ্টিগত চিরাচরিত পার্থক্যের সন্ধান আমরা বর্তমান যুগের দার্শনিকদের অভিমতেও খুঁজে পাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইনসাইক্লোপীডিয়া প্রণেতা নারী শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-নারী ও পুরুষের মধ্যে যদিও যৌনঙ্গসমূহের গঠন ও আকৃতির পার্থক্যটাই সর্বপ্রধান, কিন্তু পার্থক্য কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই নয়, নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পুরুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন, এমন কি নারী ও পুরুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক ধরণের মনে হয়, সেগুলোও প্রকৃতপক্ষে সামঞ্জহীন। উক্ত গ্রন্থকার শরীয়ত শাস্ত্রের গবেষণা অনুযায়ী নারীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে অত্যন্ত সূক্ষ্ম আলোচনা করে গোটা আলোচনার নিম্নরূপ সারমর্ম রচনা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে নারীর শারীরিক গঠন শিশুর শারীরিক গঠনের প্রায় অনুরূপ। তাই দেখা যায় শিশুর মত নারীর অনুভূতিও সর্বক্ষেত্রেই অতি শীঘ্র প্রভাবিত হয়ে পড়ে। শিশুর নিয়ম হল দুঃখ-কষ্টের কোন ব্যাপার ঘটলে তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে।

আর আনন্দের কিছু দেখলে আত্মহারা হয়ে লাফাতে আরম্ভ করে। নারীর অবস্থা অনেকটা একই রকম। এ ধরনের অনুভূতিসূচক ব্যাপারে পুরুষের তুলনায় নারী অধিকতর প্রভাবিত হয়ে থাকে। কেননা এসব অনুভূতিসূচক বিষয় নারীর হৃদয়পটে এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে এ সবের আর কোন সম্পর্ক থাকে না। এ কারণেই নারীদের মদ্যে ধীরতা ও স্থিরতার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এজন্যই যে কোন কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে নারী কখনো স্থির থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষের গড় উচ্চতার তুলনায় নারীর গড় উচ্চতা ১২ সেন্টিমিটার কম। এ পার্থক্য কেবল কোন নিদিষ্ট দেশ বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরঙ অসভ্য নিগ্রো জাতিসমূহের মধ্যে যেমন, ঠিক তেমনি সভ্য দেশগুলোর সব্য জাতিসমূহের মধ্যেও এ পার্থক্য সমভাবেই বিদ্যমান। তদুপরি যুবক-যুবতীদের মত শিশুরাও এ পার্থক্যের সাক্ষ্যদান করে। নারী ও পুরুষের বয়সের গড় অনুপাতে যেমন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি উভয়ের শরীরের ওজনেও পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষের গড় ওজন ৪৭ কিলোগ্রাম, কিন্তু নারীর শরীরের গড় ওজন কোনমতেই ৪২ (১,২) কিলোগ্রামের বেশী হয় না। অর্থাৎ গড়ে নারীর শরীরের ওজন পুরুষ অপেক্ষা পাঁচ কিলোগ্রাম কম হয়ে থাকে। শরীরের মাংসপেশীর ঘনত্ব ও শক্তির দিক দিয়েও পুরুষের তুলনায় নারী দূর্বল।

ডক্টর দ্যা করিনি ইনসাইক্লোপীডিয়ায় লিখেছেন,"সমষ্টিগতভাবে পরীক্ষা করলে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর শরীরের মাংসপেশী পুরুষের মাংসপেশী থেকে ভিন্ন প্রকৃতির এবং ঘনত্ব ও শক্তির দিক দিয়ে এতই দুর্বল যে, এগুলোর স্বাভাবিক শক্তির তিন ভাগ করলে দুই ভাগই পুরুষের অংশে পড়বে। আর নারীর অংশে প্রমাণিত হবে মাত্র এক ভাগ। মাংশপেশীর দ্রুত সঞ্চালন গতি ও সংকোচনের ব্যাপারেও ঐ একই অবস্থা। নারীর তুলনায় পুরুষের মাংশপেশী চলন গতিতে দ্রুততর এবং ক্রিয়া অধিকতর শক্তিশালী। মানব প্রাণের মূলকেন্দ্র হল হৃৎপিণ্ড। উপরোক্তরূপে নারী ও পুরুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষের হৃৎপিণ্ডের তুলনায় নারীর হৃৎপিণ্ড ৬০ ড্রাম ছোট এবং অপেক্ষাকৃত হালকা হয়ে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কারবলিক এসিডের যে সব অণুকণা বহির্গত হয়, তা অভ্যন্তরীণ তাপের দরুন বায়ুতে রূপান্তরিত হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় নির্গত হয়। এ গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায় যে, পুরুষ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় এগার ড্রাম কার্বন জ্বালাতে সক্ষম হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের তুলনায় নারীর মূল শারীরিক তাপও খুবই কম অর্থাৎ পুরুষের অপেক্ষা অর্ধেকের সামান্য বেশী মাত্র।

এভাবে নারী মানসিক ও ধর্মীয়ভাবেও পুরুষের তুলনায় অনেক দুর্বল অর্থাৎ নারী কখনো কোন দিক দিয়েই পুরুষের সমান নয়। অনুরূপভাবে সাইকোলজীর মতানুসারে নারীর মস্তিষ্ক ভাগের শিরা-উপশিরা আঁকা-বাকা রেখা পুরুষের মস্তিষ্ক কোষ অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে যেমনি কম, তেমনি নারীর মস্তিষ্ক কোষের পর্দা বা আবরণসমূহও অপরিণত।

বিখ্যাত জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠতম আহম্মকের ব্রেইন ওজন করে দেখা গেছে যে, জ্ঞানীজনের ব্রেইনের ওজন যে ক্ষেত্রে ষাট আউন্স, অপর ক্ষেত্রে আহম্মকের ব্রেইনের ওজন সেখানে মাত্র তেইশ আউন্স।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছেন—"বিধাতাকে দোষারোপ করি না, তিনি নর ও নারীকে যথেষ্ট ভিন্ন করেই সৃজন করেছেন।"

কিন্তু আফসোস, সভ্যতা সে ভেদাভেদ আর অবশিষ্ট রাখেনি, এখন ছেলে মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে, ফলে বিদায় নিয়েছে সভ্যতা ও শান্তি।

ভারত উপমহাদেশের ইংরেজ ও মুসলিম নারীদের পোশাক

ইংরেজদের আগমণের সাথে সাথে উপমহাদেশের অধিবাসীরা একটি নতুন পরিবেশের সাথে পরিচিতি লাভ করে। ইংরেজগণ স্বীয় নারীদেরকে মুখমণ্ডলের সাথে বক্ষ উন্মুক্ত করা পোশাক পরিধান করাতে আরম্ভ করে। যদিও তাদের এ পোশাক উপমহাদেশের সকল ধর্মের মানুষের কাছে ছিল অপরিচিত। কিছুকাল এদেশের মানুষ তাদের আমদানীকৃত এ পোশাকের সাথে দূরত্ব বজায় রাখলেও অপরিচিত এ জীবন পদ্ধতি ক্রমশ ভারত উপমহাদেশের মানব সমাজে স্থায়ীভাবে শিকড় গড়ে বসে।

এদিকে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা দেখলেন, যদি ইংরেজদের সাথে মোকাবিলা করতে হয় তবে তাদের শিক্ষা ও ধ্যান ধারণা নিয়েই তাদের সাথে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে।

তাই তারা শিক্ষা-দীক্ষা মোটকথা সমাজের সর্বত্র নারীদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুষের সাথে নারীদের নিয়ে এলেন। কিন্তু ইংরেজ মেয়েরা বাইরে বেপর্দা করলেও তারা যে স্বাধীনতা ভোগ করত এমন নয়। তবুও তারা মেয়েদেরকে পর্দা প্রথা ঘৃণার চোখেই দেখত।

পূর্ব হতেই মুসলিম সমাজের নারীরা ছিল পর্দার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তারা বিশেষ পন্থায় বর্হিজীবনের সাথে পরিচিতি লাভ করে। তারা অন্দর মহলে অবস্থান করলেও যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন, তাই বাইরে বের হওয়ার জন্য তাদের কোন প্রকার প্রস্তুতি নিতে হয়নি।

এ বিষয়ে আমি ইতিহাসের পাতা থেকে বিখ্যাত কিছু মুসলিম নারীদের নাম উল্লেখ করছি–

যারা স্বীয় কৃতীত্বের স্বাক্ষর ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন। যেমন– লেডি ওয়াজেদ হাসান, লেডি ইমাম, তায়েবজী ও রাহমাতুল্লাহ পরিবারের নারীগণ বহির্বিশ্বের সাথে পরিচিতা হন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্ত্রী বেগম সোহরাওয়ার্দী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম নারী পরীক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। স্যার মির্জা ইসমাঈলের স্ত্রী ছিলেন মাইশোর গাইডের প্রধান কমিশনার। হায়দারাবাদের নিজাম মেয়েদের স্কুল, কলেজের ডিগ্রী গ্রহণে উৎসাহিত করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠা কন্যা পিতার সাথী হয়ে কলকাতা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। হায়দারাবাদের বহু বিখ্যাত মুসলিম পরিবারের মেয়েরা বহির্জগতের সাথে পরিচিতা হয়েও নিজেদেরকে সম্পূর্ণ শরীয়ত মোতাবেক আবৃত রাখতেন। ভূপালের নবাব সুলতান জাহান বেগম প্রদেশের শাসনকার্য দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। তিনি গোটা ভারতে বিভিন্ন কর্মে ভ্রমণ করে বেড়াতেন; একবার তাকে লণ্ডনের বার্মিংহাম প্রাসাদে ভোজ সভায় দাওয়াত করলে তথায়ও তিনি বোরকা পরিহিতা অবস্থায় যোগ দিয়ে সবাইকে অবাক করে দেন। জানা যায় তার কন্যা ও পুত্রবধুগণও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের ইসলামী পোষাক কখনও চলার গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি বা তাদের কাজে কোন প্রকার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। আজকের সমাজে কেন আমাদের মেয়েদেরকে বুক, পেট, পিঠ খোলা রেখে বের হতে হবে, তা চিন্তার বিষয় নয় কি? সত্যি কথা বলতে কি এগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান কালচারের হাওয়া। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, নারী পুরুষ সমান। কিন্তু বাস্তবে কি তারা পেরেছে নারীর প্রকৃত মর্যাদা দিতে? সমাজের বহু ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু পেয়েছে কি প্রকৃত মর্যাদা? আমেরীকার মত দেশে ৮০% জন নারী ডাক্তার পুরুষ রোগী দ্বারা যৌন হয়রানীর শিকার হয়। সৈনিক ডিপার্টমেন্টে একই রেঙ্কের অপর পুরুষ সৈনিক নারী সৈনিকটিকে ধর্ষন করে। ৫০% জন নারী অফিসের বসকে দেহদান না করলে চাকুরী হারাবে। ১৮% জন মেয়ে স্কুলের খরচের জন্য ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নিজের বাবাকে দেহ দান করে থাকে। এটাই হচ্ছে কালচারাইজড দেশের অবস্থা।

বিভিন্ন ধর্মে নারীর স্থান

ইসলামের পূর্বে নারী

সৃষ্টির মূলে পৃথিবীর বুকে নারীর যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ইসলাম পূর্বকালে পুরুষ সমাজ নারীকে যথার্থ সম্মান দিতে যথেষ্ট কার্পণ্য করেছে। নারীর ন্যায্য অধিকার ও দাবী পূরণের বরাবর সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে। এমনকি নারীর যথার্থ মান স্বীকার কাতেও সংকোচবোধ করেছে। নারীকে মনে করা হতো অস্থাবর সম্পত্তি অথবা তদাপেক্ষাও নিকৃষ্টতম।

চীন, মিশর, আফ্রিকা, আরব, ইউরোপ সর্বত্রই নারী ছিল দায় অথবা পণ্য দ্রব্যের মত। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ভারত বর্ষেও নারীর অবস্থান এর চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল না। রমণীর যথার্থ মর্যাদা ছিল উপেক্ষিত, অবহেলিত। যুগ যুগ ধরে নারীরা হচ্ছিল নিগৃহিতা নির্যাতিতা। হিন্দুধর্মে নারী বিধবা হলে পতির চিতায় শয়ন করে সহমরণ বরণ করতে তারা ছিল বাধ্য। স্বাধীন জীবন যাত্রার পক্ষে সে ছিল চির অনুপযুক্ত। বয়সে পিতার, যৌবনে স্বমীর, স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের, পুত্রের অভাবে আত্মীয়স্বজনের অধীনে নিষ্পেষিত হওয়াই ছিল তার ভাগ্য লিপি। নিম্নে তার কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছি।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

সনাতন ধর্মগুলোর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। গৌতমবুদ্ধ পৃথিবীতে একজন বড় সংস্কারকের গৌরব অর্জন করে গেছে। সে যখন ধর্মীয় নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তার মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্যের এক অপূর্ব আলো উদ্ভাশিত হয়ে উঠেছিল। তার ধর্ম মতে হিন্দু ধর্মের মতো ব্রাহ্মণ, শুদ্র, ধনী-দরিদ্র বা ছোট-বড়র কোন ভেদাভেদ ছিল না। বংশ ও জাতির তারতম্য সে মানত না। এ ছিল তার বৌদ্ধ সাম্যের উন্নত শিক্ষা। অপরদিকে সহৃদয়তার প্রবল আবেগে সে পাখীর প্রতি নির্দয় আচরণও বরদাশত করত না। বৌদ্ধ ধর্মে তাই পশু-পাখী মারা ও ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। কথিত দয়ার সাগর এ বুদ্ধও নারী জাতির জন্য কিছু করে যায়নি বা কিছু করার প্রয়োজনবোধও করেনি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাকে জিজ্ঞেস করল,"নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে"? বুদ্ধ উত্তর দিল, "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়াও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী।" এভাবে অন্য এক সময়ও সে বলেছে, "নারীদের সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা অনুরাগ রেখ না। তাদের সাথে কথাবার্তাও বলবে না, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ংকর বিপদস্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গী দ্বারা পুরুষের বিশ্বাসধন লুট করে নেয়, নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। গৌতমবুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সাথে সৎ ব্যবহারকারী পুরুষ পরকালের মহামুক্তি ও কল্যাণ হতে বঞ্চিত থাকবে।

যে ধর্ম বলে নারীর সাথে বাস অপেক্ষা ব্যাঘ্রের মুখে চলে যাওয়া বা জল্লাদের ছুরির নীচে মাথা পেতে দেয়া উত্তম। ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম কখনও নারী জাতিকে শান্তি ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে পারে নেই। গৌতমের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মোক্ষম লাভের অন্তরায়, তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই গৌতম বিবাহে প্রথার বিরোধী থেকে বিশ্ববাসীকে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রতের দিকে আহ্বান করেছিল। সাথে সাথে নারী জাতি তার নীতি আদর্শ হতে হতাশা ও দুর্দশা উপহার পেয়েছিল।

হিন্দু ধর্মে নারী

হিন্দু ধর্ম পুরাতন ধর্ম। বহুকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ এ ধর্মের অনুস্মরণ করে আসছে। হতে পারে কখনও এ ধর্মটা বহুল প্রচারিত ধর্ম ছিল। কিন্তু কালের অবক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধর্মীয় নীতি ও আদর্শগুলো পরিবর্তিত হয়ে আজকের এ পর্যায়ে আবর্তিত হয়েছে। এ মানব রচিত পরিবর্তনশীল হিন্দু ধর্মেও রমণীর অধিকার ও মর্যাদার দিকে কখনও কৃপার দৃষ্টি দেয়া হয়নি। সতীদাহ প্রথার মত নির্মম অমানুষিক বিধান হিন্দু ধর্মের দান। পুরুষ একই সময়ে একাধিক বিবাহ অথবা স্ত্রী বিয়োগের পর নতুন বিবাহের সুযোগ লাভ করত, কিন্তু নারীর জন্য সে মানবীয় অধিকারটুকু ছিল না। স্বামী বিয়োগের পর বেঁচে থাকা দূরের কথা, আরেক বিবাহতো আরও দুরূহ ব্যাপার, স্বামীর সাথে জীবন্ত দগ্ধ না হলে, মৃত্যু স্বামীর সাথে ছটফট করে পুড়ে ভস্ম না হতে পারলে স্বর্গীয় সাফল্যই লাভ হত না। যদি কোন জননী কোন প্রকারে এ সতীদাহের বর্বরতা থেকে বেঁচেও যেত, তবু তার ঘরে সমাজে বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাবার সুযোগ ছিল না, বরং ঘৃণা ও বঞ্চনার কষাঘাতে ইহলোক ত্যাগ করাই তার জন্য শ্রেয় ছিল।

সনাতন ধর্মে একই সময়ে দশ দশটি স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। হিন্দুদের খ্যাতনামা মনীষী রাজা দশরথের তিন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের পাঁচ স্ত্রী, পাণ্ডুর দুই স্ত্রী ও অর্জুনের তিন স্ত্রী ছিল। হিন্দুরা তালাক শব্দের সাথে পরিচিত নয়। নারীরতো কথাই নেই, পুরুষও তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। অথচ এতে নারীর অধিকার রয়েছে বহুলাংশে। কারণ, কোন মেয়ে পুরুষের কাছে ভাল নাও লাগতে পারে, তথাপি তাকে নিয়ে বাধ্য হয়ে ঘর করতে হবে। সম্পর্ক ভাল হোক বা না হোক স্ত্রী হিসেবে সেখানে তাকে থাকতেই হবে। সেক্ষেত্রে পুরুষটি স্ত্রীকে অবাধে যন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ লাভ করে এবং নারীকে যুগ যুগ ধরে এ নির্যাতন সয়ে আসতেই হচ্ছে হিন্দু সমাজে। স্বামী সৎ হলে তো স্ত্রীর কপাল ভাল, কিন্তু স্বামী অসৎ হলে তার যুলুম-নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেয়ার মত কোন পথ বা অবলম্বন হিন্দু ধর্মে নেই, বরং স্বামীকে আরও উপদেশ দেয়া আছে যে, নারীকে দিবা-রাত্রি কখনও স্বাধীন হতে দেবে না, পরাধীনতাই তার মূল প্রাপ্য। হিন্দু ধর্মে আরও বলা হয়েছে- নারী জীবনে কখনও স্বেচ্ছায় কোন কাজ করতে পারবে না। বাবা মেয়েকে যথেচ্ছা

বিবাহ দিবে, সেখানেই আজীবন তাকে বশ হয়ে থাকতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন পুরুষের অঙ্গশায়িনী হতে পারবে না। অর্থাৎ জীবনে বিবাহের কল্পসাধও ভোগ করার সুযোগ পাবে না। আরও বলা আছে, শয্যাপ্রিয়তা, অলংকারাশক্তি, পাপলিপ্সা, আত্মগর্ব, ক্রোধ, একগুয়েঁমী ও বিরক্তিকরণ নারী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গর্হিত কাজ করা তাদের স্বভাব। মিথ্যা বলা তাদের অভ্যাস। নারীর সাথে কখনও পরামর্শ করতে নেই, এমনকি পরামর্শ স্থলেও তাদেরকে উপস্থিতি রাখতে নেই। পুরুষেরা অপকর্মের ফলস্বরূপ পরজন্মে নারীত্ব লাভ করে।

সনাতন ধর্মে লেখা আছে, "অদৃষ্ট নরক বন্য ও বিষধর সর্প, এর কোনটিই নারীর সমান ক্ষতিকর নয়।" হিন্দু নারীরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে নারী জাতির প্রতি লেখা এ ধরণের ঘৃণা ও যুলুমের অধ্যায়গুলো পাঠ করে দুঃখ প্রকাশ করছে এবং এর প্রতি নিন্দার ঝড় তুলেছে। ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত "সমাজে নারীর স্থান শীর্ষক এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার খ্যাতনামা শিক্ষিকা একজন হিন্দুনারী লিখেছেন, হিন্দু গ্রন্থগুলোতে কিভাবে নারী জাতিকে হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। আমাদের মনু শ্মৃতির লেখক মহারাজ তদীয় গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে নারীকে দাস সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মূলতঃ তাদের সংগত মানবীয় অধিকারটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে। আর একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, 'যদি কোন শতবর্ষী হাজার রসনাবিশিষ্ট্য ব্যক্তি পৃথিবীর সব সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে কেবল নারীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে থাকে তবুও সে তা বলে শেষ করতে পারবে না। লেখিকা আরও উল্লেখ করেন তুলসী রামায়নেও নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাষায় আমাদের প্রতি বিশোদগার করা হয়েছে। তাতে আছে, নারী জাতির অন্তরে সর্বদা ৮টি দোষ বিদ্যমান থাকে, যথা ঔদ্ধত্য, মিথ্যা, চালাকী, শঠতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা, কর্কশতা ও নির্দয়তা। আবার তিনি লিখেছেন, স্ত্রী ও শুদ্রকে লেখাপড়া শিক্ষা দিও না। বিবাহ ছাড়া অন্য সময় নারী সাজসজ্জাও গ্রহণ করতে পারবে না। বর্তমান হিন্দু নারী সমাজে যুগের প্রভাবে জাগরণ ও আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হওয়ায় সংবিধানের মাধ্যমে ধর্মীয় আইনে আমূল পরিবর্তন আনতে তারা বাধ্য হয়েছে। অবশেষে তিনি লিখেছেন, সর্বত্র হিন্দওয়ানী শিক্ষার জয় জয়কার, কিন্তু হিন্দু নারীদের অবস্থা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। যতদিন পর্যন্ত নারী জাতিকে সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নিমজ্জিত করা হবে এবং তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার স্বীকৃত না হবে, ততদিন পর্যন্ত নারীকে পাপের প্রতিমূতি ও ক্ষতিকর জীব বলেই বিবেচনা করা হবে এবং তাদের মুক্তি ও শান্তিপণ অজ্ঞাতই থাকবে।

যে ধর্মে নারী জাতিকে এত ঘৃণা, ভৎসনা করেছে, করেছে নির্দয় অবিচার, সে ধর্মে নারীর মান কখনও সংরক্ষিত থাকতে পারে না। ফিরিয়ে দিতে পারে না তাদের প্রকৃত দান।

ইহুদী ধর্মে নারী

বনী ইসরাঈল জাতি এক আজব জাতি। উশৃংখল অন্যায়-অত্যাচার, গোড়ামী বাড়াবাড়ী যাদের সহজাত স্বভাব। বিরক্তিকরণ, মনোবৃত্তির পুঁজা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার প্রদর্শন ও আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের হত্যা করা তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা তাদের মাঝে বহুল প্রচলিত। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাত কিতাব নিয়ে বনী ইসরাঈলদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার দীক্ষা দেয়ার জন্য তিনি অমরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের তিরধানের পর তৎকালীন ভণ্ড ইহুদী রাজাদের কল্যাণে কূচক্রী ইহুদী জাতি প্রকৃত তাওরাত ভস্মীভূত ও বিনষ্ট করে দেয়। তখন তাওরাত রাখা বা পাঠ করা অন্যায় বলে বিবেচিত হতো। এর তিনশত বছর পর মানুষের মুখ থেকে শুনে শুনে (যার কোন মজবুত ভিত্তি ছিল না) বর্তমান তাওরাত সংকলন করা হয়।

বর্তমান তাওরাতে লেখা আছে, নারীরা পণ্য দ্রব্যের মত, তাদেরকে অবাধভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। ইহুদী সমাজে তাই প্রাচীনকাল থেকে কন্যা শিশুদের বেচা-কেনার প্রচলন বিদ্যমান-ছিল। বরের কাছ থেকে দাসত্বের মূল্য স্বরূপ এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়া হত। ইহুদী ধর্মে ভাইদের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহের করা এক অপরিহার্য নীতি, তাতে মেয়ের মতামত গ্রহণের কোন প্রশ্নই ছিল না। তাদের মাঝে একাধিক বিবাহের এত অধিক প্রচলন ছিল যে, যার যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারত, এতে তাদের মনগড়া কিতাবে কোনরূপ বিধি-নিষেধ চিল না।

ইহুদীদের নির্ভরযোগ্য কিতাব "আহাদ নামায়ে আতীক, নামক গ্রন্থে আরও লেখা আছে। নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে শান্তি পরিবেশন করা। সে মূলতঃ পাপের প্রস্রবন। পূর্ণ কর্মের যোগ্যতা নারীর মাঝে অনুপস্থিত থাকার কারণে সে মান মর্যাদার যোগ্য হতে পারে না। ইয়াহুদীদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, একমাত্র হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামের প্ররোচনায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম গন্দম খেয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে হযরত আদম আলাইহিস সালামের এত দুর্দশা পোহাতে হয়। এ থেকে ইহুদীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, নারী জাতি প্রথম থেকেই অন্যায় ও পংকিলতার উসকানিদাত্রী হয়ে আছে। অতএব সে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য। শুধু এ একটি মাত্র কারণ থেকেই ইয়াহুদীরা নারী জাতির ন্যায্য অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে দিয়েছে।

কাল্পনিক তাওরাতে এ বিধানও ছিল যে, "দুজন পুরুষের মাঝে ঝগড়া বা লড়াই শুরু হলে কোন নারী যদি তার স্বমীর সাহায্যে এগিয়ে আসে বা তার

পক্ষাবলম্বন করে, তবে তা হবে ঐ স্ত্রীর জন্য অমার্জনীয় অপরাধ। সে অপরাধে তার উভয় হস্ত কেটে দেয়া হবে। এতে তার প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করা যাবে না। স্বামীর প্রতি নারীর মমত্ববোধ হৃদ্যতা ও ভক্তি ভালবাসার পুরুস্কার হিসেবে এর চেয়ে বেশী আর কি দেয়া যেতে পারে? একটি কুকুরের প্রভু ভক্তির প্রশংসা পাওয়া অন্যায় নয়, কিন্তু একটি নারীর স্বামী ভক্তির বিনিময় নির্দয়ভাবে হাত কাটা। গভীরভাবে প্রনিধান করুন যে, নবী মাদায়েন শহরে গমন করে পানির জন্য অপেক্ষমান দু'টি বালিকাকে দেখে স্নেহের তাড়নায় তাদের সাহায্যে ছুটে গিয়েছিলেন যা কোরআনে পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে, তারই প্রিয় উম্মতের দাবীদার ইহুদী জাতির ইতিহাস নারী কেলেংকারীতে পরিপূর্ণ। তুচ্ছ ভুল-ত্রুটি অহেতুক কথাবার্তা বা পার্থিব স্বার্থের মোহে তারা স্ত্রীর জীবন বিপন্ন করে তুলত। পাপহীন তালাকের প্রবণতা ছিল তাদের মাঝে বর্ণনাতীত। এ তো শুধু তালাক নয় বরং রমণীর পবিত্র জীবিনকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা। অসহায় ঐ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দিকে আর কেউ ফিরেও তাকাবে না। নারীর পবিত্র আত্মার প্রতি পুঞ্জিভূত ঘৃণার কারণেই ইয়াহুদী পুরুষেরা তাদের ইবাদতের সময় এ বলে প্রার্থনা জানায় যে, হে আল্লাহ তুমি যে আমাকে নারী করে সৃষ্টি করনি এজন্য তোমার শুকরিয়া, তোমায় মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আজকের ইয়াহুদী জাতি অবশ্য খৃষ্টান জগতের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার কারণে এবং যুগের শ্রোতধারাকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নারী সমাজকে সে রকম অবহেলা-অবজ্ঞা করতে আর সাহস পায় না। তাই তাদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাতকেও পরিবর্তন করে যুগ চাহিদার অনুকূলে সাজিয়ে নিয়েছে। অভিশপ্ত সে জাতি যারা স্বীয় জীবনকে বিক্রিত করার সাথে সাথে ধর্মীয় গ্রন্থকেও বিসর্জন দিয়ে দেয়।

খৃষ্ট ধর্মে নারী

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সভ্যতার দাবীদার খৃষ্ট ধর্মানুসারীরা। তারাও ধর্মীয়ভাবে নারীকে পাপের প্রতীক বলে বিশ্বাস করে। খৃষ্টানরা মনে করে, হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম-এর ভুলের কারণে নারী রক্তে পাপ স্থায়ীভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। মানব শরীরে মাতৃরক্তের অংশ থাকে বিধায় সন্তানও পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ একটি মাত্র পাপের মধ্যে আরও অনেক গুনাহ নিহিত রয়েছে। যেমন-মানুষ আল্লাহর বাধ্যতার পরিবর্তে স্বীয় চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া, যাতে কুফর, শিরক এবং স্রষ্টার দরবারে ধৃষ্ঠতাও রয়েছে। রয়েছে হত্যার অপরাধ কেননা এ পাপের দ্বারা মানুষ নিজেকে মৃত্যুর উপযুক্ত করেছে। ব্যভিচার, জ্বিনা, চুরি, লোভ-লালসা প্রবৃত্তি পূঁজা তারই থেকে উৎসারিত। তাই পৃথিবীতে এমন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির আগমনের প্রয়োজন ছিল, যিনি নিজ রক্তদানে মানব আচলের সব পাপ দাগ

ধুয়ে মুছে দর্পণ সাদৃস স্বচ্ছ করে দিতে পারেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামই হলেন ঐ মর্যাদার মশালবাহী মহামানব যিনি শুল বরণ করে আত্ম কুরবানী দ্বারা মানুষের এ পাপ কলংক মিটিয়েছিলেন। মা হাওয়া আলাইহিস সালাম কৃত পাপের কলংক ঘুচাবার দ্বিতীয় আর কোন পথ ছিল না, ইয়াহুদী জাতির নিকট নারী পাপের প্রতীক হবার আর একটি কারণ এই যে, নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মত একজন শুদ্ধ মানুষের শুল বরণ করতে হল। তাদের ভাষায় পাপ ও ঈসা হত্যার উভয়ের মূল কারণ নারী, কাজেই সেই দোষী।

এ মনগড়া উক্তি ও ধারণার কারণে আবহমানকাল থেকেই নারীকে হীন জীব বলে মনে করে আসছে তারা। এ কারণে নারীদেরকে লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করা তো দূরের কথা, যুলুম অত্যাচারের গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তারা। তাদের বানানো ইঞ্জিল পাঠ করলে জানা যায় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নাকি স্বীয় পূতঃপবিত্র মা মরিয়মকেও ধিক্কার দিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। যে জাতি মাতৃজাতিকে বিশ্ব পাপী বা পাপের প্রসৃবন বলে আখ্যায়িত করে তাদের প্রতি ঘৃণা ছড়ায়, বিষোদগার করে এবং নিম্নমানের জীব বলে তাদের পরিচয় দেয়, সে ধর্ম বা জাতির থেকে কখনও নারী জাতির মুক্তি কিংবা মর্যাদার আশা করা যায় না।

পারসিক ধর্মে নারী

কথিত আছে ইরানের অগ্নি পূজকদের ধর্মীয় নেতা ছিল যরোয়েষ্টি। তার বক্তব্যে এবং ধর্ম নীতিতেও নারীদের ব্যাপারে লাজ্জাকর ও ঘৃণিত বিষয় পরিলক্ষিত হয়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মের প্রায় পঁচিশ বছর আগের যুগটি ছিল যরোয়েষ্টির যুগ। তার মাজুসি ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল যৌন কেলেংকারী। সে কারণেই কায়খসরু, গষ্টাসপ ও কায়কোবাদের মত প্রতাপশালী রাজারাও এ ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিল যার ফলে তাদের প্রভাব ও প্রচারণায় এ ধর্ম দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট পারভেজ ও মজুসী ছিল, সে একই সাথে বার হাজার নারীর পতিও বটে। এ বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে শতাধিক ছিল তার মা, খালা, ফুফু, বোন প্রমূখ নিকটাত্মীয় স্বজন। পারভেজ এ বার হাজার স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিল না, বরং যখন ইচ্ছা বিশ পঞ্চাশজনকে তালাক দিত বা হত্যা করত আবার পছন্দমত স্ত্রী সংগ্রহ করে নিত, এমনকি সে তার বিবিদেরকে বিক্রি করতে অথবা অন্য কারো অংগশায়িতা করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করত না। সে সময় নারী জাতি পণ্যদ্রব্য হিসেবে সাধারণভাবেই বেচাকেনা হত। সতীন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সহবাস করার মত নির্লজ্জ কর্মকাণ্ডেও তারা জড়িত ছিল। এভাবে মা বোন মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেয়ার ফলে মজুসী ধর্ম বহু দূর দেশেও পরিচিতি লাভ করেছিল। এ ধর্মের অন্যতম সংস্কারক দার্শনিক মযুক এসে ঘোষণা দিলেন, ধন ও ধনী সকল অন্যায়ের মূল উৎস। তাই সে ধনও নারীকে ব্যক্তি অধীনে না রেখে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে

পরিণত করল। এক ব্যক্তির ধন-সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং এক ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত জনতার ভোগের পাত্রে পরিণত হল।

মজুসী বা পারসিক ধর্মে পালাক্রমে নারী নির্যাতনের শেষ নেই। যুবতী নারী সম্পর্কে বলা আছে, কোন পুষ্পবতি যেন সূর্য না দেখে, কোন পুরুষের সাথে কথোপকথন না করে, আগুনের দিকে দৃষ্টি না দেয়, পানিতে অবতরণ না করে, অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সাথে একত্রে শয়ন না করে, খাদ্য স্পর্শ না করে, কোন পাত্র ধরতে হলে হাত যেন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুবর্তী নারী এর ব্যতিক্রম করলে তার জন্য বেহেশত হারাম।

প্রসূতি ঘরের নিয়মও অনুরূপ কঠোর ছিল। প্রসবের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের পাত্র স্পর্শ করার অনুমতিও পেত না। ঐ সময়ের মধ্যে কোন প্রসূতি ঘরের বারান্দায় পা রাখতে পারত না। ঋতুকাল একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হত, এমনকি ঐ সময়ের পাপ থেকে তাওবা করার জন্য বছরের একটি মাত্র মাস নির্ধারণ করা ছিল। সেখানকার দুর্ভাগ্য নারী জাতি নিজেদের জীবনকে বোঝা বলে মনে করত। নারী ছিল স্বামীর দাসীস্বরূপ, আল্লাহ দাসত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত করে স্বামীর গোলামীতে নিয়োজিত করেছিল।

ইসলাম ধর্মে নারী

বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্নি ধর্মে যখন ছিল নারীর প্রকৃত মর্যাদা অস্বীকৃত উপেক্ষিত অবহেলিত, যখন নারী নির্যাতন ও নিপীড়নে গোটা পৃথিবী ছিল খড়গহস্ত, তখন ইসলাম নিল নারী অধিকার পুনঃ উদ্ধারের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব। শুরু হল তার মানোন্নয়নের অগ্রযাত্রা। মহান আল্লাহ পাক ঘোষণা দিলেন, "হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রভূকেই ভয় কর, যিনি একই জীব হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ নারী অবহেলিত নয়, নয় লাঞ্ছনার পাত্রী, সেত মহীয়সী, সে কল্যানী, নর ও নারী সকলেই এক আদমের সন্তান। উভয়ের সৃষ্টির উপাদান এক অভিন্নি। পুরুষের পক্ষে নারীকে অবজ্ঞা করা আত্ম প্রবঞ্চনার শামিল। কারণ, নারী নিকৃষ্ট হলে পুরুষ নিকৃষ্ট হতে বাধ্য।

নারী শান্তির আধার, সান্ত্বনার উৎস সে প্রিয়ার জাত, ভালবাসার পাত্রী। জীবন সংগ্রামে পুরুষের পক্ষে নারীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, জীবনের স্বার্থকতায় পুরুষ নারীর মুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ পাক তার পাক কালামে এরশাদ করেন, "তোমরা যাতে শান্তি লাভ কর, তজ্জন্যে তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জীবন সঙ্গীনীকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি-ভালবাসা। ইহা আল্লাহ তায়ালার অন্যতম নিদর্শন। কুরআনুল কারীমের এ ঘোষণা যেমন অভূতপূর্ব তেমন অবিস্মরণীয়। নারীর লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে ইসলামের এ ঘোষণা অদ্বিতীয় ভূমিকা রচনা করেছে। নারীর মান উন্নয়নে ইসলামের এহেন অবদান দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন। ধর্মের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল।

পবিত্র কোরআনে নারীর মর্যাদা

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ *

অর্থ ঃ যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং অতসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে।

অর্থাৎ, তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে না, তাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ তাদের ফায়সালা খুবই নিকৃষ্ট।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের দু'টি কুটিল স্বভাবের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত ঘৃণার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করত যে, লজ্জায় লোক চক্ষুর অন্তরাল হয়ে যেত এবং এ ভাবনায় উন্মাদ হয়ে উঠত যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বে-ইজ্জতি হয়েছে তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্ত করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ মূর্খতা এই ছিল যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করত না তাকেই আবার আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলত যে ফেরেশতারা হলেন আল্লাহর কন্যা।

একমাত্র পর্দা প্রথাই দিতে পারে বিশ্ববাসীকে শান্তির সন্ধান

ইসলামে আবির্ভাবের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ স্ত্রীদেরকে ঘরের আসবাব পত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার মত মারাত্মক ভুলে নিমগ্ন ছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের ২য় যুগ শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আরেকটি ভুলের দ্বারা করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা গোটা পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট অনুশীলনের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব এরই সুযোগে ঝগড়া বিবাদ, ফেৎনা-ফাসাদের আঁখড়ায় পরিণত হওয়ার অবাধ সুযোগ লাভ করেছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত প্রবল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, স্বভাবতঃই বলতে হয়, "আজ সেই বর্বর যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটছে।"

আরোও মজার ব্যাপার হল, যে জাতি এক সময় নারী সম্প্রদায়কে মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজী ছিল না। আবার অনেকে মেনে নিলেও তা ছিল তাচ্ছিল্যপূর্ণ স্বীকৃতি। যেমন-মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ফরাসীরা (৫৮৬ খৃঃ) তাদের সংসদীয় আসরে এ প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নেয় যে, নারী প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে মানুষেরাই আজ এমন পর্যায় এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা পৃথিবীর জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয়ার হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যার অশুভ পরিণতি বিশ্ববাসীর সামনে প্রতিনিয়তই ফুটে উঠছে। বলাবাহুল্য, আল কুরআনের এ আদর্শে যতদিন পর্যন্ত যথাযথভাবে পালিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেৎনা বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমানে বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফেৎনা ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্য করার সুযোগ নেই।

তাই আজ যদি অপরাধ, পাপাচার ও অশান্তির কারণসমূহ উদঘাটনের কোন সুষ্ঠু তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে নারীদের বে-পরোয়া চালাফেরা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে আত্মপুজার প্রভাব বড় বড় দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোন কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না।

মুনাফেক লোকেরা একে অপরের পরিপূরক। তারা যেমন পরস্পরের সহায়ক নয়, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হলেও ভাল কাজে নয় বরং শুধু মন্দও অসৎকাজের ইন্ধন যোগায়। অপরদিকে মু'মিন নর-নারী একে অপরের সহযোগী। সৎ ও ন্যায়ের পথে, কল্যাণ ও সফলতার তরে, নামায, যাকাত, রোযাসহ খোদায়ী নির্দেশনার সর্বক্ষেত্রে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে, চুরি, ডাকাতিতে নয়, হত্যা, গুম পাশবিকতায় নয়, নয় অনাকাংখিত জুলুম নির্যাতন ও প্রহসনের পথে সহযোগিতা, কেবল আল্লাহর রাসূলের পথেই তাদের সব ত্যাগ তিতিক্ষা-ভালবাসা ও সহযোগিতা একে অপরের স্বার্থে আত্মোৎসর্গের উন্মত্ততা। শুধুমাত্র পুরুষই সার্বিক ও সফলতা কল্যাণ ও মর্যাদার একক মাপকাঠি নয়, আর নারী কেবল অনুগ্রহের আজ্ঞাবহই নয়। বরং নর-নারী সকলেই সকলের তরে নিবেদিত। একে অপরের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী সংসার চাকচিক্যময় করে গড়ে তোলে। আর জীবনের ধাপে ধাপে তারা পারস্পরিক দয়ামায়ার বহু প্রচলন ঘটিয়ে মনুষ্য সমাজে স্বস্তি, শান্তি, সমৃদ্ধির যোগান দেয়। ধারেত্রী হয় অনাবিল আনন্দোৎসবের প্রাণকেন্দ্র।

নারীর সতীত্ব রক্ষায় ইসলাম

কোন ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে অগ্নিদগ্ধ করারই নামান্তর। সভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ; সহায়-সম্পত্তির চেয়েও পবিত্র তার অন্দর মহল। এ কারণেই বর্তমান পৃথিবীতে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে যে, যাদের অন্দর মহলে হাত রাখা হয়, তারা জীবনকে বাজী রেখে হলেও পাপিষ্ঠ ব্যাভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এরই প্রতিশোধ স্পৃহা বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। অনুরূপভাবে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় সেখানে কারো বংশই সংরক্ষিত থাকে না, বরং জননী, ভগিনী কন্যার সাথেও অজ্ঞাতসারে বিবাহ হয়ে যায়। যা ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।

সারকথা, বিশ্বের অশান্ত পরিবেশের কারণ বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে ফুটে উঠে যে, এর মূল সূত্র হল নারী। সুতরাং যে আইন নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে পারে। আরও পারে তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রেখে ইজ্জতের গ্যারান্টি দিতে, সে আইনই প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব শান্তির একমাত্র রক্ষাকবচ হতে পারে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ *

অর্থ ঃ যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়। তাদেরকে অবশিষ্ট বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই হল নাফরমান। (নূর ঃ ৪)

সতীত্ব নারীর অমূল্য সম্পদ, যার উপর নির্ভর করে সে দুনিয়াতে ইজ্জত লাভ করে। কোন পুরুষ কিংবা নারী যেন অন্য নারীর গচ্ছিত সতীত্বকে লুণ্ঠন করতে উদ্যত না হয়। তার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত আইন প্রণীত হয়েছে। আশিটি বেত্রাঘাতের এবং কেউ যেন অন্যের প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে সে জন্য শরীয়ত চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষী বাধ্যতামূলক করেছে। এ প্রমাণ ছাড়া কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে শরীয়ত এ অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোরতর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। এভাবে নারীর সতীত্ব রক্ষার কৌশল নির্ধারণ করে ইসলাম তার আইন ও ইনসাফে সাম্যের শ্বাশত স্বাক্ষর রেখেছে।

পর্দার মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

পর্দাই ভদ্রতা

সতীত্ব ও ভদ্রতা বজায় রেখে চলার জন্যই আল্লাহ পাক পর্দা প্রথা জারি করেছেন। যেমন তিনি ঘোষণা করেন ঃ

নারীদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রদর্শন তাদের নিজেদের জন্য ক্ষতিকর বলে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রমানিত ও স্বীকৃত। আকর্ষণ যখন শেষ হয়ে যায় তখন বাদ্যবাধকতা দূরীভূত হয়। আকৃষ্ট হবার মত সকল সৌন্দর্য বৃদ্ধা নারীরা হারিয়ে ফেলে বলেই তাদের প্রতি কেউ আকৃষ্ট হয় না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মুখ হাত অনাবৃত এবং বহির্ভাগ খোলা রাখার সুযোগ দিয়েছেন। সাথে সাথে পর্দা করার জন্য উৎসাহিতও করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা আরোও এরশাদ করেছেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ *

অর্থ ঃ বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না যদি তাঁরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশের ইচ্ছা না করে তাঁদের বস্ত্র খুলে রাখে তাতে তাঁদের জন্য দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর ঃ ৬০)

অতএব, কেমন করে যুবতীরা বেপর্দায় চলবে? তারা অবশ্যই পর্দা মেনে চলবে এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন হতে বিরত থাকবে।

পর্দার পবিত্রতা

আল্লাহ তা'য়ালা পর্দার মর্যাদা ও হিকমতের অবতারণা করে বলেন–

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ *

অর্থ ঃ আর যখন তোমরা তাদের কাছে কোন কিছু চাবে তখন তা পর্দার আড়াল হতে চাবে। এটাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতা। (আহযাব– ৫৩)

বিশ্বাসী নারী-পুরুষকে ও তাদের অন্তরকে পর্দা বেশী বেশী পবিত্রতা দান করে। কারণ অন্তরে জাগ্রত বাসনা বা খাহেশকে পর্দা দাবিয়ে রাখে। বেপর্দার অন্তরে খাহেশ বা বাসনা জাগ্রত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু পর্দার আড়ালের অন্তর মন্দ ধারণা হতে বিরত রাখে এবং অধিক পবিত্রতা অর্জনে সহায়তা করে। বিকৃত অন্তরের বাসনা ও লালসাকে পর্দা আসলে দূরীভূত করে।

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا *

অর্থ ঃ তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বল না, কেননা এর ফলে সে ব্যক্তি কুবাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। বরং তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। (আহ্যাব ঃ ৩২)

পর্দা (আত্মরক্ষা কবচ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَيِىٌّ سَتِيْرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ *

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীল ও গোপনীয়। কাজেই তিনি পর্দাকে মহব্বত করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন ঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٌ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِ اَهْلِهَا - خَرَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا سِتْرَهَا *

অর্থ ঃ যে নারী তার ঘরের লোক ব্যতীত অন্যের নিকট তাঁর কাপড় উন্মোচন করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেপর্দা করে দেন।

স্বামী ব্যতীত নিজ সুন্দর্য প্রদর্শনের জন্য পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত হতে হয়।

খারাপ কাজের জন্য শাস্তি এবং ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এ হাদীসে।

পর্দা (সত্যের দিশারী)

মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন ঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ *

অর্থ ঃ হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি। তোমাদের দেহের আবরণ এবং সাজ-সজ্জার বস্তু হিসেবে এবং পরহেজগারীর পোশাক এটি সর্বোত্তম।

অতি সহজে পরিধেয় এমন সহজলভ্য পোশাকের প্রচলন হয়েছে আজকের দুনিয়ায় যাকে পর্দা বলে আখায়িত করা যায় না। কিন্তু বিশ্বাসী নারীরা আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত শরীর ঢেকে রাখার মত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন এটা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

পর্দা লজ্জা বা সৌন্দর্য

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَّخُلُقَ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ *

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই প্রতিটি ধর্মের একটি চরিত্র রয়েছে আর ইসলামের চরিত্র হচ্ছে লজ্জাশীলতা।

প্রতিটি ধর্মেই মানবতা রয়েছে আর ইসলামের মানবতা হল লজ্জা।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ *

অর্থ ঃ লজ্জাশীলতা হল ঈমানের অঙ্গ এবং ঈমানদাররাই জান্নাতে যাবে।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন–

اَلْحَيَاءُ وَالْاِيْمَانُ قُرِنَا جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ *

অর্থ ঃ লজ্জাশীলতা ও ঈমানকে সর্বক্ষেত্রেই সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যখন একটিকে উঠিয়ে নেয়া হয় তখন অপরটি এমনিতেই চলে যায়।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তাঁর স্বামী আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র রওজা মোবারকে তিনি প্রায়শঃ বিনা আব্রুতে যেতেন।

কিন্তু যখন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকেও সেখানে দাফন করা হল তখন হতে পর্দা বা আব্রু ছাড়া তিনি সেখানে যেতেন না।

নাবালেগ ছেলেদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়

১। যাদের কোন বিষয়ের বিন্দুমাত্র অনুভূতি নেই; পর্দা বা লজ্জাস্থান সম্পর্কেও কোন ধারণা নেই। এমন শিশুর সামনে কোন প্রকার পর্দার প্রয়োজন নেই।

২। যে ছেলেদের বোধ ও অনুভূতি আছে সত্য কিন্তু তা যৌনানুভূতির পর্যায়ে পৌঁছেনি; তাদের সামনে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত খোলা জায়েয নেই। বুক খোলা রাখাও সমীচীন নয়। কেননা এতে যৌনানুভূতি দ্রুত জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩। যে ছেলেরা বালেগের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে; যাদেরকে ফিক্বাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'মুরাহেক্ব' বলা হয় এমন ছেলেদের প্রতি বালেগ পুরুষের হুকুম। অর্থাৎ এ ধরনের ছেলে যদি গায়রে মোহরেম হয় তবে তার সাথে ইসলামী শরীয়ত মতে পরিপূর্ণ পর্দা করতে হবে।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ *

অর্থ ঃ নারীরা এমন জোরে জোরে পা ফেলবে না যে, তাদের আভ্যন্তরীণ অলংকার ইত্যাদির উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

শব্দ সৃষ্টিকারী অলংকার দু'প্রকার। যথা-

১। অলংকার নিজে নিজেই বাজতে থাকে। যেমন- নূপুর, কাচের চুরি ইত্যাদি। এমন অলংকারাদি ব্যবহার করতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে।

২। যে সব অলংকার নিজে না বাজলেও নাড়াচাড়ায় বাজনার সৃষ্টি হয়। যেমন- পায়ের কড়া, নুপুর বা অন্যান্য অলংকারাদি। উল্লেখিত আয়াতটিতে এ জাতীয় অলংকারের কথাই বলা হয়েছে যে, নারীরা চলার সময় যমীনে জোরে পা ফেলে শব্দের সৃষ্টি করবে না। অর্থাৎ, এ জাতীয় অলংকারাদি ব্যবহার করা জায়েয হলেও জোরে জোরে পা ফেলে পরপুরুষকে অলংকারাদির শব্দ শ্রবণ করান জায়েয নেই।

এখানে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যেখানে অলংকারাদির শব্দ লুকানোর ব্যাপারেই এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেখানে স্বয়ং সে নারীর গলার শব্দ পরপুরুষ থেকে লুকানোর গুরুত্ব কতটুকু হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। কেননা, নারীর গলার শব্দও অনেক ক্ষেত্রে ফেতনা সৃষ্টি করে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا *

অর্থ ঃ মুমিন নারীরা তাদের অলংকার ধারণের অঙ্গগুলো প্রকাশ করবে না কিন্তু (সাধারণতঃ) যা খোলা থাকে।

এখন প্রশ্ন হল যে, 'সাধারণতঃ যা খোলা থাকে' বলতে কি বোঝান হয়েছে এর জবাবে মুফাস্সিরে কোরআনগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহু বলেন, এর অর্থ হল, নারীদের গায়ের কাপড় ও বড় চাদর। অর্থাৎ, এর দ্বারা সেই সব কাপড়কে বোঝান হয়েছে যা শরীরের সাধারণ পোশাকের উপর পর্দার জন্য অতিরিক্তরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন– বোরকা বড় উড়না ইত্যাদি।

তাফকসীরে মাযহারীর রচয়িতা তাফসীরে বায়যাবী শরীফের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, উপরোক্ত বাক্যটি إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'যা স্বভাবতঃই প্রকাশ পেয়ে যায়' নামাযের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, নামাযের সময় চেহারা, কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত যদি খোলা রাখে তবে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না বরং নামায হয়ে যাবে আর পরপুরুষের সামনে অলংকার ধারণকারী কোন অঙ্গ খোলার প্রসঙ্গ আয়াতের এ অংশে নেই।

তাফসীরে মাযহারীর রচয়িতা আরও লিখেছেন, যদি مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যটি দ্বারা অলংকারাদি ব্যবহারের অর্থ বুঝান হয় তবে এর অর্থ হবে, প্রয়োজন সাপেক্ষে ও অপারগতায় কোন প্রকার সৌন্দর্য প্রকাশের নিয়ত ছাড়া যে সব অংশ খুলে যায় সে গুলো উপরোক্ত নিষেধের আওতাবহির্ভূত। অতঃপর তিনি আরো লিখেছেন যে, স্বাধীন নারীর চেহারা এবং উভয় হাত খোলা রাখার অনুমতির ব্যাপারটি শুধু নামাযের সাথেই সম্পৃক্ত। এর সাথে পরপুরুষের সামনে হাত মুখ খোলার কোনই সম্পর্ক নেই। কেননা, আল্লাহ পাকের ঘোষণা يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ দ্বারা স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হয় যে, নারীদের পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলার মোটেই অনুমতি নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন- اَلْوَجْهِ وَالْكَفَانِ অর্থাৎ, নারী তার চেহারা এবং কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত খুলে রাখতে পারবে। এ তাফসীরটিও যদি মেনে নেয়া হয় তবুও এর দ্বারা এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, পরপুরুষের সামনে চেহারা এবং হাত খুলতে পারবে। যারা এ তাফসীরকে সামনে রেখে যুবতী নারীদেরকে ব্যাপকভাবে চেহারা খুলে ঘুরে বেড়ানর অনুমোদন প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেন তারা নেহায়েত ভুলের মধ্যে আছেন। কেননা, এ তাফসীরটিতে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে যে, মহিলাদের জন্য চেহারা খোলার অনুমতি রয়েছে; যাতে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত চেহারাকেও লুকাতে গিয়ে কষ্টে পড়তে না হয়। এর দ্বারা পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলার কথা কি ভাবে প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গের তো এখানে কোন আলোচনাই নেই। এখানে আরও প্রনিধানযোগ্য যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে مَا ظَهَرَ (স্বকর্মক্রিয়া) ব্যবহার না করে إِلَّا مَا ظَهَرَ অকর্মক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে,

যার অর্থ দাঁড়ায় নিজে নিজেই যা খুলে যায়। এর দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের জন্য স্বেচ্ছায় পরপুরুষের সামনে নিজের চেহারা খুলে দেয়ার অনুমতি নেই বরং নামাযের ব্যস্ততায় অথবা অন্য কোন কাজকর্মে অথবা বিশেষ অপারগতার কারণে তার চেহারা যদি খুলে যায় তবে ভিন্ন কথা, কিন্তু তখনও পরপুরুষের জন্য তার দিকে তাকিয়ে থাকা জায়েয নেই। কেননা, এর পূর্ববর্তী আয়াতেই পুরুষদেরকে নজর নীচু রাখার বিশেষ নির্দেশ করা হয়েছে। আর এর দ্বারা পথে ঘাটে নারীদের দিকে তাকানোর নিষিদ্ধতা যেমন প্রমাণিত হয়েছে তেমনি এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীরা যদি মুখ খুলে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে অথবা আদৌ পর্দা না করে তবে পুরুষদের জন্য তাদের দিকে তাকান জায়েয নেই।

সূরা নূর এর সংশ্লিষ্ট আয়াতটির এ সুদীর্ঘ আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল; যারা পর্দার হুকুম পবিত্র কুরআনে খুঁজে পান না তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া যে, পবিত্র কুরআনেও স্পষ্ট ভাবেই পর্দার নির্দেশ রয়েছে। আয়াতটিতে প্রথমতঃ চক্ষু হেফাযত করা, অতঃপর নারীদেরকে সাজসজ্জা এবং অলংকারাদি ব্যবহারের অঙ্গগুলোকে লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যে সব অঙ্গ খুলে রাখার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে সেগুলোকে খুলে রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতঃপর আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপন স্বামী ও মোহরেম ছাড়া অন্যান্য পুরুষদের থেকে তার রূপ, সাজসজ্জা এবং অলংকারাদি ব্যতবহারের স্থানকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হবে। এখানেই শেষ নয় বরং পরপুরুষকে অলংকারাদির শব্দ পর্যন্ত শোনাতে নিষেধ করা হয়েছে। এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নতুন নতুন তথাকথিত মুজতাহিদদের উসকানিতে মুসলিম নারী পুরুষরা যদি পর্দা ছেড়ে দেয় তবে তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে সফরদ করা ছাড়া আর কি করতে পারি!

وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ *

বিঃ দ্রঃ এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, মোহরেম নারী পুরুষের একে অপরের দিকে তাকানো কিংবা নির্জন স্থানে সময় কাটানো না জায়েয নয় সত্য। কিন্তু তার জন্য শর্ত হল; মনে যেন কু-প্রবৃত্তি বা কামরিপু জন্মানোর আশংকা না থাকে। এ প্রসঙ্গে দূররে মুখতারের প্রণেতা লিখেছেন–

وَلَا يَنْظُرُ مِنْ مُحْرِمَةٍ وَهِيَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا اَبَدًا بِنَسَبٍ اَوْسَبَبٍ وَلَوْ بِزِنَا اِلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ وَالْعَضُدِ اِنْ اَمَنَ شَهْوَتَهٗ وَشَهْوَتَهَا اَيْضًا ذَكَرَهٗ فِى الْهِدَايَةِ وَلَا يَجُوْزُ النَّظَرُ اِلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخْذُ ـ (كتاب الحظر والاباحة)

আর মোহরেম নারীর মাথা, চেহারা, বুক, পায়ের গোছা ও বাজুর দিকে তাকান না জায়েয নয়। তবে শর্ত হল; নারী পুরুষ উভয়েরই যৌন উত্তেজনা না আসার ব্যাপারে শংকা মুক্ত হতে হবে আজই যদি যৌন উত্তেজনা হওয়ার আশংকা থাকে তবে দেখা জায়েয নেই। আর পেট, পিঠ ও রানের দিকে তাকানো যৌন উত্তেজনা হোক আর না হোক সর্বাবস্থাতেই নিষেধ। এখানে মাহরাম বলতে ঐসব স্ত্রীলোককে বুঝান হয়েছে যাদের সাথে কখনো বিবাহ জায়েয নেই। চাই রক্ত সম্পর্কের কারণে হোক অথবা অন্য কোন কারণে হোক। অন্য কোন কারণ বরতে আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, যেমন দুধের সম্পর্ক বা শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক। এ প্রেক্ষিতে কোন নারীর জামাতা, দুধ ভাই মোহরেমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু মোহরেম হওয়া সত্ত্বেও হানাফী মাযহাবের ইমামগণ লিখেছেন, অল্পবয়স্কা শ্বাশুড়ী এবং দুধ বোনের সাথে নির্জনে যেন না থাকে, কেননা এতে ফেতনার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, মোহরেম নারী পুরুষ পরস্পরের যে সব অঙ্গ দেখতে পারবে সেগুলো ছুঁতেও পারবে। তবে শর্ত হল; উভয়ের কারো মধ্যেই যেন যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকে। অপর পক্ষে গায়রে মোহরেমের দিকে যেমন তাকান নিষেধ তেমনি তার কোন অঙ্গ ছোঁয়াও নিষেধ। এমনকি যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকলেও।

কাজেই বুঝা গেল; ইউরোপ আমেরিকার উচ্চপদস্থ ও আধুনিক পরিবার গুলোতে বিভিন্ন পার্টিতে বা অন্যান্য উপলক্ষে নারী পুরুষের পরস্পরের মুছাফাহা করার যে রেওয়াজ রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম। ইসলামের নির্দেশ রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায়, দেশী-বিদেশী প্রত্যেকের জন্য অভিন্ন এবং এ পুস্তকটিতে বর্ণিত পর্দা সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। তবে একান্ত বৃদ্ধা নারীর সাথে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে মুছাফাহা করার অনুমতি আছে।

এ জাতীয় বৃদ্ধা নারী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍۭ بِزِيْنَةٍ وَّاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ *

অর্থাৎ আর যেসব নারীর (একান্ত বৃদ্ধা হওয়ার কারণে) ঋতুস্রাব ও প্রজনন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে; যারা বিবাহের কোনরূপ বাসনা পোষণ করে না; তাদের জন্য পরপুরুষের সামনে (অতিরিক্ত) কাপড় খোলার করণে কোন গুনাহ নেই। তবে শর্ত হল, সুন্দর্য প্রকাশ করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। আর তা থেকেও যদি তারা

বিরত থাকে তবে এটাই তাদের জন্য অনেক উত্তম। আল্লাহ পাক সবকিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।

সংশ্লিষ্ট আয়াতে ব্যবহৃত قواعد শব্দটি قوعدة -এর বহুবচন। قواعد বলা হয় যে নারী একান্ত বৃদ্ধা হওয়ার কারণে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রজনন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। قواعد বলা হয় ঐ নারীকে যাকে দেখে পুরুষের অরুচি হয়।

মোটকথা, এ জাতীয় নারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যদি এরা পরিধেয় কাপড়ের উপর ব্যবহৃত চাদর অথবা চেহারার নেকাব খুলে ফেলে তবে তাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ও টাখনু পর্যন্ত উভয় পা খুলতে পারে। তবে অলংকারাদি ব্যবহারের জায়গাগুলো প্রকাশ করবে না।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এদেরকে এতটুকু অনুমতি দেয়ার পর বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্যও পরপুরুষের সামনে চেহারা, হাত, পা না খোলাই উত্তম। তাহলে যে সব নারীর মধ্যে সামান্যতম আকর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকে পরপুরুষের সামনে চেহারা খুলে যাওয়ার কথা কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে। উপরন্ত তাদের প্রতি স্বতন্ত্র ভাবে চেহারা ঢাকার নির্দেশ রয়েছে।

হযরত আবু সায়েব রহমাতুল্লাহি আলাইহি (তাবেয়ী) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে বসেছিলাম। এমন সময় খাটের নীচে নড়াচড়ার শব্দ শুনলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, একটি সাপ রয়েছে। আমি সেটাকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হলাম। হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নামাযে ছিলেন। তিনি ইঙ্গিতে বাধা দিয়ে বসে থাকতে বললেন। কাজেই আমি বসে রইলাম, নামায শেষে তিনি বাড়ীর মধ্যে একটি ঘরের দিকে ইশারা করে বললেন, ঐ ঘরটি দেখছ কি? আমি জবাব দিলাম জি, তিনি বললেন, এই ঘরটিতে আমাদের গোরত্রেরই একজন সদ্য বিবাহিত যুবক বসবাস করত। আমরা মহানবী ,সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খন্দকের যুদ্ধে বের হলাম। (ঐ যুকবটিও আমাদের সাথে ছিল) যখন দিবসের মধ্যহ্নকাল হত তখন সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি নিয়ে স্ত্রীর কাছে আসত। একদিন এমন হল যে, সে অনুমতি নিয়ে যেতে চাইলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন, তোমার অস্ত্র সাথে নিয়ে নিও। কেননা আমার ভয় হয় যে, বনী কুরাইজার লোকেরা তোমার জীবন নাশ না করে ফেলে। যুবকটি তার অস্ত্র নিয়ে (বাড়ীতে) ফিরল। সেখানে পৌঁছে সে দেখতে পেল, তার স্ত্রী (ঘরের বাইরে) দুটি কপাটের সামনে দাঁড়ান। স্ত্রীকে এভাবে পর্দার বাইরে দেখে তার আত্মসম্মান আহত হল। (সে ক্রুদ্ধ হয়ে) বর্শা দ্বারা স্ত্রীকে আঘাত করতে উদ্যত হল। স্ত্রী তখন বলল, বর্শা নামিয়ে রেখে ঘরে প্রবেশ করুন। দেখুন, কি কারণে আমি ঘর থেকে বের হতে বাধ্য হয়েছি। তিনি ঘরে

প্রবেশ করে দেখলেন যে, বিছানার উপর একটি বড় সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। সাপটিকে বর্শা দ্বারা আক্রমণ করল এবং বর্শায় বিদ্ধ করে ঘরের বাইরে এনে গেড়ে দিল। কিন্তু সাপটি ফনা উঠিয়ে তাকে দংশন করে বসল। ফলে ঐ মুহূর্তে সাপ ও যুবক এক সাথে মারা গেল। বুঝাই গেল না যে, কার মৃত্যু আগে হয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরও বললেন যে, এরপর আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ঘটনাটি শোনালাম এবং আরয করলাম যে, যুবকটির জন্য দু'আ করুন যাতে আল্লাহ তাকে জীবিত করে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (তার জন্য পুনরুজ্জীবিত করার দু'আ করার প্রয়োজন নেই, (বরং) তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত কামনা কর। তারপর বললেন, এ সব ঘরে (মানুষ ছাড়াও) অন্যান্য প্রাণী (যেমন সাপের রূপ ধরে জ্বিন)–ও বাস করে। কাজেই, তোমরা যদি এ জাতীয় কিছু দেখ তবে তিনবার তাকে মেরে ফেলার ভয় দেখাবে। যদি চলে যায় তবে তো ভাল। অন্যথায় তাকে মেরে ফেল। কেননা, সে (হয়ত সত্যি সত্যি সাপ অথবা সাপরূপী) কাফের (জ্বিন)। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা গিয়ে তোমাদের সাথীকে দাফন করে দাও।

অন্য রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মদীনার মধ্যে কিছু জ্বিন ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি তোমরা এদের মাঝে কাউকে (সাপের আকৃতিতে) দেখ তবে তিনবার ঘোষণা দিবে (অর্থাৎ, তার উপস্থিতিতে বলবে যে, আমরা তোমাকে মেরে ফেলব। অতঃপর যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে মেরে ফেল (কেননা ঘোষণার পরও যখন যায়নি কাজেই সে হত্যার যোগ্য এজন্য যে) সে শয়তান (অর্থাৎ, যদি সাপটি জ্বিন হয় তবে সে শয়তান এবং অসভ্য জ্বিন। আর যদি সত্যিকার সাপ হয় তবে তো কোন কথাই নেই। সর্ব অবস্থাতেই সে হত্যার যোগ্য।

সংশ্লিষ্ট ঘটনাটিতে শিক্ষনীয় অনেক কিছুই রয়েছে। কিন্তু আমি যে বিশেষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এখানে যা উল্লেখ করেছি তা এই যে, যুবক সাহাবী যখন স্ত্রীকে ঘরের বাইরে দেখেন; বিষয়টি তখন তার কাছে এমন অস্বাভাবিক ও অমার্জনীয় মনে হয়েছিল যে, অগ্র-পশ্চাত চিন্তা না করেই তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি যদি সাথে সাথেই বাইরে দাঁড়ানোর যথাযথ কারণ না দর্শাতে পারতেন তবে হয়ত মেরেই ফেলতেন। হয়ত সেখানে তার মৃত্যুই ঘটে যেত। এর দ্বারা স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর দৃষ্টিতে কোন নারীর বাইরে বের হওয়া কত বড় অপরাধ। ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের তথাকথিত অনেক খাদেম বলে ফেলেন যে, বর্তমান পর্দা প্রথা মৌলবাদীদের মনগড়া বানানো জিনিস। এ ঘটনাটি তাদের দাঁত

ভাঙ্গা জবাবের জন্য যতেষ্ট নয় কি? ঘটনাটিতে লক্ষ্য করে দেখুন যে, দুপুরবেলা মদীনা যখন জনমানবশূন্য নীরব ও নিস্তব্ধ। পুরুষ সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণ মদীনার বাইরে খন্দক খননে ব্যস্ত; এমতাবস্থায়ও তিনি স্ত্রীকে বাইরে দেখে ঘৃণায় ও ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠেন। যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সাহাবী নারীদের বেপর্দা হয়ে বের হওয়ার প্রথা থাকত তবে এ সাহাবীর এতটা ক্রুদ্ধ হওয়ার কোনই কারণ ছিল না। এরপরও কি আমাদের বোধগম্য হয় না।

সংশ্লিষ্ট হাদীসটিতে আরেকটি শিক্ষনীয় বিষয় এই যে, ঘরে যদি কখনও সাপ দেখা দেয় তবে তিন বার ঘোষণা করতে হবে যে, এখান থেকে বের হয়ে যাও, অন্যথায় আমরা তোমাকে মেরে ফেলব। এভাবে ঘোষণা করলে অনেক সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয়। এ ঘোষণা করার কারণ হাদীস শরীফে ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই এর চেয়ে বেশী লেখার প্রয়োজন মনে করি না।

উল্লেখিত হাদীসগুলোর প্রসঙ্গ ছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে পর্দার কতটুকু গুরুত্ব ছিল। সে সাথে প্রসংগক্রমে কতগুলো শিক্ষনীয় বিষয় ও হুকুম-আহকামও আলোচিত হয়েছে।

পর্দার হুকুম

পর্দা সম্পর্কিত আবশ্যকীয় মাসয়ালা

নারী-পুরুষ একে অপরের থেকে কোন্ কোন্ অঙ্গ ঢেকে রাখবে বা প্রকাশ করবে তা নিম্নরূপ–

১। পুরুষেরা অন্য পুরুষ ও মেয়েলোক থেকে নাভী হতে হাটুর মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত ঢেকে রাখবে, আর বাকী অঙ্গ খোলা রাখতে পারবে। এক নারী অন্য নারী থেকেও একই হুকুম।

২। বৃদ্ধা নারীরা গায়রে মাহরাম পুরুষ (পর-পুরুষ) হতে মুখমন্ডল, কব্জী পর্যন্ত দু'হাত ও টাখনু পর্যন্ত দু'পা ছাড়া বাকি সমস্ত শরীর পর্দা করা ফরয। যুবতী ও প্রৌঢ়া নারীরা অন্য পুরুষ হতে মুখমন্ডল, দু'হাত ও দু'পা (পায়ের পাতা পর্যন্ত সহ) আপাদমস্তক পর্দা (ঢেকে রাখা) করা ফরয।

৩। সর্বস্তরের মুসলমান নারীদের জন্য অমুসলিম ও মুসলমান ফাসেকা, ফাজেরা ও বে-পর্দা নারীদের হতে শুধু মুখমন্ডল, দু'হাত ও দু'পা খোলা রেখে বাকি সমস্ত শরীর পর্দা করতে হবে। (ফত্ওয়ায়ে শামী ঃ ৫ম খন্ড, ৩২৫ পৃঃ)

৪। কাজকর্মের সময় নারীরা তাদের হাত ও মুখ উন্মুক্ত করলে পুরুষের জন্য ঐদিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয নেই।

৫। পুরুষের যে অঙ্গ অন্য পুরুষ ও নারীর জন্য দেখা হারাম এবং নারীর যে অঙ্গ অন্য পুরুষ ও অন্য নারীর জন্য দেখা হারাম তা স্পর্শ করাও হারাম অর্থাৎ নাজায়েয।

৬। পুরুষ ও নারীর যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য পুরুষ বা নারীকে দেখান হারাম, সে সব অঙ্গের লোমও (শরীরে লাগান বা আলগা অবস্থায়) দেখান হারাম।

৭। মেয়েদের প্রসবের সময় বা চিকিৎসার জন্য শরীরের এতটুকু নিষিদ্ধ অংশ ধাত্রী বা চিকিৎসকের নিকট খুলতে পাবে যতদুর না খুললে চিকিৎসা বা ধাত্রীকার্য চলে না; এর অতিরিক্ত স্থান দেখা বা দেখানো হারাম বা নাজায়েয।

৮। কোন পুরুষ অন্য কোন বালেগা নারীকে (ভুলে নিজের স্ত্রী মনে করে) যৌন উত্তেজনা সহকারে স্পর্শ করলে বা তার স্ত্রীলিঙ্গের আভ্যন্তরীন অংশ দেখলে বা তার সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হলে, সে ঐ পুরুষের স্ত্রী তুল্য হয়ে যায়। (স্ত্রীর যে সব আত্মীয়া তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায় ঐ নারীটিরও সে সব আত্মীয়া উক্ত যৌন কার্যে লিপ্ত পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যায়।)

৯। যৌন উত্তেজনা সহকারে কোন সুদর্শন বালকের কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করা অথবা তাকে এক বিছানায় রাখা হারাম।

১০। দুধ ভাইয়ের জন্য দুধ ভগ্নিকে বিবাহ করা হারাম এবং স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়া জায়েয হলেও উভয়ে খালি ঘরে বা নির্জন স্থানে অবস্থান করা ও একত্র হওয়া জায়েয নেই।

এমনকি আলেমগণ (এ জাতীয়) কোন কোন মোহরেমকে গায়রে মোহরেম এর ন্যায় আখ্যায়িত করেছেন। যেমন-যুবক শ্বশুর, যুবতী শ্বাশুড়ীর জামাতা স্বামীর অপর স্ত্রীর ছেলে এবং দুধ ভাইকে এক পর্যায়ে গায়রে মোহরেম এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাদের সাথে সফর করা বা নির্জন স্থানে অবস্থান করা জায়েয হবে না।

১১। কোন নারীর জন্য যেমন অপর কোন পুরুষের সাথে দেখা দেয়া জায়েয নেই, তদ্রূপ নিজের ফটো বা ছবিকেও অপর কোন পুরুষকে দেখান জায়েয নেই। এমনিভাবে আয়নার ভিতর কোন নারীকে বা কারও সতর দেখা বা দেখান আয়ানা ছাড়া দেখা বা দেখান সমতুল্য।

১২। নারীর পরিধেয় কাপড় এমন মোটা হলেও যদ্বারা শরীরের রং প্রকাশ পায় না; তার প্রতি দৃষ্টি করাও নিষিদ্ধ, যদি তা দ্বারা শরীরের গঠন বুঝা যায়।
(আলমগীরী–৫ম খন্ড, ৩২১ পৃঃ)

হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন যে, কারও সতর দেখে এবং নিজের সতর অপরকে দেখায় উভয়ের উপর আল্লাহ্র লা'নত (অভিশাপ) বর্ষিত হয়। (মিশকাত শরীফ)

মুসলমান ভাইবোনদের মধ্যে যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহব্বত আছে এবং যারা কবর, হাশর, পুলছিরাতের কথা ও জাহান্নামের কথা এবং জাহান্নামের ভয়াতবহ অগ্নির কথা ভেবে চিন্তে ব্যতিব্যস্ত হয় তারা নিশ্চয়ই নিজেদের পরিধেয় পোষাক সম্বন্ধেও চিন্তা না করে পারেন না। যদি নিজেদের পোষাক এমন হয়, যদ্বারা শরীয়তের নির্দেশমত শরীর পুরোপুরি ঢাকা হয় না অথবা ঢাকা হলেও শরীরের রং প্রকাশ পায়, তবে এ জাতীয় পোষাক পরিধান করা কিছুতেই জায়েয হবে না।

এটি সকলেরই জানা কথা যে বাংলা, আসাম ও ব্রহ্মদেশের মুসলমান মেয়েরা পোষাক অর্থাৎ শাড়ী, গামছা ও লুঙ্গি, সেমিজ, ব্লাউজ ও কোমর পর্যন্ত শরীরের সাথে লাগানো আধা আস্তি কোর্তা ইত্যাদি ব্যবহার করে তা উপরে বর্ণিত অভিশাপ হতে মুক্ত নয়। যারা চোখ খুলে দেখতে ইচ্ছুক তারা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে, শাড়ী ইত্যাদি যেহেতু পাতলা কাপড় তাই শরীরের রং প্রকাশ করে, চলার সময় হাঁটুর নিচের অংশ খুলে যায়, কাজকর্মের সময় মাথা, বাহু, বগলের নিচে এমন কি পিঠও খুলে যায় এবং কোমরের নিচে পিছনের দিকের গঠন পুরোপুরি প্রকাশ করে। অথচ এ গঠন ও (শাড়ী ইত্যাদি ব্যবহার করা দ্বারা) মোহরেম পুরুষের জন্যও হারাম। শাড়ী হিন্দদের, গামছা মগজাতির, লুঙ্গি বার্মিজদের এবং সেমিজ ইত্যাদি ইংরেজদের পোষাক যেহেতু কুরআন ও হাদীস-এর ভাষ্য অনুযায়ী এগুলো বিধর্মীদের পোশাক বলে পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়। সুতরাং এরূপ পোষাক পরিধান করাতে শুধু ঘরের বাইরে পর-পুরুষের নিকটই নয়, বরং ঘরের ভিতরেও সারাক্ষণ বর্ণিত কারণে এক দিকে নিজেরা, অপরদিকে আপন পুরুষরাও গুনাহ্‌গার হচ্ছে। যা হোক গুণাহ্ হতে বাঁচতে হলে আমাদেরকে নারীর প্রচলিত শাড়ী ইত্যাদির স্থলে সুন্নত মত পুরো আস্তিন বিশিষ্ট লম্বা ঢিলা কোর্তা, পায়জামা ও বড় উড়না ব্যবহার করতে হবে।

বে-পর্দা নারী আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাবীব বলেন—

سَيَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ اُمَّتِىْ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، عَلٰى رُؤُوْسِهِنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ ، اِلْعَنُوْهُنَّ فَاِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتٌ *

অর্থ ঃ অচিরেই আমার শেষ জামানার উম্মতের মাঝে এমন কিছু নারীর আগমন ঘটবে যারা পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে উলঙ্গ থাকবে এবং তাদের মথার উপর উটের মত ঝুটি থাকবে। তোমরা তাদের অভিশাপ কর। যেহেতু তারা অভিশপ্ত।

বেপর্দা জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে

আল্লাহ পাকের রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا ، قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسِ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، مُمِيْلَاتٌ ، رُؤُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا ، وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا *

অর্থ ঃ দুই শ্রেণীর দোযখবাসীকে আমি এখনও দেখি নি, তাদের এক শ্রেণীর হাতে গরুর লেজের মত লাঠি থাকবে এবং তা দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে এবং ঐ সব স্ত্রীলোক যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে। পরপুরুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে। তাদের মাথা বড় উটের মাথার মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও পাবে না। যদিও ঘ্রাণ এত এত দূরত্ব থেকে পাঁওয়া যাবে।

বে-পদা এক প্রকার ভণ্ডামি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُوْدُ ، الْوَلُوْدُ ، الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ ، اِذَا اتَّقَيْنَ اللّٰهَ ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ اِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْاَعْصَمِ *

অর্থ ঃ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে উত্তম হল তারা যারা স্নেহপরায়ণ, অধিক সন্তান প্রশবকারিণী বিনম্র সংবেদনশীলা, কেননা, তারা আল্লাহ পাককে ভয় করে এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল তারা যারা প্রকাশ্যে চলাফিরা করে ঘোড়ার মত চটপটে এবং তারাই হল মুনাফেক। তাদের মধ্যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

বে-পর্দা অপমানজনক

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

اَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

অর্থ ঃ যে নারী তার স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও পোশাক পরিচ্ছদ ছেড়ে অনাবৃত হয় সে যেন আল্লাহ ও তার মধ্যেকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলল।

ইমাম আল মানাভী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন নারী বাড়িতে স্বামী ব্যতীত অন্য কারও সামনে পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে অনাবৃত হয়ে কাউকে তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তবে সে যেন আল্লাহ ও তার মধ্যকার বন্ধন পর্দাকে ভেঙ্গে ফেলল।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেন–

يَا بَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا

لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ *

অর্থ ঃ হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্তু হিসেবে এবং পরহেজগারীর পোশাক-এটি সর্বোত্তম।

সুতরাং আল্লাহ্ পাককে ভয় না করে যে নারী অনাবৃত হয়ে তার এবং মহান আল্লাহর সম্পর্ককে ছিন্ন করে, নিজেকে অপমানিত করে স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে দোষী হয়, আল্লাহ্ পাক তাকে লজ্জিত ও লানত করবেন।

বে-পর্দা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ

আল্লাহর শত্রু শয়তান হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও বিবি হাওয়াকে প্রলুব্ধ করে গোনাহে লিপ্ত করে উভয়কে বিবস্ত্র করে তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিয়েছিল। শয়তানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রাথমিক লক্ষ্যই ছিল নারীর বে-পর্দা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَا بَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ *

অর্থ ঃ হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি। তোমাদের দেহাবরণ ও সাজসজ্জার বস্তু হিসেবে এবং পরহেজগারীর পোশাক এটি সর্বোত্তম।

এটা পরিষ্কার যে, শয়তানই নারীদের বে-পর্দার দিকে ধাবিত করে। যারা নারী স্বাধীনতার ডাক দিয়ে তাদের বিপথগামী করছে শয়তান তাদেরই নেতা। আল্লাহ তায়ালার হুকুম উপেক্ষা করে যারা শয়তানকে মেনে চলে নারী স্বাধীনতার কথা বলে, শয়তান তাদের ইমাম। আসলে তারা বেপরোয়া চলে মুসলমানদের ক্ষতি করছে এবং যুবক ছেলে মেয়েদের প্রতারণা করছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً هِىَ اَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ *

অর্থ ঃ আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিকতর কোন ফেৎনার বস্তু রেখে আসিনি।

আমি আমার পর মানুষের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু অবশিষ্ট রাখিনি যেমন ক্ষতি নারীদের দ্বারা হতে পারে।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম ভুলে গেলেন, অপরাধ করলেন, অনুতপ্ত হলেন এবং ক্ষমা চাইলেন আর আল্লাহ তায়ালা অনুশোচনা গ্রহণ করলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু শয়তান ও আদম সন্তানের সংঘাত চলতে থাকল। শয়তান আমাদেরকে এখনও বিপথগামী করছে। নারী-পুরুষ সকলকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে পাপ কাজে লিপ্ত করার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরল বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, অনুশোচনা করা, সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা ও তার সাহায্য প্রার্থনা ছাড়া শয়তান থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই।

বে-পর্দা জাহিলিয়াতের ন্যায় নোংরা মূর্খতা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى *

অর্থ ঃ জহিলী যুগের ন্যায় নিজকে প্রদর্শন না করে নিজ বাসস্থানে অবস্থান কর। (আহ্যাব ঃ ৩৩)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নোংরা জাহেলী যুগের বর্ণনা দিয়ে তার ধরন পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন–

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ *

অর্থ ঃ আর তাদের জন্য পবিত্র জিনিসমূহকে হালাল করা হয়েছে এবং হারাম করা হয়েছে তাদের উপর অপবিত্র বিষয়াবলি। (আহ্যাব ঃ ১৫৭)

বে-পর্দা জাহিলী যুগের ন্যায় অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং দুটোকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধি বহির্ভূথ বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ تَحْتَ قَدَمِىْ *

অর্থ ঃ জাহিলী যুগের প্রতিটি বিষয় অবশ্যই আমার পায়ের তলায়।

জাহিলী যুগের ন্যায় মিথ্যা অহংকার ও গর্ব আল্লাহ সম্বন্ধ্যে খারাপ চিন্তা ও উক্তি, আল্লাহর সাথে শরিক, ইসলামী আইনের শাসন ব্যতীত অন্য কোন আইনের দ্বারা শাসিত হওয়া এসবই বে-পর্দার অন্তর্ভুক্ত।

সুখ দুঃখের সময়ও পর্দার সতর্কতা থাকা আবশ্যক

অর্থাৎ "হযরত কায়েস ইবনে শাম্মা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, উম্মে খাল্লাদ নাম্মী জনৈকা নারী নেকাব পরিহিতা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে তার ছেলের খোঁজ নিতে আসলেন; যিনি কোন এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। জনৈক সাহাবী তাঁকে বললেন, আপনি আপনার (মৃত্যু) পুত্র সম্পর্কে খবর নিতে এসেছেন; অথচ আপনি এভাবে নেকাব পরে এসেছেন। জবাবে নারীটি বললেন, আমি আমার পুত্রের ব্যাপারে বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তাই বলে লাজ শরম হারিয়ে আরেক মুসিবত ডেকে আনব নাকি? (অর্থাৎ নিলর্জ্জ হওয়া ছেলে হারানোর মতই একটি বিপদের কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার পুত্রের জন্য দুইটি শহীদের প্রতিদান রয়েছে। নারীটি এর কারণ জানতে চাইলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেননা তাকে আহলে কিতাবরা হত্যা করেছে।" (আবু দাউদ শরীফ)

সংশ্লিষ্ট ঘটনাটিতেও সে সব পাশ্চাত্যবাদী মুজতাহিদদের দাঁতভাঙ্গা জবাব রয়েছে যারা চেহারাকে পর্দার অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। সে সাথে এও প্রতীয়মান হল যে, পর্দা করা সুখ দুঃখ সর্বাবস্থাতেই আব্যশক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, অনেক মুসলিম নারী পুরুষ বিপদের সময় পর্দা পুশিদা সব ভুলে যায়। বিশেষতঃ যখন ঘরে কারো মৃত্যু ঘটে তখন নারীরা উচ্চস্বরে গীত গেয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে। এমনকি সরাসরি আল্লাহ পাকের উপর অভিযোগের বাক্য ও কুফরী কথা পর্যন্ত বলতে থাকে। জানাযা যখন ঘর থেকে বের করা হয় তখন নারীরা দরজা পর্যন্ত চলে আসে। এতে পর্দার কোন পরোয়া করে না। খুব ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, গোস্বা, সন্তুষ্টি, বালা-মুছীবত, আনন্দ-উৎসব নির্বিশেষে সর্বাবস্থাতেই শরীয়তের যাবতীয় আহকামের উপর যত্নবান থাকা আবশ্যক। কেননা উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করে ও বে-আবরু হয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টিও ক্রোধ অর্জন করা ব্যতীত আর বিশেষ কোন ফায়দা নেই। যে বিপদ এসেছে সে বিপদ তো আর বেপর্দা হয়ে কান্নাকাটি করলে বা সবার সামনে মাটিতে গড়াগড়ি খেলেই দূর হবে না। পক্ষান্তরে যদি এত কঠিন বিপদের সময়ও অসীম ধৈর্যের সাথে আল্লাহর হুকুম পর্দার উপর যত্নের সাথে আমল করা হয় তাহলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হবেন এবং বিপদের উত্তম বিনিময় দান করবেন।

পথে ঘাটে বসা ও পথ চলার নিয়ম

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ ، فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا بُدٌّ ، نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ : فَاِذَا اَتَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهٗ ، قَالُوْا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْاَذٰى ، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ *

অর্থাৎ "হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, খবরদার! তোমরা পথের উপর বস না। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিলাল্লাহু আনহুম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো পথের উপর বসেই কথাবার্তা বলি। এছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায়ও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমাদের নিতান্তই বসতে হয় তবে পথের হক আদায় কর। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পথের হক কি? জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দৃষ্টি নীচু রাখবে, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে।"(বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসে পথের হক বর্ণনা প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম দৃষ্টি নীচু রাখার এবং গায়রে মাহরামের প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়; কোন কারণবশতঃ যদি পথে দাঁড়াতে, বসতে অথবা চলাফেরা করতে হয় তবে গায়রে মোহরেমের প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক। অনেকে পথে ঘাটে পরনারীর দিকে তাকাতে থাকে এবং বলে বেড়ায় যে, আমি তো আর স্বেচ্ছায় দেখিনি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গিয়েছিল তা ছাড়া আমাদের কি অন্যায়, মহিলারা সামনে আসল-ই বা কেন? এ সব বাজে হিলা-বাহানা প্রবৃত্তির প্ররোচনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ ধরনের জবাব আখেরাতে কোনই কাজে আসবে না। নারীরা বেপর্দাভাবে রাস্তায় বেরিয়ে অপরাধ করেছে সত্য। তাই বলে পুরুষদের তাদের প্রতি তাকানোর অনুমতি নেই। তাদেরকে দৃষ্টি নীচু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় তারা গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, বিশেষ কোন কারণে পথে ঘাটে একান্তই যদি বসতে হয় তখন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি নীচু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি পরনারীকে দেখার উদ্দেশ্যেই পথে ঘাটে বসে থাকে বা ঘুরে বেড়ায় তবে তা কত বড় অপরাধ বলে পরিগণিত হবে তা বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তার হক বর্ণনা করতে গিয়ে অপরাগ ব্যক্তির সাহায্য করা, পথ হারা ব্যক্তিকে রাস্তা বলে দেয়া এবং মুসাফিরের বোঝা উঠিয়ে দেয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।

(মিশকাত, বাবুস-সালাম)

অন্য এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের আলোচনা প্রসংগে ইরশাদ করেছেন–

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ * (روه الستة)

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঈমানের ৭৭টি শাখা আছে, এর মধ্যে সর্বত্তম হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া এবং সর্বনিম্নটি হচ্ছে পথের কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া এবং লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ।

বলুন তো, পথে চলাচলের যে সুন্নত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতদেরকে বলে গেছেন যদি আমরা তার উপর আমল করি তাহলে আমাদের সমাজ জীবন কেমন শান্তিময় হয়ে উঠবে!

পথে আমরা যদি মুসলমান মুসলমানকে সালাম দেই তাহলে আমাদের মাঝে মুহাব্বত ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। হাদীস শরীফে অন্যত্র তাই বলা হয়েছে, নিজেদের মাঝে তোমরা সালামের প্রচলন কর। অথচ মুসলমানদের মাঝে সালাম আজ একটি প্রায় মৃত্যু সুন্নত। অপরিচিত দূরের কথা, দুই পরিচিত মুসলমানের মাঝেও আজ সালাম বিনিময় হয় না।

তদ্রূপ পথে ঘাটে চলতে গিয়ে আমরা আমাদের চোখের সামনে অনেক ধরনের অন্যায়, অবিচার ও পাপ সংঘটিত হতে দেখি। সে ক্ষেত্রে যদি আমরা সংশ্লিষ্টদেরকে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে (অর্থাৎ স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করে) সৎ কাজের আদেশ দান করি এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করি তাহলে অচিরেই

মুসলমানদের সমাজ একটি অপরাধ মুক্ত ও পবিত্র সমাজে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা কী? পথে ঘাটে আমাদের চোখের সামনে কত শত অন্যায় অনাচার ও পাপাচার হচ্ছে। অথচ আমরা দেখেও না দেখার ভান করে নির্বিকার চিত্তে পাশ কেটে চলে যাই। কেউ কোন বিপদগ্রস্তের সাহায্যে এগিয়ে যাই না। অন্যায়ের প্রতিকারের বা প্রতিরোধের দায়িত্ব বোধ করি না। যেন আমি নিরাপদ থাকলেই সব কিছু নিরাপদ। কিন্তু একবারও ভেবে দেখি না যে, এভাবে আমার দ্বীন, ঈমান ও ইজ্জত রক্ষা পেতে পারে না। কেননা অন্যায় ও পাপাচার প্রতিকারহীন ভাবে চলতে থাকলে গোটা সমাজই এক সময় অপরাধ ও পাপগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

সর্বোপরি যদি আমরা সকলে পথ চলার সময় দৃষ্টি অবনত রেখে চলি, পরনারীর প্রতি কিংবা কোন পাপ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করি তাহলে আমাদের মনের পবিত্রতা অটুট থাকবে, চারিত্রিক শুচিতা বজায় থাকবে এবং শয়তান কিছুতেই আমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না। কেননা অবৈধ দৃষ্টিপাতই হচ্ছে শয়তানের চারণ ক্ষেত্র আসুন সকলে মিলে আজ প্রতিজ্ঞা করি; পথে চলার সুন্নতসমূহ আজ থেকে পালনে যত্নবান হব। বিশেষতঃ চক্ষুর হিফাযত করে অবনত দৃষ্টিতে পথ চলব। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন।

وَعَنْ اَبِىْ اُسَيْدِ الْاَنْصَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ، وَهُوَ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيْقِ ، فَقَالَ لِلنِّسَاءِ اَسْتَاْخِرْنَ ، فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ ، فَكَانَتِ الْمَرْاَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتّٰى اَنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ * (رواه ابو داؤد والبيهقى فى شعب الايمان)

অর্থাৎ "হযরত আবু উসায়েদ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে এসে দেখেন যে, পথে নারী পুরুষ মিশ্র ভাবে চলছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নারীদেরকে বললেন, তোমরা পিছনে সরে যাও। কেননা তোমাদের জন্য মাঝ পথে চলার অধিকার নেই। তোমরা পথের এক পাশ দিয়ে চলবে। হাদীসটি বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, তারপর থেকে নারীরা দেয়ালের পার্শ্ব দিয়ে এমনভাবে ঘেষে চলতে লাগলেন যে, তাদের কাপড় দেয়ালে আটকে যেত।" (হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ এবং সুআ'বুল ঈমান গ্রন্থে ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।)

প্রথমতঃ নারীদের জন্য (বিনা প্রয়োজনে) ঘর থেকে বের হওয়াই নিষিদ্ধ। যদি নিতান্ত কোন প্রয়োজনে পর্দার সাথে বের হয় তবে পুরুষদের থেকে বেঁচে পথের এক কিনারা দিয়ে চলবে। পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা এবং মধ্য পথে চলার অধিকার তাদের নেই। যদি নারীরা এ নির্দেশ না মানে এবং মাঝ পথ দিয়েই চলাফেরা শুরু করে তবে পুরুষদের জন্য তাদের সাথে ঘেষে যাওয়া উচিত হবে না। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সলাল্লাম পুরুষদেরকে নারীদের মাঝে চলতে নিষেধ করেছেন।

নারী ও পুরুষ পরস্পর কতটুকু পর্দা করা আবশ্যক

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَايَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَاالْمَرْأَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَايُفْضِى الرَّجُلُ اِلٰى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ * (رواه مسلم)

অর্থ ঃ "হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন পুরুষ অন্য পুরুষের এবং কোন নারী অপর নারীর সতরের দিকে যেন না তাকায়। আর কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এবং কোন নারী অপর নারীর সাথে উলঙ্গ অবস্থায় একই কাপড়ের নীচে যেন না শোয়। (মুসিলম)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, পুরুষদের থেকে নারীদের যেমন পর্দা করা আবশ্যক তদ্রূপ পুরুষ ও মহিলাদের পরস্পরেরও পর্দা করা আবশ্যক। অর্থাৎ পুরুষদের পরস্পরে নাভি থেকে হাঁটুর শেষ পর্যন্ত দেখা জায়েয নেই। অনেকে পরস্পরে অধিক খোলামেলা চলার কারণে একে অপরের সতর বিনা দ্বিধায় দেখিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম। এমনিভাবে নারীদের পরস্পরেও নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেখান হরাম। আর অমুসলিম নারীদের সামনে মুখ, কব্জি পর্যন্ত হাত এবং টাখনু পর্যন্ত পা ছাড়া শরীরের কোন অংশ বা চুল দেখান জায়েয নেই। অনেক অমুসলিম নারী সব্জি বা চুড়ি বিক্রি করতে অন্দর বাড়িতে চলে আসে তাদের সামনে মাথা বা পায়ের গোছা খোলা জায়েয নেই। সন্তান প্রসবের কয়েকদিন পর প্রসুতিকে নগ্নাবস্থায় ঘরের সকল নারী একত্রিত হয়ে গোসল করায়। এটা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও গুনাহের ব্যাপার।

অনেক গ্রাম্য এলাকায় যাদের ঘরের আশেপাশে পায়খানা বানানর প্রচলন নেই তারা কয়েকজন নারী জঙ্গলে চলে যায় এবং পায়খানা করার জন্য পাশাপাশি নগ্নাবস্থায় বসে একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে এবং কথা বলতে থাকে। এটা কঠোরভাবে হারাম। হাদীস শরীফে রয়েছে, এ সমস্ত লোকদের প্রতি আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন।

মাসয়ালা ঃ যে সব পুরুষ ও নারীর শরীরের অঙ্গ দেখা জায়েয নেই, সে সব অঙ্গ স্পর্শ করাও জায়েয নেই। এমনকি কাপড়ের ভিতর দিয়ে হাত দিয়েও স্পর্শ করা জায়েয নেই। যেমন পুরুষ পরপুরুষের, অনুরূপ ভাবে কোন নারী অপর নারীর নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবে না। আর এ জন্যই উল্লেখিত হাদীসটিতে দুজন পুরুষ অথবা দুজন নারী নগ্নাবস্থায় একই কাপড়ের নীচে শুয়া নিষেধ করা হয়েছে।

মৃত্যু ব্যক্তির সতর দেখাও হারাম

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: لَاتَبْرُزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَلَامَيِّتٍ *

অর্থ ঃ "হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে আলী! তোমার রানকে খুল না এবং জীবিত বা মৃত্যু কারও রানের দিকে তাকিইও না।"(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সতরের যে অংশটুকু ঢেকে রাখা ফরয ততটুকু কার দেখা বা কাওকে দেখান জায়েয নেই। পরবর্তী হাদীসে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচিত হবে।

উপরোক্ত হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, কোন জীবিত বা মৃত্যু ব্যক্তির দেহের দিকে তাকাবে না। এর দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, জীবিত ব্যক্তির ন্যায় মৃত্যু ব্যক্তির সতর দেখাও হারাম। মৃত্যু ব্যক্তি যেহেতু অপারগ কাজেই তার উপর সতর ঢাকার নির্দেশ আরোপিত হবে না। কিন্তু জীবিত ব্যক্তির উপর অবশ্যই তার সতরের দিকে না তাকান আবশ্যক। গোসল দেয়া এবং কাফন পরানোর সময় এ ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেয়া উচিত। এ জন্যই ফিক্বাহ শাস্ত্রবিদগণ লিখেছেন যে, গোসল দেয়ার সময় মৃত্যু ব্যক্তির সতর তথা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে নিবে। যদি সতরের কোন অংশে মালিশ করা অথবা ময়লা দূর করার প্রয়োজন হয় তবে হাতে কাপড় পেঁচিয়ে স্পর্শ করবে- لِاَنَّ الْمَسَّ حَرَامٌ كَالنَّظَرِ

নারীদের কবর স্থানে যাওয়া নিষেধ

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ ، وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ * (رواون ابو داؤد والترمذى حسنة)

অর্থ ঃ "হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, যে সব নারী কবর যিয়ারত করে এবং যে সব লোক কবরকে সিজদার স্থান বানায় এবং কবরের উপর বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

উল্লেখিত হাদীসটিতে তিন প্রকার লোকদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন।

১। যে সব নারী কবর যিয়ারত করে, ২। যারা কবরস্থানকে সিজদার জায়গা বানায়, ৩। যারা কবরের উপর বাতি জ্বালায়।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে,নারীদের জন্য কবরস্থানে যাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ। আর এ নিষেধ ও অভিশাপের কারণ এই যে, নারীরা প্রথমতঃ বেপর্দা ভাবে কবরস্থানে গিয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কবরস্থানে গিয়ে বিভিন্ন প্রকারের শিরক সুলভ আচরণ করে। যেমন, কবরবাসীর মান্নত মানা, কবরস্থানে গিয়ে সে মান্নত পুরা করা। আল্লাহ পাকের কাছে না চেয়ে কবরবাসীদের কাছে সন্তান চাওয়া। অনুরূপ আরো অনেক বিদ'আতমূলক আচরণ করে থাকে।

এ হাদীস দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, কবরকে সেজদার জায়গা বানান, কবরের উপর বাতি জ্বালান নিষেধ। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন–

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَاَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ *

অর্থ ঃ "আল্লাহ পাক ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি লা'নত করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছে।"

وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اِلاَّ وَاِنَّ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، اَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ * (مسلم)

অর্থ ঃ "হযরত জুন্দুব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খবরদার! তোমাদের পূর্বের লোকেরা (ইহুদী ও নাসারারা) তাদের নবী ও সৎ লোকদের কবরকে সিজদার জায়গা বানাত। খবরদার! তোমরা কবরকে সিজদার জায়গা বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করছি। উপরোক্ত হাদীস দু'টো দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, কবরকে সিজদার স্থান বানান ইহুদী ও নাসারাদের আচরণ ছিল। মুহাদ্দিসীনে কেরাম লিখেছেন; তাদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ হল; তারা নবীদের কবরকে সম্মানার্থে সিজদা করত যা স্পষ্ট শিরক। অথবা তারা নামায আল্লাহ পাকের জন্যই পড়ত কিন্তু সেজদা নবীদের কবরের উপর করত। আর নামাযের সময় কবরের দিকে ফিরে নামায পড়ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জিনিস হতে উম্মতকে কঠোর ভাবে নিষেধ করে গেছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ উম্মতের মধ্যে এ প্রচলন শতাব্দী ধরে চলে আসছে। পরিতাপের বিষয় যে, নামধারী পীর, ফকীর ও মাজারে অবস্থানকারীরা যেয়ারতকারীদেরকে দিয়ে এহেন শিরকসূলভ কাজ করিয়ে থাকে। সিজদা করাকে এরা যেয়ারতের জন্য আবশ্যক রূপে গন্য করে রেখেছে। ওলীদের মাজারে নারী পুরুষদেরকে তাই সিজদারত দেখা যায় প্রায়ই। (মাউযুবিল্লাহ)।

হাদীসটিতে যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের প্রতিও লা'নত করা হয়েছে। মীরকাত গ্রন্থের রচিয়তা লিখেছেন–

وَالنَّهٰى عَنِ اتِّخَاذَ السُّرَجَ لَمَّا فِيْهِ مِنْ تَضْيِيْعَ الْمَالَ لِاَنَّهُ نَفَعَ لَاْ احَدَ مِنَ السُّرَجِ ، وَلِاَنَّهَا مِنْ اٰثَارَ جَهَنَّمَ ، وَاَمَّا لِلْاِحْتِرَازِ عَنِ تَعْظِيْمِ الْقُبُوْرِ ، كَالنَّهٰى عَنِ اتِّخَاذَ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ *

অর্থ ঃ "কয়েকটি কারণে কবরে বাতি জ্বালানোনিষেধ যেমন–

১। বাতি দ্বারা মৃত্যু ব্যক্তির কোনই উপকার হয় না। কাজেই এটা অপচয় ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১। আগুন হল দোযখের নিদর্শন। কাজেই মুমিনের কবরে অগ্নি না থাকাই শ্রেয়)।

১। কবরের সম্মানার্থেও বাতি জ্বালান হয়ে থাকে এও সম্পূর্ণভাবে নিষেধ, যেমন নিষেধ কবরকে সিজদার জায়গা বানান।"

মিরকাত গ্রন্থের রচয়িতার এ বক্তব্য যে, "কবরের উপর বাতি জ্বালালে কবরবাসীর কোনই উপকারে আসে না" এর অর্থ এই যে, কবরবাসী যদি আযাবের মধ্যে থাকে তবে তার কবর অবশ্যই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে। কাজেই, বাইরের

আলো তার কোন উপকারে আসবে না। আর যদি আল্লাহর মেহেরবানীতে সে নেয়ামতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তবে তো তার কবর এমনিতেই নূরে নূরান্বিত। কাজেই বাইরের আলোর তার কোনই প্রয়োজন নেই। আর সাধারণতঃ বুজুর্গ ও মহামনীষীদের কবরেই বাতি জ্বালান হয় যা বিবেক বুদ্ধির পরিপন্থী।

বস্তুত ঃ রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সব দিক লক্ষ্য করে কবরকে সিজদার স্থান বানাতে এবং তার উপর বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছিলেন তা আজ বাস্তবরূপ ধারণ করেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষেধকে উম্মত মোটেই গ্রাহ্য করেনি। উপরন্তু বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক স্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কবরের উপর বাতি জ্বালান, কবর স্থানকে সিজদার জায়গা বানান সওয়াবের কাজ বলে প্রচার করা হয়।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُّعْبَدُ *

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার কবরকে এমন মুর্তি বানাইও না যাতে উপসনা করা হয়। অতঃপর বলেছেন–

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ *

অর্থ ঃ আল্লাহর অধিক ক্রোধ হয়েছে ঐ সব লোকদের উপর যারা তাদের নবীদের কবরকে এবাদতের স্থানে পরিণত করেছে।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَاتَجْعَلُوْ بُيُوْتِكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ *

অর্থ ঃ "হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাইওনা (কবরের ন্যায় ঘরকে আল্লাহর যিকির হতে শূন্য কর না; বরং তাকে নফল নামায, যিকির ইত্যাদি দ্বারা আবাদ রেখ) আর আমার কবরকে 'ঈদের (মেলার) স্থানে পরিণত কর না। আর তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে; তোমরা যেখানেই থাক না কেন।

উল্লেখিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবরকে মূর্তি বানান এবং কবরের পাশে মেলা জমিয়ে একত্রিত হওয়া যেমন ঈদগাহে একত্রিত হয়ে থাকে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের নিকট কঠিন গুনাহ্ এবং ঘৃণ্যতম আমল।

কবরের কাছে ওরসের নামে যে মেলা জমিয়ে দেয়া হয় তাতে অন্যায় ও গুনাহের কোন ইয়ত্তা থাকে না। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, কবরকে সেজদা করা, কবরের চারদিকে তওয়াফ করা (যা একমাত্র বাইতুল্লাহর বৈশিষ্ট্য) নর্তকীদের নৃত্য করা, হারমোনিয়াম তবলা ইত্যাদি বাজান, নামাযের প্রতি অবহেলা, কবরকে গোসল করান ইত্যাকার অসংখ্যা শিরক ও বিদআ'তসুলভ আচরণ ও অন্যায় অশ্লীলতার বাজার জমিয়ে দেয়া হয়। (আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।)

আফসোসের বিষয় যে, আজকাল মুসলমানদের মাঝে ওলী বুজুর্গদের মাযারকে কেন্দ্র করে কবর পূজার ন্যায় প্রকাশ্য শিরকের শিকড় গেড়ে বসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতের ব্যাপারে মাযার ও কবর পূজার প্রচলন হওয়ার আশংকা করে ছিলেন বলেই বিভিন্ন হাদীসে উম্মতকে এ বিষয়ে বারবার সতর্ক করে গেছেন। অথচ এরপরও ভণ্ডপীর, ফকীররা বিভিন্ন খোড়া যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার অপপ্রয়াস পাচ্ছে যে, মাযার ও কবর পূজা শরীয়ত সমম্মত বিষয়। আল্লাহ পাক সকল মুসলমানকে ধর্মব্যবসায়ীদের গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

দৃষ্টি সংযতকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ কর্তৃক জান্নাতের জামানত

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اُكْفُلُوْا لِىْ بِسِتٍّ اَكْفُلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ اِذَا حَدَّثَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، وَاِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، وَغَضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ * (احمد، حاكم، ابن حبان)

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, (যদি) তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ে জামানত দাও তা হলে আমি তোমাদেরকে জান্নাতের জামানত দিব। তাহল তোমরা মিথ্যা বলবে না, আমানতের খেয়ানত করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। আর তোমরা দৃষ্টি নীচু রাখবে, কাউকে কষ্ট দিবে না, স্বীয় লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে।

সংশ্লিষ্ট হাদীসটিতে যে ছয়টি গুণের প্রেক্ষিতে জান্নাতের জামানতের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দৃষ্টির হিফাযত একটি। এর চয়ে বড় ফযীলত আর কি হতে পারে! তা ছাড়া আমাদের এ চক্ষু জান্নাতে বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দীদারের জন্য অপেক্ষমান। কাজেই এ চক্ষুকে যাবতীয় হারাম দৃষ্টি থেকে কলুষমুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয় নয় কি? (আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর দীদার থেকে মাহরূম না করুন।)

চক্ষুর হিফাযতের বিনিময়ে ঈমান ও ইবাদতের স্বাদ

وَعَنْ اَبِىْ اُمَمَاةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَامِنْ مُّسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مُحَاسِنِ اِمْرَاَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهٗ اِلَّا اِخْلَفَ اللّٰهُ لَهٗ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا *

হযরত আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে. তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কোন মুসলমানের দৃষ্টি কোন নারীর সৌন্দর্যের প্রতি পড়ে এবং সে সাথে সাথে স্বীয় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ পাক তাকে এমন ইবাদত করার তৌফিক দান করবেন যার স্বাদ সে নিজেই অনুভব করতে পারবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, বাইহাক্বী)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَّنْ تَرَكَهٗ مُخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهٗ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهَا فِى الْقَلْبِ * (رواه حاكم، وطبرانى)

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি তীর। যে ব্যক্তি (মনের ইচ্ছা সত্ত্বেও) আমার ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে তাকে এর প্রতিদানে আমি এমন সুদৃঢ় ঈমান দান করব যার স্বাদ সে আপন হৃদয়ে অনুভব করবে। (হাকেম, তাবরানী)

যে চক্ষু হাশরের মাঠে ক্রন্দন করবে না

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ سَهِرَتْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ يَخْرُجُ مِنْهَا رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ *

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রতিটি চক্ষুই ক্রন্দন করবে, কয়েকটি চক্ষু ব্যতীত-যে মুহূর্তে সবাই যখন ভীত, সন্ত্রস্ত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবে সে দিন আল্লাহ পাক এ তিন প্রকার লোককে ক্রন্দন থেকে মুক্তি দান (আল্লাহ পাক দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকেও এদের অন্তর্ভুক্ত করুন।)

চক্ষুর যিনা

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنَ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنٰى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ اَوْيُكَذِّبُهُ *

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সলাল্লাম বলেছেন, আদম সন্তানগণ যে যতটুকু যিনার অংশে লিপ্ত হবে আল্লাহ পাক তা (অবশ্যই জানবেন বরং আগে থেকেই জানেন, এমনকি সে অনুসারে) লিখে রেখেছেন (আ ‹ পাকের লেখা ভুল হয় না) যার পক্ষে যতটুকু লেখা আছে সে ততটুকু অবশ্যই করে থাকে। (যিনার অংশগুলো এই) চোখের যিনা হল (নাজায়েয) দৃষ্টি, মুখের যিনা হল (হারাম) কথাবার্তা বলা। অতঃপর মনে (অপকর্মের) আশা ও আকর্ষণ জন্মায় (আর এটা মনের যিনা) অতঃপর লজ্জাস্থান সেটাকে কার্যে পরিণত করে (আর এটাই হল যিনার সর্ব শেষ পর্যায়) অথবা সে প্রত্যাখ্যান করে।

ইসলামী শরীয়তে ঘৃণতম গুনাহ হল যিনা করা। কাজেই এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন পরনারীর দিকে কু-দৃষ্টি দেয়া, পরনারীর সাথে বিনা প্রয়োজনে এবং নিছক মনের তৃপ্তির জন্য প্রেমালাপ জমিয়ে দেয়া, অনুরূপ ভাবে পরনারীর গা স্পর্শ করা সবই গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অন্য রিওয়ায়েতে রয়েছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَأَنْ يُّطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّمَسَّ امْرَأَةً لَاتَحِلُّ لَهٗ *

(رواه البيهقى والطرانى كذا فى الترغيب)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো মাথায় লোহার বর্শা দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া উত্তম কোন পরনারীকে স্পর্শ করা থেকে যাকে স্পর্শ করা তার জন্য হারাম।

পীরের সাথে পর্দা করা আবশ্যক

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْمَتْ اِمْرَأَةٌ وراء سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهٗ فَقَالَ مَا أَدْرِيْ أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ اِمْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ اِمْرَأَةٍ قَالَ لَوْكُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِيْ بِالْحِنَاءِ * (رواه ابوداؤد النسائى)

অর্থ ঃ "হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা জনৈকা নারী পর্দার আড়াল হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে একটি চিঠি দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ফিরিয়ে নিলেন (তাঁর হাত থেকে চিঠি নিলেন না। আর যেহেতু হাতের দিকে দৃষ্টি পড়ে গিয়েছিল। তাই) তিনি বললেন, আমি জানি না হাতটি পুরুষের না নারীর। স্ত্রীলোকটি আরজ করল, এ একটি নারীর হাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি নারী হতে তা হলে তোমার হাতের নখগুলো (শুভ্রতাকে) মেহদি দ্বারা রঞ্জিত করে নিতে।" (আবু দাউদ, নাসায়ী) আলোচ্য হাদীস থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝা গেল।

১। মহিলা সাহাবীরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসতেন না। উপরোক্ত নারী সাহাবীটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাতে কাগজটি দিতে গিয়ে পর্দার আড়াল থেকেই হাতের সামান্য অংশ

আগে বাড়ায়েছিলেন মাত্র; যার ফলে বোঝাই সম্ভব হয়নি যে, হাতটি পুরুষের না নারীর। (কেননা, যদি হাতের বেশী অংশ পর্দার ভিতরে চলে আসত তবে চুড়ি ইত্যাদি, অথবা মেয়েলী কাপড়ের আস্তিন দ্বারা বুঝতে পারতেন যে, হাতটি নারীর না পুরুষের) এখান তেকে সে সব স্ত্রীলোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যারা দুনিয়াদার পীর ফকিরের সামনে বিনা দ্বিধায় আসা যাওয়া করেন। পীরদের দালালেরা তাদেরকে এ ভ্রান্তিতে ফেলে থাকে যে, ইনি তো পীরজী, আল্লাহওয়ালা ও বুজুর্গ মানুষ, ধর্মীয় বাপ। তার তো দুনিয়ার ব্যাপারে কোনই অনুভূতি নেই। কাজেই তার সামনে আসতে দ্বিধা কি? সরলমনা নারীরাও এসব চটকদার কথায় প্রতারিত হয়। এসব জাহেলদের শিক্ষার জন্য উল্লেখিত হাদীসটি যথেষ্ট নয় কি? লক্ষ্য করুন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সব মুসলিম নর-নারীর ধর্মীয় পিতা। আদম আলাইহিস সালাম থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর চেয়ে বড় নেক্কার কেউ হয়নি, হতে পারবেও না। নবী, ওলী, ফেরেশতা, পীর-আওলিয়া, গাউস-কুতুব কেউই তাঁর চেয়ে বড় তো দূরের কথা তাঁর সমপর্যায়েরও বুজর্গ হতে পারেন না। এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুজুর্গও তাঁর পায়ের ধুলি কণার সমান হতে পারেন না। তাছাড়া আল্লাহ তাঁকে মাসুম ও নিষ্পাপ বানিয়েছেন। তা সত্ত্বেও নারী সাহাবীটি রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পত্র হস্তান্তর করতে গিয়ে তাঁর সামনে, যেতে, এমনকি সম্পূর্ণ হাতটিও আগে বাড়িয়ে দিতে সাহস করেন নি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তার অনুমতিও ছিল না।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا، وَلَا وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ *

অর্থাৎ "হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, মুমিন নারীদের মধ্যে যে এ শর্তগুলো স্বীকার করে নিত (উপরোক্ত হাদীসে এবং সূরা মুমাতাহিনাতে যেগুলোর কথা উল্লেখ রয়েছে) তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৌখিক বলে দিতেন, আমি তোমাকে বাইআ'ত করে নিয়েছি। (কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের হাতে হাত রেখে বাইআ'ত করতেন না) আল্লাহর কসম! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইআ'ত করতে কখনও কোন নারীর হাত স্পর্শ করেননি। তিনি নারীদেরকে শুধু মৌখিক বাইআ'ত করতেন। তিনি বলতেন (قَدْ بَايَعْتُكِ) আমি তোমকে বাইআ'ত করে নিয়েছি।" (বুখারী শরীফ, তাফসীরে সূরায়ে মুমতাহিনাহ)

অন্ধ ব্যক্তি থেকেও পর্দা করা আবশ্যক

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَيْمُوْنَةُ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ * (رواه احمد، الترمذى وابوداؤد)

অর্থাৎ "উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, একদা আমি এবং হযরত মাইমুনা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। এমন সময় (অন্ধ সাহাবী) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহু সামনে এসে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। (আর যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন এ জন্য আমরা দু'জন তার থেকে পর্দা করার ইচ্ছা কললাম না এবং নিজ নিজ জায়গায়ই বসে রইলাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি কি অন্ধ নন? ইনি তো আমাদেরকে দেখছেন না। জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা দু'জন কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না?

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারীদেরকেও যথা সম্ভব পুরুষদের দিকে তাকানো থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পুত ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সে সাথে অন্ধ ছিলেন। অপর পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদ্বয়ও পুত ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী ছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে পর্দা করার নির্দেশ দেন। যেন তার দিকে দৃষ্টি না উঠান হয়। যেখানে বিন্দুমাত্র কু-দৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না সেখানেও যদি এতটুকু কঠোরতা অবলম্বন করা হয় তবে বর্তমান এ ফেতনার যুগে নারীদেরকে পরপুরুষের দিকে উঁকি ঝুকি দিয়ে তাকানোর অনুমতি কিভাবে দেয়া যেতে পারে? যদি প্রয়োজন সাপেক্ষে কোন নারী সফরে অথবা রাস্তাঘাটে চলাকালীন কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় তবে ভিন্ন কথা। কিন্তু স্বেচ্ছায় কোন পুরুষের দিকে তাকাতে থাকা হাদীসে বর্ণিত নিষেধের আওতাভুক্ত। সুরা নূরের চতুর্থ রুকুতে যেখানে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নীচু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে পাশাপাশি মহিলাদের প্রতিও দৃষ্টি নীচু রাখার তাকীদ রয়েছে যা ইতপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

কবরবাসীর সাথে পর্দা

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اُدْخُلُ بَيْتِىَ الَّذِىْ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنِّىْ وَاضِعٌ ثَوْبِىْ وَاَقُوْلُ اِنَّمَا هُوَ زَوْجِىْ وَاَبِىْ فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَعَهُمْ فَوَاللّٰهِ مَا دَخَلْتُهُ اِلَّا وَاَنَا مَشْدُوْدَةٌ عَلٰى ثِيَابِىْ حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ * (رواه احمد)

অর্থ ঃ "হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি (পর্দার অতিরিক্ত কাপড় রেখে (অর্থাৎ ওড়না ইত্যাদি ব্যবহার না করে। আমার এই ঘরে প্রবেশ করতাম, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাধিস্থ রয়েছেন। আমি বলতাম, তিনি আমার স্বামী এবং (অপরজন) আমার পিতা (তারা আমার পর পুরুষ নন। কাজেই এভাবে পর্দার এহতেমাম না করে তাদের সামনে যাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই) অতঃপর যখন হযরত 'উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের সাথে দাফন করা হল, আল্লাহ পাকের কসম তখন থেকে আর আমি ভালভাবে সমস্ত শরীর না ঢেকে ঘরে প্রবেশ করতাম না। আর তা ছিল হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে লজ্জার কারণে। (আহমদ)

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় যে, উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা জীবিতদের সাথে তো পর্দা করতেনই এমনকি মৃত্যু কবরবাসীর সাথেও পর্দার 'এহতেমাম করতেন। পরিতাপের বিষয় যে, আকজের মুসলিম নারী সমাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ও কন্যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে ইউরোপীয় নির্লজ্জ নারী জাতির অনুকরণে ব্যস্ত। বেপর্দা ও উশৃঙ্খলতার সাথে হাটে বাজারে ও পার্কে ঘুরে বেড়ানকে তারা অহংকার মনে করে।

সত্যিই আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, আমরা অধঃপতনের কোন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। আমাদের পূর্বসুরীরা কবরবাসীদের থেকেও পর্দা করতেন আর আজ আমরা জীবিতদের থেকেও পর্দা করা ছেড়ে দিয়েছি।

মাহরাম ছাড়া নারীদের সফর করা নিষেধ

وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اُكْتُبِتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ اِمْرَتِىْ حَاجَّةً قَالَ اِذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَاَتِكَ * (متفق عليه)

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে নির্জনে বা একাকীত্বে অবস্থান না করে। আর কোন্ নারী যেন মাহ্‌রাম ছাড়া একাকী সফর না করে। (এ কথা শুনে) জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখান হয়েছে। এ দিকে আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।"(বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীসটিতে দু'টি বিষয়কে নিষেধ করা হয়েছে। যথা – ১। কোন পুরুষ যেন কোন পরনারীর সাথে নির্জনে বা একাকীত্বে অবস্থান না করে। আর এ নিষেধের কারণ ৯নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোন গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষ একাকীত্বে মিলিত হয় তখন শয়তান উভয়কে কুকর্মের দিকে প্ররোচিত করতে থাকে। ২। কোন নারী যেন মাহ্‌রাম ছাড়া একাকী সফর না করে।

উল্লেখিত হাদীসটিতে কাছে বা দূরে নির্বিশেষে, এমনকি দু'এক মাইলের সফরেও মোহরেম ছাড়া বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। আর সতর্কতা ও মঙ্গল এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তবে যেহেতু এতে অতিরিক্ত কষ্ট সৃষ্টি হতে পারে। সে জন্য অন্যান্য হাদীসে দূরত্বের পরিমাণ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ নির্ধারিত পরিমাণ দূরত্ব মোহরেম ছাড়াও বের হতে পারবে। তার চেয়ে বেশী দূরত্বের সফর হলে আর অনুমতি নেই।

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাবুল হজ্জে এ দূরত্বের পরিমাণ তিন দিন তিন রাতের সফর (অর্থাৎ ৪৮ মাইল) লিখেছেন। অতঃপর তিনি লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসূফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁরা এক দিনের দূরত্বের জন্যও মোহরেম অথবা স্বামী ছাড়া সফরে বের হওয়া মাকরূহ বলতেন। অতঃপর তিনি লিখেছেন–

وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ الْفُتْوٰى عَلَيْهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ (شَرْحِ لُبَابٍ) وَيُؤَيِّدُهٗ حَدِيْثُ الصَّحِيْحَيْنِ لَايَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلَّا امْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ وَفِىْ لَفْظٍ يَوْمٍ *

অর্থ ঃ আর এ ফেতনা ফাসাদের যুগে উপরোক্ত মতের উপরই ফতোয়া হওয়া উচিত। (অর্থাৎ এক দিনের জন্যও মহিলারা মাহরাম ছাড়া সফরে বের হতে পারবে না।"(শরহে লুবাব)

আর বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক বর্ণনাও এর সমর্থন করে। বর্ণনাটি হল– "আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য এক দিন এক রাতের দূরত্বের জন্য (অর্থাৎ ১৬ মাইল) মোহরেম ছাড়া সফর করা হালাল হবে না। মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনাতে এক দিন এক রাতের পরিবর্তে শুধু এক রাতের দূরত্ব এবং অন্য এক বর্ণনায় একদিনের দূরত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এর মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে যে, মোহরেম বা স্বামী ছাড়া সামান্য দূরত্বও সফর করবে না। চাই ধর্মীয় সফর হোক বা পার্থিব সফর হোক। যদি ফরয সফর না হয় তবে ৪৮ মাইলের কমের সফরের জন্যও মোহরেম ছাড়া যাওয়া থেকে বাধা দেয়া উচিত; যার প্রমাণ বর্ণনার বিভিন্ন শব্দ থেকে পাওয়া যায়। আর ফরয হজ্জের জন্য যদি ৪৮ মাইলের কম দূরত্ব হয় তবে মোহরেম ছাড়া যাওয়া থেকে বাধা দেয়ার অধিকার থাকবে না। ফতুয়ায়ে আলমগীর গ্রন্থে হজ্জে যাওয়ার শর্তাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে আছে–

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মাসয়ালা

মাসয়ালা ঃ সন্তান প্রসবকালে যদি ধাত্রী দ্বারা গর্ভবতীর পেট মালিশ করাতে হয় তবে গর্ভবতীর নাভি থেকে নীচের অংশ খোলা জায়েয নেই। চাদর ইত্যাদি দ্বারা ঢেকে নিবে। বিনা প্রয়োজনে ধাত্রীকেও দেখান্ন জায়েয নেই। অনেক সময় পেট মালিশ করতে গিয়ে ধাত্রী এমনকি ঘরের অন্যান্য সব নারী গর্ভবতীর পেট এবং অন্যান্য অংগ দেখতে থাকে এটা জায়েয নেই।

মাসয়ালা ঃ কোন বালেগ ছেলেকে যদি খাৎনা করাতে হয় তবে যে ব্যক্তি খাৎনা করাবে তার জন্য শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু দেখা জায়েয আছে। অন্যান্যদের জন্য দেখার অনুমতি নেই।

মাসয়ালা ঃ সন্তান প্রসবকালে ধাত্রী অথবা নার্সের জন্য প্রয়োজনমত প্রসবের জায়গাটুকু শুধু দেখা জায়েয আছে এর অতিরক্তি দেখা জায়েয নেই। এছাড়া অন্যান্য নারীদের জন্য এমনকি মা, বোন বা কন্যার জন্যও দেখা নিষেধ। কেননা, তাদের দেখার কোনই প্রয়োজন নেই। অনেকে এ সময় গর্ভবতীকে দেখতে থাকে, এটা সম্পূর্ণভাবে হারাম।

মাসয়ালা ঃ যদি সন্তান প্রসবকালে কোন অমুসলিম ধাত্রী অথবা নার্সকে ডাকা হয় তখন তার সামনে গর্ভবতীর মাথা খোলা হারাম। কেননা, অমুসলিম নারীদের সামনে মুসলিম নারীদের জন্য শুধু মুখ, কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত এবং টাখনুর নীচে উভয় পা খোলার অনুমতি রয়েছে। এর অতিরিক্ত একটা চুলও খোলা জায়েয নেই। অমুসলিম নারী বলতে মেথরানী, ধুপী, মালিনী, নার্স, নারী ডাক্তার যেই হোক না কেন সবার ক্ষেত্রে একই নির্দেশ।

মাসয়ালা ঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, রুগীর সতর ঢাকার ব্যাপারে যত্ন নেয়া হয় না। হাটু বা রান থেকে যদি কাপড় সরে যায় তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। উপস্থিত সেবা শুশ্রূষাকারীরা বিনা দ্বিধায় সেদিকে তাকাতে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ হারাম।

ঈমান ও লজ্জা পরস্পর একে অপরের সাথে জড়িত

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ النَّبِىَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرَنَا جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অর্থ ঃ "হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আ'নহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লজ্জা এবং ঈমান পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত্যখন এর কোন একটিকে উঠিয়ে নেয়া হয় অপরটিকেও উঠিয়ে নেয়া হয়। (বাইহাকী)

লজ্জা হল মু'মিন সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত জাতি আম্বিয়ায়ে কেরামদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত লজ্জা শরমের সাথে ত্যদের কোনই সম্পর্ক থাকে না। কাজেই লজ্জা ও ঈমান পরস্পরে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যে কোন একটির অবর্তমানে অপরটির উপস্থিতি অসম্ভব। বেপর্দা ও আনুষঙ্গিক নোংরা বিষয়াদি সবকিছুই অমুসলিমদের দেখাদেখি নামধারী মুসলিম সমাজে স্থান লাভ করেছে। আর এরাই মুসলিম নারীদের পর্দার গণ্ডীর বাইরে অশ্লীলতা ও অশালীনতার সয়লাবে ভাসিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। তারা নবীদের অনুসরণ না করে ইহুদী নাসারাদের অনুস্মরণেই মত্ত। অপরপক্ষে এরা বেশ দোদুল্যমান অবস্থায় আছে। একেতো তাদের ইচ্ছা মুসলিম নারী সমাজকে হাটে বাজারে পার্কে অর্ধনগ্নাবস্থায় দেখে। অপরপক্ষে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে স্পষ্ট ভুল বলার দুঃসাহসও হয় না। এ কথাও বলার সাহস হয় না যে, আমরা ইসলামকে ছেড়ে দিয়েছি। আবার মহিলাদেরকে পর্দার বেড়াজালে দেখতেও ভাল লাগে না। এ পুস্তিকাটিতে যে সব আয়াত ও হাদীস একত্রিত করা হয়েছে এর দ্বারা পর্দার আবশ্যকতা ও ফরজ হওয়া প্রমাণিত হওয়ার জন্য আর কিছুর অপেক্ষা রাখে না। যারা আপন মা বোনদেরকে ইউরোপীয় নারীদের মত নিলর্জ্জ বানিয়ে ছেড়েছে পর্দা-পুশিদাকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করে ইউরোপীয় নগ্ন পোশাককে পছন্দ করে নিয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে নামেমাত্র মুসলমান। তারা হায়া শরমের সাথে ঈমানটুকুও ধুয়ে মুছে খেয়ে ফেলছে। আর কিছু লোক এমন আছে যাদের ইসলামের সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক থাকলেও ইউরোপীয় অনুকারণে নির্লজ্জতা ও অশালীনতা ধীরে ধীরে একদিন তাদেরকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, হায়া ও ঈমান পরস্পরের সাথী। একটি উঠিয়ে নেয়া হলে অপরটিও উঠিয়ে নেয়া হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর এ বক্তব্য একেবারে বাস্তবানুকূল।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ * (بخارى)

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পূর্ববর্তী নবীদের থেকে একটি কথা সূত্র পরম্পরায় চলে এসেছে, তাহল; যখন তোমার শরম না থাকে তবে যা ইচ্ছা তাই কর।

এ হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামই হায়া শরমের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সে সাথে এ কথাও বুঝা গেল যে, যে সব লোকেরা পূর্বের কোন নবীর সাথে সম্পর্কের দাবীদার অথচ তারা নির্লজ্জ তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এদের এহেন কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা সে সব নবীদের ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত স্বরূপ। কোন নির্লজ্জ অশালীন ব্যক্তি কখন কোন নবীর অনুসারী হতে পারে না।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ * (ترمذى)

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রাসূলগণের সুন্নতে (তরীকা)-এর মধ্যে চারটি জিনিস (খুবই গুরুত্বপূর্ণ) লজ্জা করা, খোশবু ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা, বিবাহ করা। (তিরমিযী)।

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম হলেন আল্লাহ পাকের প্রিয়তম বান্দা। তারা লজ্জা শরম ও শালীনতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছেন এবং স্বীয় উম্মতকে তাই শিখিয়েছেন। কাজেই নিলর্জ্জ ব্যক্তিরা আল্লাহ ও তাঁর পয়গাম্বর আলাইহিমুস সালামদের সম্পূর্ণ দূরে। আর কাফের ফাসেকদের নিকটতম, ইসলামের শত্রু ইবলিসের মিত্র।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে যাবতীয় গোমরাহী অশালীনতা ও নির্লজ্জতা থেকে হেফাযত রাখুন। আমীন।

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

পর্দা কি অবরোধের নিদর্শন না স্বাধীনতার গ্যারান্টি?

আমরা যথেষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহকারে নারীর প্রকৃতি ও তার চরমোৎকর্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করেও দেখেছি যে, নারী যদি পুরুষের কর্ম ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ না করে, তবেই তার পক্ষে যাবতীয় উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব হতে পারে। তা না হলে অবাধ মেশামেশার কারণে নারী তো ধ্বংস হবেই, বরং পুরুষ তথা গোটা জাতিকেও ধ্বংস হতে হবে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক অবাধ মেলামেশার দরুন দৈনন্দিন জীবনে যে সব অনাচার প্রকাশ পাচ্ছে বিস্তারিতভাবে তথ্যানুসন্ধান করে তা তুলে ধরা ছাড়াও এর বিষফল সম্পর্কে নারী স্বাধীনতার প্রবক্তারাও ভাল করেই জ্ঞাত। নারীর স্বাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং তাদেরকে পুরুষের অন্যায় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার একমাত্র উপায় ও অস্ত্র হল পুরুষদের নারী সম্পর্কী দায়িত্ব পালন ও নারীদের পর্দার কার্যকারিতা উপলব্ধি করে তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা।

নারী সমস্যার মত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার সময় আমাদের পক্ষে এ ক্ষণস্থায়ী জড় প্রদান সংস্কৃতি-সভ্যতার চোখ ভুলানো চাকচিক্য দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়াই উচিত। ইউরোপের নারী সমাজ ইউরোপের সভ্যতার যে সব বাহ্যিক চাকচিক্যময় প্রদর্শনী দ্বারা তৃপ্তি লাভ করছে, তার মনোহর রূপকে পাকাপোক্ত বা স্থায়ী বলে ধারণা করা আদৌ সঙ্গত নয়, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা সামাজিক বিভ্রান্তি। এ বিভ্রান্তি অনুসন্ধান প্রয়াসী ব্যক্তিদেরকে অবলীলা ক্রমেই এমন কতিপয় নিরর্থক ও সস্তা অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়, যার সাথে প্রকৃত বাস্তবতার অতি দূরেরও কোন সম্পর্ক থাকে নারি যদি নারী স্বাধীনতার এ নয়া পরিবেশ আপাতত কিছুকালের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিতও হয়, তথাপি অদূর ভবিষ্যতেই এর অনুপযোগিতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে বাধ্য। কারণ এটা মানব প্রকৃতির সাথে মোটেও খাপ খায় না। তাছাড়া পুরুষের আত্মমর্যাদাবোধ সাময়িকভাবে সস্তা আমোদ-প্রমোদের ফাঁকে চাপা পড়ে থাকলেও তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করা উচিত নয়, বরং যখনই হোক, পুরুষের আত্মমর্যাদা বোধের অনল-শিখা আবার একদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবেই এবং তখন এ নারী সমাজের যাবতীয় তথাকথিত স্বাধীনতাকে পুড়িয়ে ছাই করে ছাড়বে।

যারা মানুষ ও মানবতার সমষ্টিগত অবস্থাকে সাধারণ ভাবেও পর্যালোচনা করে দেখেনি, তদের কাছে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি কাব্যিক কল্পনার মতোই অর্থহীন আকাশকুসুম চিন্তাধারা বলে মনে হতে পারে, আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা আমাদের এ অভিমতকে বাস্তব সত্য জ্ঞানসম্মত বলে পছন্দ করার সাথে সাথে এটাকে ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণে সমৃদ্ধ বলেও মনে করবেন।

সুতরাং এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ রোমাণ সাম্রাজ্যের অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরছি। সে রোমান সাম্রাজ্যে যা সকল ইউরোপীয় রাষ্ট্রেরই মাতৃতুল্য এবং যা বর্তমান ইউরোপের বিরাট বিশাল সুসভ্য রাষ্ট্রসমূহে প্রবাহিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধারার উৎস-মূল, রোম (বর্তমান ইটালীর রাজধানী) শহরে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন হয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ে এ রাজ্যটি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও গুরুত্বহীন। তারপর কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রমাগত উন্নতি করে তা সভ্যতা সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়। এমন উন্নত রাজ্যেও নারী জাতিকে পর্দার অধীনে রাখা হত।

যেমন, উনবিংশ শতাব্দীর ইনসাইক্লোপীডিয়া উল্লেখ রয়েছে ঃ রোমানদের নারীরাও তেমনই কাজ কর্ম পছন্দ করত, যেমন পুরুষরা পছন্দ করে থাকে। সুতরাং তারা স্ব স্ব গৃহে থেকেই গৃহস্থালির সমুদয়কার্য সম্পাদন করত এবং অন্যদিকে তাদের স্বামী, পিতা ও ভাইয়েরা শুধু সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করেই দায়িত্ব পালন করত। গৃহস্থালির কার্যাদি থেকে অবসর হওয়ার পর সুতা কেটে পরিস্কার করে তা দিয়ে কাপড় বুনন করাই ছিল তাদের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রোমান নারীরা অত্যন্ত কঠোরভাবে পর্দা পালন করত, এমন কি তাদের মধ্যে যে নারী ধাত্রীর কাজ করত, সেও বাড়ীর বাইরে গমন করলে পুরু মুখাবরণ দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ঢেকে নিয়ে তদুপরি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলন্ত একটি মোটা চাদর জড়িয়ে নিত এবং এ চাদরের পরও একটি আবা পরিধান করত। ফলে তার চেহারা দৃষ্টিগোচর হওয়াত দূরের কথা, এমনকি দৈহিক গঠনাকৃতি অনুমান করাও দুস্কর হত। (আর পর্দাপ্রাথা ইসলাম তথা হযরত ঈসা (আঃ)-এর আর্বিভাবেরও আগের কথা। এ হল ইসনসাইক্লোপীডিয়ার ভাষ্য।

রোমানদের নারী সমাজ যখন পর্দার অধীনে বাস করত, তৎকালে রোমান জাতি প্রতিটি শিল্পকলায় এবং সর্বপ্রকারের উৎকর্ষ অতুলনীয় উন্নতি ও পারদর্শিতা অর্জন করে। প্রস্তুর খোদাই করে প্রতিকৃতি, গৃহ নির্মাণ, দেশ বিজয়, রাজ্য শাসন, মান-মর্যাদা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা-কৌশল সর্বক্ষেত্রেই সমগ্র বিশ্বের জন্য জাতিবর্গ রোমানদের তুলনায় একেবারেই নগণ্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু উন্নতির চরম শিখরে আরোহণের পর রোমানদের মধ্যে ভোগ বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের জোয়ার পরিলক্ষিত হল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই তারা তাদের অন্তপুরের নারী জাতিকে পর্দার বন্ধন থেকে মুক্তি দান করল, যেমন খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের আসরগুলোতে, ক্লাবে, থিয়েটারে ও কুস্তীর আখড়ায় নারীরাও পুরুষদের পাশাপাশি যোগদান করে আনন্দের পরিবেশকে অধিকতর মোহমগ্ন করে তোলে। যা হোক, রোমানদের নারী সমাজ পর্দার বাইরে এল সত্য, কিন্তু ঠিক এমনভাবে, যেমন বুকের পাঁজড় থেকে হৃদযন্ত্র বের হয়ে যায়। এবার এ আক্রমণকারী শ্রেণী (পুরুষ) শুধু ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের জন্য নারীদের

চরিত্র নষ্ট করে তাদের পবিত্রতাকে কলুষিত করার অবাধ সুযোগ পেয়ে বসল এবং এভাবে তাদের লজ্জা-শরমের ইতি ঘটায়ে ছাড়ল।

অবশেষে সে সপ্ত পর্দার অন্তরালে অবস্থান কারিনী নারীরাই ক্লাবে-থিয়েটারে গমন করতে লাগল। বলরুমে, রঙ্গমঞ্চে আর নাচের আসরে মেয়েদের নৃত্য-গীতের পেশা আবিষ্কৃত হল। পরিণামে মহিলাদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এমনভাবেই বৃদ্ধি পেল যে, যেসব খ্যাতনামা পুরুষ দেশ শাসন ও রাজ্য পরিচালনার খাতিরে পার্লামেন্ট বা সিনেটর সদস্য নির্বাচিত হতেন, তাঁরাও নারীদের ভোটে নিযুক্ত হতেন।

এ পরিস্থিতি সৃষ্টির পর থেকেই রোমান সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে নানা ধরনের ধ্বংসলীলা বয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস পর্যালোচনাকারীদের প্রত্যেকেই চরম বিস্ময়য়ে হতবুদ্ধি হয়ে দেখতে পান যে, নারীদের নরম-নাজুক হাতই কেমনভাবে রোমান সাম্রাজ্যের এ বিরাট-বিলাসপূর্ণ সুরম্য প্রাসাদ আর সুদৃঢ় ইমারতের এক একটি ইট পর্যন্ত খসিয়ে ফেলেছে এবং এর সমস্ত গৌরব নারীকে ধূলিস্যাৎ করে ছেড়েছে।

নারীরা কি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অসদ উদ্দেশ্য ও দুশ্চরিত্রার বশবর্তী হয়ে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল? না, এতে তাদের নিজস্ব কোন অপরাধ ছিলো না, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নারীদেরকে বেপর্দা করে দেয়ার পর প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই পুরুষরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এবং নারীকে কেন্দ্র করেই পরস্পর হানাহানি কাটাকাটি শুরু করে দেয়। এটা এমনই একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা যা স্বীকার করতে কেউই কোনরূপ দ্বিধা প্রকাশ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ পণ্ডিত লুইস প্ররোল 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এর একাদশ খণ্ডে 'রাজনৈতিক গোলযোগ শীর্ষক নিবন্ধে যা লিখেছেন তা দেখা যেতে পারে। তিনি লিখেন ঃ

"রাজনৈতিক বিষয়াদি ও রাজনীতির মৌলিক নীতিসমূহের ক্ষেত্রে দোষক্রটি সংক্রামণেব দৃষ্টান্ত প্রতি যুগেই এক ধরনের দেখা গেছে, বিশেষ করে সব চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, রাজনৈতিক গোলযোগের যে সমস্ত লক্ষণ পূর্বকালে দেখা গিয়েছিল, আজ ঠিক তদ্রূপই দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ উন্নতমানের চারিত্রিক ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করার ব্যাপারে সর্বকালে নারীর ভূমিকাই রয়েছে সর্বপ্রধান।"

কিন্তু আমরা বলতে চাই যে, বিজ্ঞ প্রবন্ধকারের পক্ষে গোলযোগের সৃষ্টির সমুদয় দায়িত্ব নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হতে বিরত থাকাই উচিত ছিল। কারণ মূলতঃ ব্যক্তিগত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নারী কখন দুষ্কৃতিকারিণী নয়, বরং যাবতীয় দুষ্কৃতি ও দুরাচার পুরুষেরই কাজ, অবশ্য পুরুষ তার এই নীচ বাসনা

চরিতার্থ করার জন্য নারীকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এবং তার দ্বারা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের কাজ নিয়ে থাকে। সুযোগ্য প্রবন্ধকার অতঃপর রোমান সাম্রাজ্যের তৎকালীন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে বর্তমান যুগের ভয়াবহ লক্ষণসমূহের তুলনা করে দেখাতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"রোমান গণতান্ত্রিক শাসন আমলে শেষের দিকে পদস্থ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ চঞ্চলমতি ও বিলাসপ্রিয় নারীদের সংসর্গের প্রতি অতি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তৎকালে এই ধরনের নারীদের কোন অভাবও ছিল না। তখন যে অবস্থা ছিল বর্তমানেও ঠিক তদ্রূপই দেখা যাচ্ছে। নারীদের প্রতি একনজর দেখলেই বোঝা যায় তারা বিলাসপ্রিয়তার সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চার পশ্চাতে ছুটে বেড়াচ্ছে এবং তাদের এ সখ উন্মাদনার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

বলুন যে রোমান জাতিকে একদিন তাদের সম্ভ্রমপ্রিয়তা প্রগতি ও কৃষ্টি সভ্যতার চরমশিখরে উন্নীত করেছিল, মহান পূর্বপুরুষদের কৃতিত্বসমূহ বিস্মৃত হয়ে তারা চরম অধঃপতনের অন্ধকার গহ্বরে নিপতিত হল কেন? এতোখানি উন্নতি ও মান-মর্যাদা অর্জন করার পর ধ্বংস আর অপমানের পথ বেছে নিতে গিয়ে তারা এতটুকু লজ্জা বোধ করল না কেন? এ কথা কেমন করে কল্পনা করা যেতে পারে যে, যে জাতি তাদের চরমোন্নতির সুবর্ণ সুযোগে নারীদেরকে কঠোরভাবে পর্দার অধীনে রাখত, তারাই শেষ পর্যন্ত তাদের সে অন্তঃপুরবাসিনী নারীদেরকে যখন ইচ্ছা তখন রাজা-বাদশা আর মন্ত্রীবর্গকে পদচ্যুত করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দিতে সম্মত হল? এমন একটি বিস্ময়কর বিপ্লব কেমন করে সাধিত হল, কিছুই বোধগম্য হয় না। ব্যাপারটি অবশ্যই ক্রমগতিতে সংঘটিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এ অবস্থার অগ্রগতি ধীরেই সাধিত হয়েছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তির ওপর ক্রমগতিতে এর প্রভাব প্রসারিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বিষয়টিকে কোনই গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অতঃপর যখন এর আগুন ভেতরে ভেতরে জ্বলতে জ্বলতে শিখায়িত হয়ে ওঠে তখন এটা মারাত্মক ব্যাধির মত একেবারেই দেহ মনকে পুড়ে কালো করে দেয়। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন, উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকোষ প্রণেতা লিখেছেন, "রোমান সম্রাটদের রাজত্বকালেই নারীদের বিলাসপ্রিয়তা ও রূপচর্চার প্রতি উন্মাদনাকর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় নতুবা রোমান সাম্রাজ্য যখন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল, তখন নারীদের জীবন যাত্রা গৃহসীমানার মধ্যেই সীমিত ছিল এবং তারা বাড়িতে বসে সুতা কেটেই অকবসর বিনোদন করত। কিন্তু পরবর্তীকালে সেখানে বিলাসিতার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমন কি শেষ পর্যন্ত খ্যাতনামা রোমীর দার্শনিক কটন তাঁর স্বজাতিকে তাদের অনিবার্য ধ্বংসের ইঙ্গিতবাহী এই মহাশঙ্কা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন।"

আজ আমাদের দেশে নারী সমাজের জন্য পর্দার পক্ষপাতীরা যে কাজ করছেন, তৎকালে 'কটন'ও তাই করে গেছেন। ইতিহাস ঘুরে ফিরে আপন চমক দেখিয়ে যায়।

কিন্তু দার্শনিক কটনের উপদেশবাণী তখন ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে অল্প দিন পরেই রোমানদের আমীরানা কার্যত বিলাসিতার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

'বিশ্বকোষ' প্রণেতা অতঃপর রোমানদের পোশাকের বিভিন্ন প্রকার এবং নারীদের রূপ চর্চার নানা ধরন-ভঙ্গীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা তা উল্লেখ না করে শুধু এতোটুকু দেখাতে চাই যে, দার্শনিক কটন তাঁর জাতিকে কি বলেছিলেন এবং তাদেরকে পর্দাপ্রথা বিলোপের মারাত্মক পরিনতি সম্পর্কে কিভাবে হুঁশিয়ার করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সতর্কবাণীসমূহইবা কেমন করে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল। এগুল এমনই ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা, যা আমাদের ছাড়া অন্যান্য জাতির ওপরও ঘটে চলেছে, কাজেই আলোচ্য ঐতিহাসিক বিষয়গুলোকে ভালভাবে মানসপটে গেঁথে নেয়াই আমাদের একান্ত কর্তব্য। কারণ আমরা জানি, বর্তমানে আমরা মুসলমানরা এক মারাত্মক বিপদসংকু পথে চলেছি। রোমানদের কথা বাদ দিয়েও 'চৌদ্দশ' বছর আগের বীর জাতি মুসলমানদের এত অবনতি ও অপমানের কারণও কি সে একই বস্তু নয়? তখন নারীরা পর্দায় থাকতেন পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতায় সুড়সুড়ি দেয়ার মত কারণ হত না। তাই পুরুষরা নিজ নিজ দায়িত্ব শৌর্য-বীর্যের সাথে বীর দর্পে পালন করতে পেরেছিল এবং নারীদেরকে ভোগ-বিলাসের জন্য ব্যবহার করত না, ব্যবহার করত স্বাভাবিক প্রয়োজনে। নারীরা পর্দায় থাকার কারণে পুরুষের যৌন্ন উম্মত্ততাও তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকত। তাই রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম স্বাভাবিক ও সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হত।

আর এখন পথে-ঘাটে, অফিসে-আদালতে নারীরা যখন বের হয়ে পড়েছে, পুরুষ হয়ে পড়ছে অকর্মণ্য। তাদের দায়িত্বজ্ঞান কমে গেছে, কাজের মধ্যে এসেছে যথেষ্ট অবহেলা, আর বেড়ে গেছে যৌন উম্মত্ততা। বিলাসী চিন্তাধারা তাদেরকে করে ফেলেছে অসৎ ও দুর্নীতিবাজ, যার ফল হয়েছে মুসলমানরা আজ যেখানে সেখানে লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং পারলৌকিক উন্নতিতো দূরের কথা, পার্থিব উন্নতি থেকেও তারা বহু দূরে ছিটকে পড়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা আরো লেখেন যে, "রোমানরা যখন নারীদের রূপচর্চা সীমা নির্ধারণের জন" গৃহীত ও প্রবর্তিত আইনটিকে বাতিল করানোর উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ, বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে, তখন খ্রীস্টপূর্ব দুই বছর পূর্বেকার এই প্রখ্যাত মনীষী তাঁর স্বজাতির এক সমাবেশে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন ঃ "হে রোমের বাসিন্দারা, তোমরা কি মনে কর, যে সমস্ত বন্ধন রমণীকুলকে পূর্ণ স্বাধিকার না দিয়ে বরং তাদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুগত থাকতে বাধ্য করে রেখেছে, রমণীকুলকে ঐ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার দানের পর তাদের আবার রক্ষা করা এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা

সহজসাধ্য হবে? অথচ বর্তমানে এ সব বন্ধন থাকা সত্ত্বেও তো আমরা রমণীকুল দ্বারা তাদের ওপর অর্পিত অপরিহার্য দায়িত্বগুলো অতিকষ্টেও পালন করাতে পারছি না। এ অবস্থা চলতে থাকলে রমণীকুল যে আগামীতে পুরুষদের সমকক্ষতারই দাবি করে বসবে এবং পুরুষদেরকেই একদিন রমণীদের অনুগত হতে বাধ্য করে ছাড়বে, একথাটি কি তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না? তোমরাই বল যে নারীরা শোরগোল আরম্ভ করেছে এবং এ ধরনের বিদ্রোহমূলক সমাবেশ ঘটাচ্ছে, তারা নিজেদের এ দোষ খন্ডানোর জন্য যযুক্তিসংগত প্রমাণ দিতে পারে কি?

শুনে রাখ, এদেরই মধ্য থেকে জনৈকা মহিলা স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন ঃ 'আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হল, আপাদমস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে ও আকর্ষণীয় লাল রং-এর কাপড়ে সুসজ্জিতা হয়ে যাবতীয় উৎসবের দিনেও অন্যান্য দিনে শহরের সমস্ত অলিতে-গলিতে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ান এবং সুসজ্জিত গাড়িতে আরোহণ করে আইনটি (যার উদ্দেশ্য ছিল রমণীকুলকে অতি আধুনিকতা হতে বিরত রাখা) বাতিলের ব্যাপারে আমাদের বিজয় উল্লাস প্রকাশের জন্য ভ্রমণে বের হওয়া। আমাদের ভাষা হল, তোমরা পুরুষরা যেমন শাসনকর্তা নির্বাচনের অধিকার ভোগ করে থাক, তেমনই অধিকার আমাদেরও দেয়া হোক, আমাদের ভোটও গ্রহণ করা হোক (তখনকার পরিস্থিতির সাথে বর্তমান পরিস্থিতির কতই না মিল)। আমরা এটাও চাই যে, আমাদের খরচপত্র ও সাজসজ্জায় উপকরণের যেন কোন সীমা নির্ধারিত করে দেয়া না হয়।" হে রোমীয় বাসী! তোমরা আমাকে প্রায়ই নারী-পুরুষের অপব্যয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে দেখে থাকবে এবং আমি সাধারণ লোকদের ছাড়াও স্বয়ং আইনবিদ ও আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধেও অপব্যয়ের অভিযোগ উত্থাপন করেছি। তোমরা হয়ত আমার মুখে প্রায়ই একথা শুনে থাকবে যে, আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার দু'টি বিপরীতমুখী ব্যাধিতে আক্রান্ত। একটি কৃপণতা এবং অন্যটি বিলাস প্রিয়তা। স্মরণ রেখ, এ ব্যাধি অনেক বিরাট বিশাল-সুসভ্য ও চরমোন্নত দেশকে ছারখার করে দিয়েছে এবং তোমাদের ওপরও সে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে।"

সংশ্লিষ্ট বিশ্বেকোষ প্রণেতা অতঃপর দার্শনিক কটনের এ ভাষণের ওপর নিজের পক্ষ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজন করে লিখেছেন, এ ব্যাপারে মনীষী কটন কোনরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি এবং আলোচ্য আইনটিও বিলুপ্তি ও বিলুপ্তির কবল থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু সে সাথে দেখা যায়, কটন তার জাতিকে যে সব বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়ও নারী সমাজ সীমাতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং আর ভোগ করার জন্য সংগ্রাম ও আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। এ সমাজ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়, নারীকূলের জঘন্য অভিলাষ ও

আজেবাজে সখ তাদেরকে সব সময় নিজেদের সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চাতেই নিবিষ্ট করে রাখে, এমন কি যে বস্তু তাদের সামান্যতম সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করতে পারে, তা অর্জনের জন্য যেন তাদের মথায় উন্মাদনা চেপে বসে!

এ পরিস্থিতি প্রাচীন রোমান দেশে উদ্ভুত পরিস্থিতির চেয়েও বেশী গুরুতর আশঙ্কাজনক। আমরা আর দেখতে চাই যে, রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল নড়ে উঠে গোলযোগ সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে সেখান পরিস্থিতি কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেখানকার নারীরা কি এরপরও দেশের চরমোন্নতির যুগের মত বরাবরই স্বর্ণালংকারেও চোখ ঝলসান লাল রঙ্গের কাপড় পরে পথে-ঘাটে বিচরণ কত বা উচ্চ শ্রেণী গাড়িতে আরোহণ করে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত? কখন নয়, বরং এর পরিবর্তে দেখা যায় রোমান পুরুষরা তাদের রমণীকুলের জন্য মাংস ভক্ষণ, হাস্যদান এবং কথাবার্তা বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

এমন কি তাদের মুখে 'মাউদ সিয়ার' নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র অথচ মজবুত তালাও আটকিয়ে দেয়া হত। যেন তারা কথা বলার জন্র মুখ খুলতে না পারে, এ ধরনের কড়াকড়ি শুধু সাধারণ নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নারীদের ওপরই এ কঠর আইন হয়েছিল। পরবর্তীকালে নারী সমাজের বন্দীদশা আর বৃদ্ধি পায়। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীর এক সময় খোদ রোমেই উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী মনীষীদের এক সমাবেশে এমন প্রশ্নও উত্থাপিত হয় যে, নারীর মধ্যেও কি প্রাণ আছে?

তৎকালে নারীদের অপরাধ সম্পর্কে তদন্তের ব্যাপারে যে সব পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছিল অথবা ঐ বেচারীদের কষ্ট দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের যেসব অস্ত্র ও পৈশাচিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়; 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এর পঞ্চদশ খণ্ডে নারী স্বাধীনতার পর আবার নারীদের বন্দীদশা ও নারী নির্যাতনের যতসব পাষণ্ড ও জঘন্য প্রকারের নিপীড়নের বর্ণনা বিস্তারিতভাবেই দেয়া হয়েছে।

রোমান নারীদের অবস্থার এরূপ দ্রুত পট পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আপন মনেই প্রশ্ন করতে হয়। মাত্র সেদিনের কথা, এ নারীরাই পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছিল এবং পুরুষদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আজ কি করে তাদের এমন অবস্থা হয়ে গেল, যার ফলে তাদেরকে নির্দয়ভাবে পুরুষের অত্যাচার উৎপীড়ন ভোগ করতে হচ্ছে? অত্যাচার উৎপীড়ন এমনই যে, তার কল্পনা করলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে এবং চরম পর্যায়ের বর্বরতামূলক হওয়ার কারণে একে চরম অমানুষিক কার্যকলাপই বলতে হয়। যা হোক, এ বিস্ময়কর পট পরিবর্তন কেমন করে ঘটল? এ ধরনের পরিবর্তন সূচনার কারণই বা কি? কোন জিনিসটি নারী

জাতির পূর্বতন স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সে জায়গায় তাদেরকে একটা বন্দিত্ব ও অধীনতা এবং এমনি ধরনের বর্বরতামূলক ব্যবহারে জড়িয়ে ফেলল? ইতিহাসের পাঠকদের অন্তরে এ সব প্রশ্নের উদয় হওয়া সাভাবিক। আমরা এখানে মাত্র দু'টি কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।

রোমান সাম্রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষে উপনীত, যখন তারা পরিপূর্ণ মান-মর্যাদা ও গৌরবের সাথে বিশ্বের অপরাপর জাতিগুলোর ওপর প্রাধান্য অর্জন করে নিল এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী তাদের মোকাবেলায় বাধ সাধার মত আর কেউ অবশিষ্ট রইল না, তখন তাদের মনের মধ্যে বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তার প্রবৃত্তি ভর করে বসে। পক্ষান্তরে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর পারস্পরিক অবাধ মেলামেশার চরম সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তার শখ পূনউদ্যমে পূরণ হতে পারে না। তাই তারা নারীদেরকে পর্দার বিধি নিষেধ হতে মুক্ত করতে শুরু করে এবং অবস্থা ক্রমে ক্রমে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছে, যে অবশেষে নারী সমাজ রাজনৈতিক বিষিয়েও আধিপত্য অর্জন করে বসে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার দরুন রোমানদের মধ্যে যে ধরনের হীন অভ্যাস ও পঙ্কিল স্বভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বর্ণনালিতে আমাদের লেখনীতেও লজ্জাবোধ করে। এ সমস্ত বদভ্যাসের দরুন তাদের নৈতিক সাহসের অপমৃত্যু ঘটে, উদ্যম ও প্রেরণা দমে যায় এবং স্বভাবে নীচতা দেখা দেয়।

এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতস্বরূপ তাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ নৃশংসতা ও গৃহযুদ্ধের প্রসার ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত এ গোলযোগ এমনি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার নামগন্ধটুকুও আর তাদের মধ্যে বাকী রইল না। এরূপ চরম গোলযোগপূর্ণ অবস্থা চলাকালে কতিপয় নতুন বিষয় এমনও দেখা যায়, যা রোমানদের সম্পূর্ণভাবে পালটিয়ে দেয়। তাদের মনে তখন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে, নারী সমাজই এ সব অনর্থের একমাত্র মূল কারণ। অতএব এরপর নারীদের প্রতি অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের প্রতি দিন দিন অধিকতর কঠোরতা প্রদর্শন করা হতে থাকে এবং পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এক ধরনের ঘৃণ্য পর্যায়ের নারী নির্যাতনের রূপ পরিগ্রহ করে।

আমরা পরিষ্কার দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে, পাশ্চাত্য দেশগুলো আজ আবার নতুন করে ঠিক সে অবস্থা সৃষ্টি করতে চলেছে। পাশ্চাত্য দেশগুলো তাদের নারীদেরকে লোভনীয় করে তোলার জন্য নিত্য নতুন উপকরণ তৈরি করে চলেছে, তাদের প্রতি আসক্ত হওয়ার নতুন নতুন ভাব-ভঙ্গি ও ফন্দি আবিস্কার করে যাচ্ছে এবং তাদের শ্লীলতা ও সতীত্বের ওপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের পন্থা অবলম্বন করে আজকের নারী সমাজকেও তেমনি আপদে বিপন্ন করে তোলার চেষ্টা করছে, যে আপদে পূর্ববর্তী রোমান নারীরা বিপন্ন হয়েছিল।

পাশ্চাত্যের সকল মনীষীই আজ একথা ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন, যার ফলে বিশ্বকোষে পর্যন্ত এ আশঙ্কার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং নারীরা যখন পুরুষের হাতে খেলার পুতুলের চেয়ে বেশী মর্যাদা বা গুরুত্ব পায় না, সর্বোপরি পুরুষরা তখন তাদের ধর্মপরায়ণতার যুগে নারীদেরকে পর্দার অধীন করে রাখে এবং পরে যখন তাদের মনে বিলাসিতা ও আনন্দ উপভোগের বাসনা জাগ্রত হয়, তখনই তারা নারীদেরকে পর্দার বন্ধন থেকে বাইরে টেনে এনে তাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ পূর্বক নারীদেরকে অসচ্চরিত্র করে তোলার পর অবশেষে তাদেরকে নিজেদের জন্য গুরুভার মনে করে আবার আগের চেয়েও কঠোর বিপজ্জনক বন্দীদশায় নিক্ষেপ করে থাকে। এমতাবস্থায় নারীদের পর্দার মধ্যে থাকা নিঃসন্দেহে তাদের পক্ষে এ ধরনের বিপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

তদুপরি পর্দা তাদের চরমোৎকর্ষ ও মর্যাদার ব্যাপারে রক্ষা কবচও। আর কেউ করুক আর না-ই করুক, মুসলিম নারীদেরতো এ বিধান মেনে চলা অত্যাবশ্যক। দুঃখের বিষয়, আজ মুসলিম রাষ্টগুলোতে পাশ্চাত্য ঢল চরমভাবে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে চলেছে। এখনও সময় আছে নারীদের ঘরে ফেরার, এখনও সময় আছে নারীদের পর্দা প্রথায় ফিরে যাবার।

পর্দা কি নারীর চরমোৎকর্ষ অর্জনের প্রতিবন্ধক?

কোন মানুষ যখন কোন জিনিসকে পছন্দ করে ফেলে, তখন তার গুণ বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করার জন্য অকসংখ্য যুক্তি খুঁজে বের করতেও তার বেগ পেতে হয় না। তেমনি কোন জিনিস যদি অপছন্দ হয়, তবে তার দোষক্রুটি প্রমাণের ক্ষেত্রেও তার যুক্তির অভাব হয় না। এটা পৃথিবীর একটি চিরাচরিত নিয়ম। তাই তথাকথিত নারী প্রগতিবাদী ও পর্দা বিরোধীদের বলতে দেখা যায়, 'পর্দা নারীকে তার প্রকৃতিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে দেয়, নারীর শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণতা সাধনে বাধা দান করে, প্রয়োজনের সময় স্বহস্তে তার নিজের জীবিকা অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই জীবনের বহু স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। পর্দার অধীনে থাকা অবস্থায় কোন নারীই সন্তানদের উচ্চমানের শিক্ষা-দীক্ষা দানের উপযুক্ত মা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না এবং পর্দার কারণেই জাতির অবস্থা স্থলরোগে আক্রান্ত মানুষের মত হয়ে দাঁড়ায়।

পর্দা বিরোধীরা যেমন তাদের পছন্দের ওপর যুক্তি দাঁড় করিয়েছে, ঠিক তদ্রূপ পর্দা পন্থীরাও পর্দার পক্ষে বহুবিধ উপকারিতার কথা বলে থাকেন। যেমন,

* পর্দা নারীকে তার সত্যিকার স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দান করে। আর নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা যে কি, তা ইতিপূর্বে আমরা এ বইয়ের মধ্যে লিখেছি।

* পর্দা নারীকে তার আত্মিক শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ করার সুযোগ প্রদান করে। আর এ শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে এমন, যা একজন মায়ের জন্য অপরিহার্য।

* পর্দা নারীকে পুরুষের সাথে একত্রে তাদের কর্মক্ষেত্রে অবতরণ ও অংশ গ্রহণ হতে বিরত রাখে যার ফলে নারী ও পুরুষ উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়। অথচ এ অংশ গ্রহণ এমন, যা বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার অবকাঠামো পর্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছে। ফলে এ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় মহাদেশের খ্যাতনামা চিন্তাবিদরা এ ব্যবস্থায় নারীর জীবিকা নির্বাহের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জোর দাবি জানিয়ে আসছেন।

* পর্দার বদৌলতেই জাতি এমন একটি সুস্থদেহী মানুষের অনুরূপ আদর্শ জাতিতে পরিণত হতে পারে, যে তার সুস্থ সবল বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে অন্যান্য শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও অধিকারী।

আসলে প্রতিটি মতাদর্শের ক্ষেত্রেই যুক্তি প্রয়োগ করা সহজ। কল্পনাবিলাসী হয়ে অনেক কথাই বলা চলে, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। আমরা যখন দেখতে পাই তাহল আগুন কখন তার আওতায় পেয়ে কাউকে রক্ষা করে না, বরং পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কও অনেকটা তাই। এদের পর্দাবিহীন অবস্থায় অবাধে মেলামেশায় পুরুষের বিকৃত যৌনক্ষুধার আগুনে পুড়ে নারীর সতীত্ব ও নারীত্ব বলতে আর কিছু বাকী থাকে না।

এ সম্পর্কে আমাদের লেখা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ছাড়াও বর্তমান নারী স্বাধীনতার পক্ষে যারা, তাদের কর্মকান্ডও এর একটা বড় প্রমাণ। কেননা তাদের বিকৃত যৌন ক্ষুধা নির্বিঘ্নে নিবারণ করার একমাত্র পন্থা হল, অবাধে নারীদেরকে হাতের কাছে পাওয়া তাই তারা পর্দার বিরোধী এবং অবাধে মেলামেশার পক্ষে ওকালতি করে বেড়ায়। এটা নারীদের স্বার্থে তারা করে না, বরং নিজেদের উলঙ্গ কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্যই করে। এর প্রমাণ আমাদের বর্তমান সমাজেই ভুরি ভুরি পাওয়া যায়।

কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা বড় সাহেবের মনোতুষ্টি এটা প্রত্যেক কর্মচারীরই কাম্য। কর্মচারীটি যদি পুরুষ হয় তাহলে এ পদোন্নতি বা মনোতুষ্টি লাভের প্রক্রিয়া এক রকমের হয়, আর যদি কর্মচারীটি নারী হয় তাহলে তার উন্নতি লাভের প্রচেষ্টা ভিন্ন ভাবে হয়। মানুষের উচ্চভিলাষ থাকাটা স্বাভাবিক, চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলাই হোক। পুরুষ হলে তার অভিলাষ চরিতার্থ করার অবৈধ পন্থাগুলোকে তাকে চিরতরে নষ্ট করে দেয় না অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু নারী হলে তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য তাকে অনেক ক্ষেত্রেই নারীত্ব হারাতে হয় এবং তা সম্ভব হয় পর্দা প্রথা না থাকলেই।

পর্দানশীল নারীর উচ্চাভিলাষ থাকলেও তা পর্দা প্রথার কারণে অনেকটা দমে যেতে বাধ্য হয়! মোটকথা পুরুষ যদি সত্যিকারের পুরুষ হয়, তাহলে তার সামনে একটি বিপরীত সেক্সের মানুষ থাকলে এবং প্রকৃতিগত আকর্ষণ-বিকর্ষণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও সে পুরুষের মধ্যে যৌন আগুন প্রজ্বলিত হওয়াটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞানসম্মত। এ ধরনের বেপর্দা সমাজে নারী কেলেঙ্কারীর জন্য পুরুষরা যতটা দায়ী ঐ বেপর্দা নারী কোনক্রমেই তার চাইতে কম দায়ী নয়।

কেননা পুরুষের মধ্যে সুপ্ত যৌন ক্ষুধাকে প্রজ্বলিত করেছে এ বেপর্দা নারী, তাই সেও কম দায়ী নয়।

পর্দাবিরোধীরা একথাও বলে থাকে যে, পর্দার মধ্যে তিনটি এমন মারাত্মক দোষ রয়েছে যা নারীদের ওপর অত্যন্ত বিরূপ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যেমন–

(১) পর্দা নারীর স্বাস্থ্যকে দুর্বল করে তাকে রোগ-ব্যধির শিকারে পরিণত করে। ফলে তার স্নাণুগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরিণামে স্নায়ুসমূহের এ দুর্বলতা নৈতিক শক্তিকেও দুর্বল করে তোলে। এ অনুমানের ভিত্তিতেই তারা বলে থাকে যে, পর্দানশীল নারীরা নাকি নিজেদের কাম প্রবৃত্তির প্রভাবাধীন বন্দিনী হয়ে থাকে। কারণ স্নায়গুলোর শক্তি ও সুস্থতা মানুষকে তার কামোত্তজেনা আয়ত্তে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। পক্ষান্তরে প্রধানত স্নায়ুগুলোর দুর্বলতার কারণেই মানুষ তার কাম-প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখতে পারে না, বরং কামোন্মদনায় গা ভাসিয়ে দেয়।

(২) পর্দার কারণে বিবাহেচ্ছুক পুরুষ তার ভাবী স্ত্রীকে দেখতে পারে না এবং মূলত এটাই বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাক আর স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অনৈক্যের বড় কারণ।

(৩) পর্দাই নারীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন হতে বিরত রাখে এবং তাকে ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যালয় বা বোডিং হাউস থেকে নিজের নৈতিক শক্তিসমূহ বৃদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে।

আমরা উল্লেখিত তিনটি যুক্তিরই প্রতিবাদ করছি। আমরা বলতে চাই যে, পর্দানশীল নারীরা রুগ্ন-ব্যাধিগ্রস্ত নয়, তাদের স্নায়গুলোও দুর্বল হয় না, বরং মোটামুটিভাবে তারা বেপর্দা নারীদের তুলনায় অধিকতর সুস্থ-সবল হয়ে থাকে। এটা এমনই একটি সাধারণ ব্যাপার যে, এশিয়ার যে কোন লোক অতি সাধারণ পর্যালোচনার পরই এ বাস্তব সত্যটিকে যথার্থ বলে স্বীকার করে নেবে। কারণ মুসলিম নারীরা আজ চৌদ্দশ' বছর যাবত পর্দার মধ্যে থেকে জীবন যাপন করে আসছে। পর্দা যদি আদতেই নারীদের মধ্যে কোন রকম দুর্বলতার সৃষ্টি করত তাহলে এ দুর্বলতা তাদের মধ্যে বংশানুক্রমে বৃদ্ধি পাওয়াটাও অপরিহার্য ছিল। আর সত্যিই এরূপ হলে আজ মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী মাত্রই দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার জীবন্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াত। কারণ বায়োলজী বা জীব তত্ত্বের নিয়মাবলী সুস্পষ্টভাবে এটাই নির্দেশ করছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উল্টা দেখতে পাচ্ছি। সাধারণত দেখা যায়, পর্দানশীন নারীদের সন্তানরা বেপর্দা নারীদের সন্তানদের তুলনায় অধিকতর সুস্থদেহ ও সবল হয়ে থাকে।

এতদতসঙ্গে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংখ্যা তাত্ত্বিক রিপোর্টগুলো উল্লেখযোগ্য। পর্দার রেওয়াজ রয়েছে এমন দেশে নারীদের মৃত্যুর হার অধিক বলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংখ্যাতাত্ত্বিক রিপোর্টগুলো দ্বারা মোটেই প্রমাণিত হয় না। অথচ পর্দা যদি প্রকৃতই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতো, তবে নারীদের অধিক সংখ্যায় মৃত্যুবরণ ও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াত এবং তেমন অবস্থায় নারীদের মধ্যে মৃত্যুর হার স্বভাবতই

পুরুষের তুলনায় অধিক হত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আদৌ এরূপ হচ্ছে না।

অতঃপর পর্দানশীল নারীরা তাদের কাম প্রবৃত্তির দাসী হয়ে থাকে বলে যে দাবি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বলতে হয়, যে প্রকৃতপক্ষে এটাই একটি আজব ধরনের সঙ্গতিহীন কথা। ব্যবহারিক মনস্তত্ব-বিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহের সাথে উক্ত দাবির সামান্য মাত্রও সঙ্গতি নেই।

প্রত্যেকেই জানে, কামোদ্দীপক পরিবেশ ও উপকরণাদি দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে থাকলেই মানুষের মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং উদ্দিষ্ট বস্তু আনায়াসে লাভ করতে পারার সুযোগ থাকলেই প্রবৃত্তির উত্তেজনা বুদ্ধি-জ্ঞানকে পরাস্ত করে সহজে মানুষের পদস্খলন ঘটাতে পারে। উপরোক্ত মুলনীতির ভিত্তিতে আমরা সত্যের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই, কোন ধরনের নারীরা উত্তেজনাকর উপকরনাদির অধিকতর সুযোগ লাভ করতে পারে? পর্দানশীনরা না বেপর্দা নারীরা?

যে নারী বংশানুক্রম উত্তরাধিকারস্বরূপ প্রাপ্ত ধর্মীয় প্রেরণা, লজ্জাশীলতা ও মর্যাদাবোধের দরুন পর পুরুষের সাহচর্য হতে দূরে সরে থাকে, তার ওপর কামোদ্দীপক উপকরণাদির প্রভাব পড়বে? না যে নারী প্রকাশ্যে ও বিনা দ্বিধায় পর পুরুষের সাথে ঘুরে বেড়ায় তার ওপর ? স্বাভাবগত দিক থেকে দ্বিতীয় প্রকৃতির নারীরাই কি এর উপযোগী নয়? এছাড়াও মনস্তত্ব বিজ্ঞান ও আমাদের দাবির সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ যোগাচ্ছে।

তথাপি এ যুক্তিটির পরিবর্তে আমরা অপর একটি যুক্তি পেশ করছি। কোন মানুষ যদি অনায়াসে তার মনোবাঞ্ছনা পূরণের অবাধ সুযোগ-সুবিধা পায়, তবে এ সুযোগ তার পদস্খলনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, পরিণামে তার লজ্জা-শরম ভেঙ্গে যায়, আত্মমর্যাদাবোধ বিলুপ্ত হয়, নিজের প্রবৃত্তির ওপর সে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং এভাবে সে অতি সহজেই নীতি-নৈতিকতা বিরোধী কুঅভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও একই মুরব্বির তত্ত্বাবধানে পালিত দুজন সমবয়স্ক ও সমপাঠী যুবকের কথাই ধরুন। তাদের মধ্যে একজন হয়ত নিজ পরিবারের লোকদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে এবং একমাত্র ব্যক্তিগত সভ্যতা-ভদ্রতা ও দুর্নামের ভয় ছাড়া তার সামনে এমন কোন বাধাই নেই, যা তাকে মনস্কামনা পূরণে বিরত রাখতে পারে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় যুবকটি তার পরিবারের লোকদের সাথে একত্র বসবাস করছে এবং চতুর্দিক থেকেই কড়া প্রহরাধীনে রয়েছে। কাজেই তার নিজের ও তার কোন প্রবৃত্তির মাঝখানে এমন বহুবিধ বাধা বিদ্যমান রয়েছে যে, কখনও একটি বাধা অপসারণ করা সম্ভব হলেও অপর একটি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এখন বলূন তো, উল্লেখিত দুজন যুবকের মধ্যে কোন্ যুবকটি তার মনস্কামনা পূরণের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে এবং কে বেশী উতলা হয়ে উঠবে? নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, প্রথমোক্ত যুবকটিই এর শিকার হবে।

উক্ত যুবকের দৈহিক সুস্থতা বা সুষ্ঠু স্নায়বিক শক্তি তার যৌবনের উন্মাদনাকে প্রতিহত করে রাখবে কেউ কি এমন উদ্ভট কথা বলতে পারে? কখন নয়, বরং তার সুস্থতাইতো তাকে অধিকতর প্রেরণা যোগাবে এবং যে কোন উপায়ে মনোবাসনা পূরণে উৎসাহিত করে তুলবে। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা ভালভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে।

উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একজন রক্ষণশীলা ও পর্দানশীল নারী খুব কমই কাম প্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট হয়, তার মন মস্তিস্কও এ ধরনের কল্পনা কদাচিৎই জাগরূক হতে পারে। পক্ষান্তরে প্রকাশ্যে বিচরণকারিণী, পুরুষের সাথে ঢলাঢলি করে এমন নারীদের মধ্যে এ ধরনের কামনা-বাসনা নিঃসন্দেহে প্রবলতর হবে। এটা সর্বজনস্বীকৃত একটি বাস্তব সত্য।

স্নায়বিক দুর্বলতা ও মানসিক শক্তির স্বল্পতার দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, এক্ষেত্রেও এশীয় নারীদের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশীয় পর্দাহীন নারীদের সংখ্যাই বেশী। বস্তুত পর্দানশীলতা ও বাড়ির চতুর্সীমায় নিরাপদে বসে থাকার কারণেই স্নায়বিক দুর্বলতার সৃষ্টি হয় না, বরং এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। স্নায়বিক দুর্বলতার কারণেই মানুষ হত্যা অথবা আত্মহত্যা করতে পারে, আর এ হত্যা আর আত্মহত্যার দিক থেকে রিপোর্ট নিলেও দেখা যাবে যে, পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের রক্ষণশীল সমাজের নারীরা অনেক কম অভ্যস্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে, স্নায়ুবিক দুর্বলতার দিক থেকেও পর্দানশীনরা সংখ্যার দিক থেকেও বেপর্দা নারীদের তুলনায় অনেক কম।

দৈনন্দিন খবরের কাগজে যে সব আত্মহত্যা বা হত্যার কথা ছাপা হয় তার অধিকাংশই বেপর্দা নারীদের কাজ। পর্দানশীল মহিলা মধ্যে শতকরা একজনও পাওয়া যাবে না। আরো দেখা যাবে নারীদের প্রতি নির্যাতন ও ধর্ষণের যে লোমহর্ষক ঘটনাগুলো ইদানিং খবর হচ্ছে, তার অধিকাংশই বেপর্দা নারী ব্যাপার সেপার, পর্দানশীল কোন একটি নারী সম্পর্কেও (যতদূর জানা আছে) ধর্ষিতা হয়েছে বা লাঞ্ছিতা হয়েছে এমন কোন খবর আজ পর্যন্ত আমরা পাইনি।

তাহলে বলুন পর্দা কি নারীদের রক্ষা কবচ নয়? যত বেপর্দাভাবে চলা হবে ততই ধর্ষণ, নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ সমাজে বাড়তেই থাকবে, একে নারী স্বাধীনতার নামে শ্লোগান দিয়ে প্রতিরোধ করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কেননা বেপর্দা হয়ে তার রূপ লাবণ্য দিয়ে পুরুষদের কাম উদ্দীপনাকে প্রজ্বলিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে তার মনস্কাম না পূরণে বাধা আসলেই এসিড নিক্ষেপ অথবা হত্যা অথবা জোরপূর্বক ধর্ষণ, পরে হত্যার মত জঘন্য অপরাধগুলো অনায়াসে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রতিকারের একমাত্র পথ হচ্ছে পর্দা প্রথা গ্রহণ করা এবং ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাওয়া। চাই মুসলিম হোক বা অমুসলিমই হোক। পর্দা সবার জন্যই গ্যারান্টি।

পর্দার আরেকটি দোষ সম্পর্কে বলা হয়েছিল, পর্দার দরুন বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষ তার ভাবী জীবন সঙ্গিনীর চেহেরা দেখে নেয়ার সুযোগ পায় না এবং পর্দাবিরোধীদের মতে এটাই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নৈকট্য ও বিবাহ বিচ্ছেদের মাত্রাধিক্যের মূল কারণ, আমরা এর উত্তরে প্রথমে বলতে চাই যে, একথা সত্য নয়। পর্দা প্রথার মধ্যেও একজন পুরুষের জন্য তার ভাবী স্ত্রীকে একবার হলেও দেখে নেয়ার প্রথা অবশ্যই আছে। আর ইসলামেত শুধু প্রথাই নয়, দেখাকে সুন্নত করা হয়েছে এবং এ দেখার উপকার হিসেবে বলা হয়েছে, বিবাহোত্তর প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা বৃদ্ধি পাবে এবং একে অপরকে বুঝতে চেষ্টা করবে, একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না ইত্যাদি। বাস্তবেও আমরা একটি কট্টর ইসলামী দাম্পত্যের মধ্যে এ সব উপকারিতা সত্যরূপেই দেখতে পাই।

নির্লজ্জ ও নগ্ন নারী স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বনকারীদের পক্ষ থেকে পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রাচ্যের নারী সমাজের শোচনীয় অবস্থা ও বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের সংখ্যাধিক্যের অনেক যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং পর্দা প্রথাকেই এ সব আপদের মূল কারণ ও যাবতীয় অনিষ্টের উৎস-মূলরূপে নির্দেশ করা হচ্ছে। পর্দা প্রথা অবসানের জন্য তাদের পক্ষ থেকে জোরদার সংগ্রামও চলছে। পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দাবি হল, একমাত্র পর্দা প্রথার বদৌলতেই প্রাচ্যের নারী সমাজ বর্তমানের চেয়ে শত সহস্র গুণ বেশী শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে নতুবা আজ তাদের যে কেমন করুণ অবস্থা হত, তা কল্পনা করতেও ভয় হয়।

অতএব একজন মূর্খ ও নিম্নশ্রেণীর নারীর পক্ষেও যখন পর্দা প্রথা অনেক মারাত্ম সামাজিক ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার অবলম্বন ও বহু আপদ থেকে রক্ষাকারী। তখন নিঃসন্দেহে জ্ঞান ও যোগ্যতার ভূষণে ভূষিতা একজন নারীর পক্ষেও এ পর্দা প্রথাই তাকে তার স্বভাবগত কর্তব্য পালনের উপযোগী সম্মানিত আসনে সমাসীন করার এবং তার প্রকৃত উৎকর্ষ অর্জনের পথ নির্দেশ করার জন্য সর্বাধিক কার্যকরী অবলম্বন হবে।

পর্দা প্রথার জন্য এ ধরনের বিস্ময় প্রকাশের কারণ কি তা আমাদের বোধগম্য নয়। পর্দা প্রথার দরুন যে সব অনিষ্টের সূত্রপাত হয় বলে কল্পনা করা হয়, নারী সমাজে ঐ সব অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে অনাবৃত মুখে বেপর্দা চলাফেরা করাকেই একমাত্র রক্ষাকবচ বলে মনে করা হলে আমরা জিজ্ঞেস করি, পাশ্চাত্য দেশগুলোওত এ সব কারণ সগৌরবে বিদ্যমান রয়েছে কেন? সেখানে কেন এ সব ব্যাপার ও সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে না?

বস্তুত বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত যে কোন লোক ভালভাবেই জানে যে, নারী সমাজকে স্বাধীনতা দানকারীরা পর্দা প্রথার যে সমস্ত অনিষ্ট ও দোষত্রুটি নির্দেশ করে তাকে, সে সমস্তই হুবহু তাদের নিজের জড়বাদী সভ্যতার অনুসারী সমাজেও বিদ্যমান রয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, স্বয়ং পাশ্চাত্য সমাজে এ সমস্যা আমাদের এসব দেশের তুলনায় অনেক বেশী প্রকট।

দৃষ্টান্তরূপ বলা যায় যে, এক রিপোর্ট অনুযায়ী মিসরে ৬৩৭৩১ জন নারী ব্যবসা-বাণিজ্য বা মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। পক্ষান্তরে ফ্রান্সে ৫০ লক্ষাধিক নারী ব্যক্তিগত কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য। এখন এ দুইটি দেশের লোকসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে হিসেব করে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে, ফ্রান্সে শতকরা ১৪ জন এবং মিস শতকরা আধাজন নারী জীবিকা অর্জনের জন্য মেহনত মজুরী করে থাকে। এ সংখ্যাতত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সর্বাধিক সুসভ্য দেশের নারী সমাজ ও আমাদের প্রাচ্যকে মিসরের তুলনায় বহু গুণ বেশী অভাব অনটন ও আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত রয়েছে।

বড় মজার ব্যাপার হচ্ছে, তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এ সব নারীর মজুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার কারণে তাদের পরিবার বা সংসারের কোন রকম ক্ষতি সাধিত হচ্ছে না বলে দাবি করে থাকেন। চমৎকার কথা বটে। কারণ এটা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরিত, পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমতের পরিপন্থী। আমাদের উচিত, এ ধরনের কোন প্রশ্নে মতানৈক্যের আশংকা দেখা দিলে নিজের অভিমতের সমর্থনে স্বয়ং সে ঘরের অধিবাসী ও সমাজ বিজ্ঞানের অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমতকেই যুক্তি স্বরূপ গ্রহণ করা। কারণ তাঁরাই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সুষ্ঠুরূপে অবহিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে স্বীকৃত খ্যাতনামা সমাজ বিজ্ঞানী দার্শনিক 'জল সাইমন' তো খাস ইউরোপের মাটিতে বসেই চীৎকার করে বলেছে, ফ্যাক্টরী আর কারখানাগুলো নারীকে তার ঘর থেকে বের করে দিয়েছে এবং গার্হস্থ্য জীবনের মূলনীতিকে ভেঙ্গে চুরে খান খান করে ফেলেছে, অথচ আমরা বলি, বাহির্বাটির জীবন সংগ্রামের কাজ কারবারে নারীদের অংশ গ্রহণের দরুন তাদের গার্হস্থ জীবনের ক্ষেত্রে আদৌ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি! বস্তুতঃ জল সাইমন একই এ সত্যটি উপলব্ধি করেন নি, বরং নির্বিচারে সব সমাজ বিজ্ঞানীই এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত।

অতিরিক্ত প্রমাণ স্বরূপ আমরা এখানে খ্যাতনামা ইংরেজ পণ্ডিত স্যামুয়েল স্মাইল্‌স্ এর অভিমতও উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন, যে বিধান নারী সমাজকে শিল্প-কারখানায় কাজ করার অনুমতি দান করে, তা দ্বারা দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যতই উন্নতি করুক না কেন, এ ব্যবস্থার পরিণামে গার্হস্ত জীবন নিশ্চিত ভাবেই টল টলায়মান হয়ে পড়েছে, এ ব্যবস্থা সাংসারিক জীবন যাপন পদ্ধতিকে আক্রান্ত করেছে, সংসার ও পরিবারের সুসজ্জিত ইমারতকে ধ্বংস করে সামাজিক বন্ধনগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে, এ ব্যবস্থা স্ত্রীকে স্বামী থেকে এবং সন্তান-সন্তুতিকে তাদের আত্মীয়-স্বজন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এমন এক অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল নারীর নৈতিক অবস্থার অধঃপতন। কারণ প্রকৃতপক্ষে নারীদের স্বভাত কর্তব্য হল গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্বগুলো পালন করা, নিজের বাড়ি-ঘরের সাজ-সজ্জা ও সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন ও

শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংসারের ভিন্ন মুখী প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সংসার জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনা ও মিতব্যয়িতা গ্রহণ করা। কিন্তু কল-কারখানাগুলো নারীদেরকে এ সব দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

এখন ঘর ঘর নেই; সন্তান-সন্তুতি আর প্রয়োজনীয় উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা পায় না, বরং অযত্নে পড়ে থাকে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসায় ভাটা পড়ে গেছে; নারীকে আজ আর খোশ মেজাজ স্ত্রী পুরুষের প্রিয়তমা বলেই মনে করা হয় না, বরং পরিশ্রমের কাজ করার ব্যাপারে সে আজ পুরষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে; নারীকে আজ এ সব প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটায়, অথচ মানসিক ও নৈতিক মানের ওপরই মর্যাদার সংরক্ষণ নির্ভরশীল।

পাশ্চাত্য জগতের নারী সমাজ যে প্রাচ্যের নারীদের তুলনায় বহু গুণ বেশী কষ্টকর দুঃখ দৈন্যের মধ্যে অতি করুন অবস্থায় কালাতিপাত করে উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে তাতে আর কোন রকম সংশয়ের অবকাশ থাকে না। আর একথাও পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, পাশ্চাত্য জগতের নারীরা গৃহসীমা অতিক্রম করে বহির্বাটির কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ার দরুন অতি কষ্টকর ও শোচনীয় পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। স্বয়ং পাশ্চাত্য মনিষীদের রচনাবলী হতেই সে কথা জানা যায় এবং স্বয়ং গৃহকর্তাকে তার আপন গৃহের হালচাল সম্পর্কে মিথ্যাভাসী বলে কল্পনা করার কোন অধিকার আমাদের নেই। অতএব বলতে হয়, পর্দা না করলেই যদি নারীদের সুখ-সমৃদ্ধি অথবা অন্তত তাদের কষ্ট লাঘব হত, তাহলে পাশ্চাত্য জগতের নারী সমাজের ওপর পূর্বোক্ত আপদ-বিপদ কখনও আসত না।

এরপর বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যাধিক্যের দিকটা বিচার করলে দেখা যায়, সভ্যতা ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যে দেশ আজ সমগ্র বিশ্বে সর্বাধিক অগ্রগামীক, সে দেশেও এ সমস্যা এমনই প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সেখানকার জ্ঞানী মনীষী ও দূরদর্শী দার্শনিকরা আজ এ অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে উঠেছেন, কিন্তু এর প্রতিবিধানের উপর উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। ফ্রান্সের 'রিভিউ অব রিভিউজ' নামক সাময়িকী ২৫ খণ্ডে সম্পাদকের অনুরোধক্রমে খ্যাতনামা মার্কিন প্রবন্ধকার ও লেখক মিঃ লুসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ১৬২২টি আবেদন পত্র পাওয়া যায়। অথচ পূর্ববর্তী বছরে ৭৭০টি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এ দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে হারে আজ প্রায় ১০০ বছর পর সেই রাজ্যের বিবাহ বিচ্ছেদের বার্ষিক সংখ্যা কি এক লক্ষ অথবা দেড় লক্ষ বলা যাবে না? আমেরিকার ওহিয়ো রাজ্যেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সেখানে ১৮৬৫ সালে ২২১৯৮টি বিবাহ রেজিস্ট্রি হয় এবং ৮৭০টি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে অর্থাৎ প্রায় প্রতি সাড়ে ছাব্বিশটি বিবাহের মোকাবেলায় একটি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র

আগে আলোচনা থেকে আমরা মানব জাতির লালন-পালন ও সত্যিকার মানুষ গড়ার যে দায়িত্ব নারী জাতির স্বন্ধে দেখতে পেয়েছি তাতে আমরা একজন মাকে বহু ধাপ অতিক্রম করতে দেখেছি, যাদের প্রকৃতিগত বা স্বাভাবিক কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের জন্য এতটা কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পার হতে হয়, তারা অর্থাৎ সেই মাতৃ জাতি কি করে পুরুষের সাথে বাইরের জগতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক টানা হেঁচড়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে? বহির্জগতের এসব ঝনঝাটে জড়াতে গেলে নারী জাতি নিজস্ব স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করতে কখনও সমর্থ হবে না।

ধরুন, কোন নারী শিক্ষা-দীক্ষায় চরম উন্নতি লাভ করে কোন দেশের আইন সভার সদস্যা অথবা কোন বিখ্যাত রাজনৈতিক দলের নেত্রী হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশত সামাজিক দাম্পত্য বন্ধন তাকে গর্ভদশায় নিক্ষেপ করল তখন সে বেচারীর কি অবস্থা হবে? একদিন দলের সফলতার কামনা এবং তার প্রতি সকল প্রকার সহয়তা করা, অপরদিকে তার তখনকার স্বাস্থ্যবিধি ও অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণের অপরিহার্যতা, এর কোন্ দিক ছেড়ে দিলে কোন্ দিক রক্ষা করবেন।

অথচ সে সময়ের বিন্দুমাত্র অসতর্কতা তার নিজের ও গর্ভজাত শিশুর ধ্বংস ডেকে আনতে পারে!

এরূপ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব রক্ষার চেয়ে তার স্বাভাবিক গুরু দায়িত্ব হল মাতৃত্ব রক্ষা করা। কারণ তার নিজের ও গর্ভজাত ভাবী মানুষটির দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে উক্ত নেতৃত্বের মোহ ছাড়তে হবে। না হয় রাজনৈতিক তিক্ত পরিবেশের প্রভাব তার স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক দায়িত্ব উভয়ই নষ্ট করতে পারে।

আর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ধরুন, জনৈকা নারী উচ্চ শিক্ষা লাভ করে একজন সুদক্ষ ব্যারিস্টার অথবা এডভোকেট হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন। অথচ তাঁর কোলে একটি নবজাত শিশু আবির্ভূত হয়েছে এবং মায়ের কাছে তার ন্যায্য প্রাপ্য স্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টির জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এমতাবস্থায় তাঁর যদি মামলা ও মোয়াক্কেলের সাফল্য চিন্তায় দিনরাত বড় বড় আইন বই ও নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তাহলে তার পক্ষে মোয়াক্কেলের মামলা জয়ের ব্যাপারে সুক্ষাতিসূক্ষ আইনের ধারা নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হবে কি?

ওর চেয়ে হতভাগ্য শিশু আর কে হতে পারে, যার মা উকিল বা ব্যারিস্টার হয়ে মোয়াক্কেলের পক্ষে জজের এজলাসে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের মুণ্ডপাত করে, আর তার অবোধ শিশু মাতৃস্নেহ ও দুধের অপেক্ষায় ব্যাকুলভাবে পথ চেয়ে থাকে? সে হতভাগ্য শিশুর স্বাস্থ্য ও জীবনের কি গতি হবে যার মা আইন পরিষদের সদস্য হয়ে

নিজ পাটির সাফল্য কামনায় দিনরাত তাতে লিপ্ত থাকে, অথচ আপন শিশুর কল্যাণে একটু সময় ব্যয় করার মত সুযোগ তার নেই? নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব এবং পুরুষ থেকে তাদের কর্মক্ষেত্র যে সম্পূর্ণ পৃথক তা বোঝার জন্য ওপরের দু'টি উদাহরণই যথেষ্ট বলে মনে হয়।

নারীর প্রকৃতিগত কর্তব্যই হল তারা পুরুষের কর্মক্ষেত্র হতে দূরে থাকবে। যদি তারা পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করতে যায় তাহলে স্ব-দায়িত্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর নেই। প্রকৃতির নিয়মেই মানব জাতির দুই শ্রেণীর কাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আসছে। মানব জাতির সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের মত বুনিয়াদি গুরু দায়িত্বভার নারী জাতির ওপরেই অর্পণ করা হয়েছে। নারীকে সে বিশেষ দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য যথোপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা দান করা হয়েছে। অন্যদিকে পুরুষের কাজ ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করে তাদেরকে তদুপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দৈহিক ও মানসিক শক্তি প্রদান করা হয়েছে। এক শ্রেণীর কাজ অন্য শ্রেণী দ্বারা সম্ভব নয়, কোথাও যদি সম্ভব হয় বলে দেখা যায়, তার নিজস্ব দায়িত্বে চরম অবহেলা সাধিত হয়, যার কারণে অন্য ব্যাধি দেখা দেয়।

নারী ও পুরুষের পৃথক পৃথক কাজের মিলিত ফলই দুনিয়ার বুকে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত ও অব্যাহত রাখে। এ কাজ তখনই সম্ভব যখন তারা একে অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা না করে পারস্পরিক সহযোগিতা সুশৃংখলভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যায়। আমাদের নারী মুক্তির অগ্রনায়করা অনেক সময় বলে থাকেন যে, নারীদের সমভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হবে। এর উত্তরে বলতে হয়, নারীদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের কাজ পুরুষ অপেক্ষা মোটেও কম নয়, বরং হিসেব করলে দেখা যাবে নারীদের সারা দিনের কাজ পুরুষ অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই বেশী। অথচ তাদের এ কাজের কোন স্বীকৃতি নেই।

পারিবারিক সমাজে নারীদের যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় হচ্ছে তার কোন স্বীকৃতি আমরা তাদের দিচ্ছি না। তারা একটি পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে, ভাবী নাগরিকের লালন-পালনে যে শ্রম দিচ্ছে তার সঠিক স্বীকৃতি থাকলে তাদেরকে আবার কাজে লাগানর কথা কিছুতেই উঠত না। এরপরও তাদেরকে কাজে লাগাবার কথা বলা অর্থ নারী সমাজের ওপর ডবল কাজের চাপ দেয়া এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ করে তাদের লাবণ্য ও স্বাভাবিক চরিত্র নষ্ট করে দেয়া।

ইসলাম নারীদের স্বাধিকার দিয়েছে। নারীদের স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ইসলাম কখনও আপোষ করে না; তবে পুরুষের সমান অধিকার ইসলাম দেয়নি। তাদের নিজ নিজ কাজে যেন কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটে এবং দৈহিক ও মানসিক দিককে সামনে রেখেই ইসলাম নারীকে পুরুষের পাশাপাশি রেখেছে। ভাগাভাগি করে কাজের অংশীদার করেছে, কিন্তু স্ব-স্ব দায়িত্বে আর একজনকে দখলদারি

করতে নিষেধ করেছে। একটি সমাজ প্রবর্তনে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান, কিন্তু তা স্ব-স্ব ক্ষেত্র থেকে, একে অপরের কাজে অনধিকার চর্চা করে নয়। নারী ছাড়া পুরুষ যেমন অচল, পুরুষ ছাড়াও নারী তেমন অচল, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম ভেঙ্গে অনেকেই চেয়েছে কিছু করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজে নারী স্বাধীনতার প্রবর্তকরা তাদের স্বীয় ভূমিকার ভুল বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নারী সমাজকে বাইরের জগত থেকে আবার তাদের ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার কথা ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করেছে, কিন্তু এতদিনে পানি অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। একবার ভুল করলে তার মাশুল বহু জেনারেশন পর্যন্ত দিতে হয়, তাই এখন দিতে হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নারীকে পৃথক ক্ষেত্রে পুরুষরা ষড়যন্ত্র করে আদৌ আটকায়ে রাখেনি, বরং জন্মগত ও প্রকৃতিগত দায়িত্ব নারীকে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে থেকে কাজ করার জন্য বাধ্য করেছে। প্রকৃতি তাকে যে প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে তা আদৌ পুরুষের ক্ষেত্রে কাজ করা নয় এবং পুরুষালী কাজ করে তা সম্ভও নয়। যেখানেই নারীরা পুরুষের ক্ষেত্রে ঢুকে পুরুষের কদমে কদম মিলিয়ে চলতে গেছে, সেখানেই চরম বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এবং তখনই মানব সমাজে বহু প্রকারের ক্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে। কারণ প্রকৃতির বিধান উলটপালট করার মানবীয় প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

নারী নারীর সীমায় থাকবে। পুরুষ পুরুষের সীমায় থাকবে এটাই স্বভাব ধর্ম। ও সীমা রেখা লংঘন করতে লেগেই বিপদের সম্মুখীন হবে। প্রগতির নাম করে নারীরা যদি প্রতি বিভাগে স্বাভাবিক নিয়মের সীমা লংঘন করে মাঠে, ঘাটে, অফিস, আদালতে পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা শুরু করে (যেমন এখন হচ্ছে) তার কুফল অনিবার্য। এরই কারণ সমাজের পরিণতি আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যার বিষফল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষক্রিয়া শুরু করেছে এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে কাউকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। প্রতিটি ব্যক্তি তার সবকটি ইন্দ্রিয় শক্তি দিয়েই তার কুফল ও বিস্ফোরণকে অনুভব করছে।

পরিশেষে কুরআনের আয়াত দিয়েই যবানিকা টানছি-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাহুন্না মিসলুল্লাযী আলাইহিন্না বিল মা'রূপ।

অর্থ ঃ পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর। (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

— সমাপ্ত —